Contents

চতুর্দশ বর্ষ

১০ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

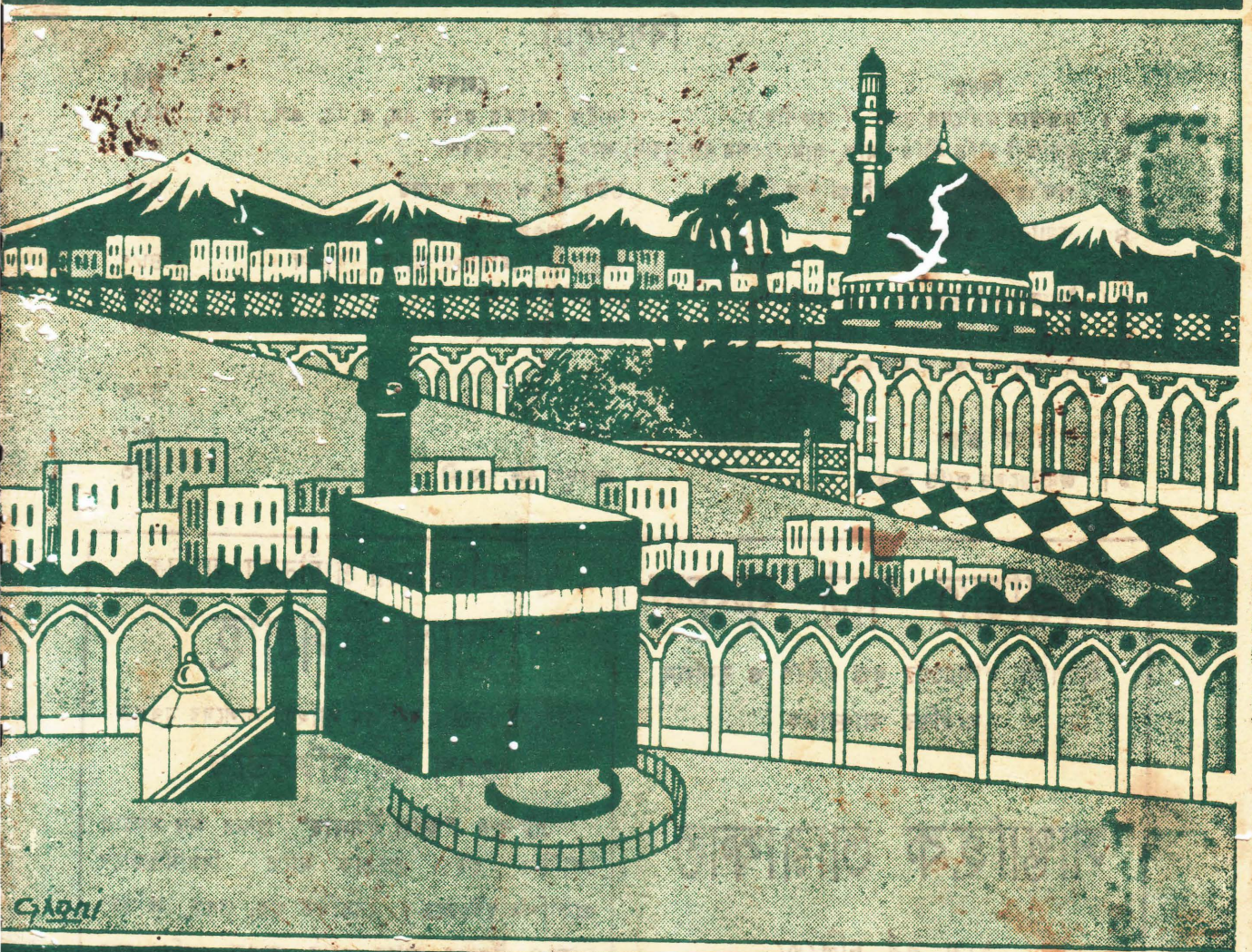

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—দশম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৫ বাং মে—১৯৬৮ ইং

সফর—১৩৮৮ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৪৫৯
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	৪৭১
৩।	পর্দার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ	ডক্টর এম, আবদুল কাদের	৪৭৫
৪।	কম্যুনিজম ও ইসলাম	মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুল হামীদ	৪৮০
৫।	ইয়াদগার-ই-ইকবাল (কবিতা)	বে-নজীর আহমদ	৪৮৮
৬।	শাহীদানে বালাকোট (কবিতা)	মুফাখ্খরুল ইসলাম	৪৯১
৭।	মুসলিম জাতির মানসিক গঠনে ইকবালের কবিতা		৪৯৩
৮।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৫০০
৯।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৫০৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১১শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ বংগাব্দ ; সফর, ১৩৮৮ হিঃ মে, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ ;	দশম সংখ্যা

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة النصر—সূরাহ্‌ আন্‌-নাস্‌র্‌

এই সূরার প্রথমে 'নাস্‌র' শব্দটি থাকায় ইহার এই নাম হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

১। [হে রাসুল,] আল্লার সাহায্য এবং বিজয়টি যখন আসিবেই ; (১)

১ । إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝

১। **এই সূরাহ নাযিল হওয়ার কাল :** এই সূরাহ নাযিল হওয়ার কাল সম্পর্কে দুইটি মত পাওয়া যায়। এক দল বলেন যে, মক্কা বিজয়ের দুই বৎসর পরে হিজরী দশম বর্ষে এই সূরাহ নাযিল হয় এবং এই সূরাহ নাযিল হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাত্র সত্তর দিন জীবিত ছিলেন। অপর দল বলেন যে, এই সূরাহ মক্কা বিজয়ের পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে নাযিল হয় দ্বিতীয় মতটিকে অধিকাংশ তাফসীরকার বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, কোন ঘটনা ঘটিবার পরে ঐ ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে 'ইযা' (اذا) শব্দ ব্যবহৃত হয় না। প্রথম মতের সমর্থকগণ হয়তো 'জাআ' (جاء) কে অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদ (ماضي) দেখিয়া ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহাদের একথাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অতীত কাল বাচক ক্রিয়ার (ماضي) পূর্বে 'ইযা' বা 'ইন্' (اذا - ان) থাকিলে ঐ ক্রিয়া ভবিষ্যৎ অর্থ দিয়া থাকে। তারপর এই নিয়মও জানা প্রয়োজন যে, 'ইন্' এর পরে যে ঘটনার উল্লেখ থাকে তাহা ঘটিতেও পারে, নাও ঘটিতে পারে ; কিন্তু 'ইযা' এর পরে অতীত কালবাচক ক্রিয়া থাকিলে উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটিবার নিশ্চয়তার প্রতি ইঙ্গিত থাকে। এই সব লক্ষ্য রাখিয়াই আয়াৎটির তরজমা ঐরূপ করা হইয়াছে।

১। আয়াতে উল্লিখিত 'নাস্‌র' (সাহায্য) ও 'ফাত্‌হ্' (বিজয়) এর একাধিক তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। যথা, (ক) 'নাস্‌র' বলিয়া 'বিজয়ের পূর্বাবস্থা, আয়োজন ও ব্যবস্থাদির সৃজন' এবং 'ফাত্‌হ্' বলিয়া 'বাস্তব দেশ বিজয়' বুঝানো হইয়াছে। (খ) 'নাসর' বলিয়া 'দীন ও শারীআতের পূর্ণাঙ্গ করা' এবং 'ফাত্‌হ্' বলিয়া 'পার্থিব নি'মাতের পরিপূর্ণতা' বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ এই আয়াতের যে আশ্বাস দেওয়া হয় তাহা বাস্তবে পরিণত হইলে বলা হয় 'আল্ য়াওমা আক্‌মালতু লাকুম্ দীনাকুম, অ আত্‌মামতু আলাইকুম্ নি'মাতী' (অদ্যকার দিনে আমি তোমাদের জন্য আমার দীনকে পূর্ণাঙ্গ করিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নি'মাতকে সম্পূর্ণ করিলাম)। (গ) 'নাস্‌র' বলিয়া ইহকালে আকাঙ্খা পূরণ' এবং 'ফাত্‌হ্' বলিয়া পরকালে জান্নাৎ লাভের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে (ঘ) 'নাস্‌র' বলিয়া 'মাক্কার কুরাইশদের উপর তথা সমগ্র আরব জাতির উপর আধিপত্য ও প্রাধান্য লাভ' এবং ফাত্‌হ্' বলিয়া 'মাক্কা বিজয়' বুঝানো হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সঃ র জন্মের পর হইতেই তাঁহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য বরাবরই হইয়া আসিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আলাম্ য়াজিদ্‌কা য়াতীমান্ ফাআওা' (তিনি কি তোমাকে য়াতীম পাইয়া আশ্রয় দান করেন নাই—সূরাহ ৯৩ আয়াহ : ৬)। তিনি আরো বলেন 'অলাকাদ্ নাসারাকুমুল্ লাহু বিবাদরিঁও অআন্‌তুম্ আযিল্লাহ্' (বাদর যুদ্ধে তোমরা যখন সংখ্যা ও অস্ত্র উভয় দিক দিয়াই দুর্বল ছিলে তখন সেখানে আল্লাহ তোমাদিগকে 'নাসর' ও সাহায্য করেন—সূরাহ্ ৩ আল্ 'ইমরান : ১২৩)। তারপর য়াহুদীদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি আল্লাহ তা'আলা ইতিপূর্বেই রাসূলুল্লাহ সঃ-কে দিয়া 'ফাত্‌হ'ও করাইয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অ আওরাসাকুম্ আরদ্বাহুম্ অ দিয়ারাহুম্' (এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে কিতাবীদের ভূসম্পত্তি ও বাড়ীঘরের অধিকারী করেন—সূরাহ ৩৩, আল্ আহ্‌যাব : ২৭)। কাজেই প্রশ্ন উঠে, এমত অবস্থায় কেবলমাত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুরাইশদের উপরে আধিপত্য লাভে সাহায্য করাকেই সাহায্য বলিয়া উল্লেখ করার এবং একমাত্র মাক্কা বিজয়কেই 'আল্-ফাত্হ' বলিয়া উল্লেখ করার তাৎপর্য কী? ইহার একাধিক জওয়াব দেওয়া হয়। যথা, (ক) রাসূলুল্লাহ সঃ ঐ সাহায্যের ও ঐ জয়ের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই 'ইযা' শব্দযোগে জানান হইল যে, ঐ সাহায্য ও জয় নিশ্চয় আসিবে এবং উহা প্রায় সমাগত। (খ) কুরাইশ গোত্র ছিল সমগ্র আরব জাতির নেতৃস্থানীয় এবং আরবের সকল গোত্রের লোকেরা একমাত্র কুরাইশ গোত্রেরই সর্বময় প্রাধান্য ও আধিপত্য স্বীকার করিত। কাজেই কুরাইশদের উপরে ইসলাম ও মুসলিমগণ আধিপত্য লাভ করিতে পারিলে তাঁহাদের পক্ষে তামাম আরব জাতির উপরে আধিপত্য লাভ সুনিশ্চিত ছিল। অনুরূপ ভাবে সমগ্র আরব জাতির অবিসম্বাদিত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মকেন্দ্র কা'বাগৃহ মাক্কাতে অবস্থিত থাকার কারণে আরবের সকল গোত্রের লোক মাক্কা নগরকে তাহাদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র জ্ঞানে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এমত অবস্থায় কুরাইশদের উপরে রাসূলুল্লাহ সঃ এর ও ইসলামের আধিপত্য লাভে আল্লার সাহায্য এবং মাক্কা বিজয় অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ আরবদের তখনকার অবস্থা এই ছিল যে, তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মকেন্দ্র কা'বা গৃহের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার ভার যে দলের হাতে ন্যস্ত থাকিত সেই দলের ধর্মই আরবের সর্বত্র গৃহীত হওয়া সুনিশ্চিত ছিল এবং কার্যক্ষেত্রে ঘটিলও তাহাই। মাক্কা বিজয়ের পরে অল্প দিনের মধ্যেই সারা আরবে ইসলাম পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই কারণে ঐ সাহায্যকে বিশেষ ভাবে আল্লার সাহায্য বলিয়া এবং ঐ বিজয়কে বিশেষ ভাবে বিজয় বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহার নযীর হইতেছে 'মাসজিদ আল্লার ঘর', 'কা'বা আল্লার ঘর' ইত্যাদি। সারা পৃথিবীরই মালিক আল্লাহ; তবুও কা'বা গৃহকে যেমন আল্লার ঘর বলা হয় ঠিক তেমনি ঐ সাহায্যকে আল্লার সাহায্য বলা হইয়াছে।

(গ) রাসূলুল্লাহ সঃ-র প্রতি এবং মুমিনদের প্রতি আল্লার সাহায্য বরাবর ছিল বলিয়াই তো তাঁহারা শত শত লাঞ্ছনা গঞ্জনার ভিতর দিয়াও বন্দেগী করিতে পারিতেছিল। তবুও মুমিনগণ মাঝে মাঝে অধীর, অস্থির হইয়া আল্লার দরবারে অনুযোগের সুরে বলিতেন "মাতা নাসরুল্লাহ" (কবে হইবে আল্লার সাহায্যের মত সাহায্য?) তাঁহাদের এই অনুযোগের মধ্যে তাঁহারা আল্লার যে বিশেষ সাহায্যের কামনা করিতেন সেই সাহায্যের কথা এই আয়াতে বলা হইয়াছে।

جاء نصر الله—আল্লার সাহায্যের আগমন। আগমন-প্রস্থান, আরোহণ-অবতরণ হইতেছে শরীরী জীবের কাজ। অশরীরী ব্যাপারের সহিত এইগুলি বিজড়িত হইতে পারে না। তাই প্রশ্ন উঠে, আয়াতটিতে সাহায্যের যে আগমনের-কথা বলা হইয়াছে এই **আগমনের** তাৎপর্য কী? ইহার উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া হইয়াছে। যথা, (ক) পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটিবার আছে তাহাকেই নির্দিষ্ট কারণ, অবস্থা ও কালের সহিত জড়িত করিয়া রাখা হইয়াছে। সময় যতই অতিবাহিত হইতে থাকে ততই ঘটনার সহিত সম্পর্কিত ও নির্দিষ্ট কালটি নিকটবর্তী হইতে থাকে এবং পরিশেষে ঐ নির্দিষ্ট কালটি উপস্থিত হইলে ঐ নির্দিষ্ট ঘটনাটি ঘটে। কালের এই আগমনের দিকে লক্ষ্য করিয়া কালে ঘটনীয় ব্যাপারটির সহিত 'আগমন' জড়িত করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাহা কিছু ঘটে তাহারই ভাণ্ডারসমূহ আমার নিকটে মওজুদ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ব্যাপারই আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই অবতীর্ণ করি" [সূরাহ ১৫ আল্-হিজর: ২১]। এই সাহায্যের আগমনের নযীর হইতেছে 'অহ্ঈ' এর 'অবতরণ'। অহ্ঈ একটি অশরীরী ব্যাপার, ইহা কিছুতেই অবতরণ করিতে পারে না; অবতরণ করেন 'অহঈ' এর 'বাহক'। এই বাহকের অবতরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অহঈ এর সহিত 'অবতরণ' জড়িত করা হইয়াছে।

(খ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দেন। তাহার ফলে আল্লার ঐ সাহায্যই যেন রাসূলুল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট পৌঁছিবার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতে থাকে। 'সাহায্যের আগমন' এই দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। অর্থাৎ যেন বলা হইল, হে রাসূল, আমার ঐ প্রতিশ্রুত সাহায্যের জন্য তোমাকে 'তূর', 'সীনাই' অথবা অন্য কোথাও যাইতে হইবে না। ঐ সাহায্য স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। (গ) শূন্যের জগৎ হইতেছে সীমাহীন অন্ধকার জগৎ; আর শূন্যের ঐ সীমাহীন অন্ধকার জগতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে আল্লার বদান্যতার ও সৃজনের অনন্ত প্রবাহ। ঐ প্রবাহে নিত্য নূতন ব্যাপার সৃজিত হইয়া তাহার গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ... র প্রতি প্রতিশ্রুত আল্লার ঐ সাহায্যটিও অনাদি কাল হইতে ঐ প্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছে এবং এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় ঐ সাহায্যটির আগমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট প্রায় সমাগত হয়।

আর একটি প্রশ্ন—মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের সাহায্যেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাক্কা জয় করেন। তবে আল্লার সাহায্যে মাক্কা বিজয় উক্তির তাৎপর্য কী? এই প্রশ্নের সহিত 'তাকদীর' এর মাসআলা বিজড়িত বলিয়া এ সম্পর্কে বেশী কথা বলা চলে না। তবে সংক্ষেপে ইহার উত্তর এই:—মানুষ হইতেছে তাহার কর্মের প্রত্যক্ষ সম্পাদনকারী বা কাসিব অর্থাৎ আল্লার প্রদত্ত শক্তি ও উপাদান ব্যবহার করিয়া মানুষ কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে আর আল্লাহ হইতেছেন ঐ শক্তি ও উপাদান মায় মানুষের ঐ কর্মের অস্তিত্ব দানকারী বা খালিক। এই কারণে মানুষের প্রত্যেকটি কর্মকে যেমন উহার কর্তা মানুষের প্রতি আরোপ করা সিদ্ধ হয় সেইরূপ মানুষের প্রত্যেকটি কর্মকে উহার খালিক বা অস্তিত্বদানকারীর প্রতি আরোপ করাও শুদ্ধ হয়।

পূর্ব্বের সূরার সহিত আয়াৎটির সংযোগ—পূর্বের সূরার সহিত আয়াৎটির সংযোগ এই ভাবে দেখানো হয়:—(সূরাহ ৪৭ মুহাম্মদ: সপ্তম আয়াতে) আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা যদি আল্লাকে সাহায্য কর তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।" অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আল্লার পক্ষ অবলম্বন করিয়া আল্লার শত্রুদিগকে যখন বলিলেন "ওহে ঐ কাফিরেরা" (জানিয়া রাখ) তোমরা যাহার ইবাদাৎ কর তাহার ইবাদাৎ আমি করিব না" তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াৎযোগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে বলিলেন, "হে রাসূল, তুমি যখন আমার সাহায্যে অর্থাৎ আমার অনুমোদিত দীনের প্রতিষ্ঠার সাহায্যে অগ্রসর হইলে তখন তুমি জানিয়া রাখ যে, তোমার প্রতি আমার সাহায্য আগতপ্রায়।

এই আয়াৎ সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব—আয়াৎটিতে ভবিষ্যৎ কালে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দান প্রসঙ্গে 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ অতীতে সাহায্য করার উল্লেখ প্রসঙ্গে (সূরাহ ২৯ আল-'আনকাবূৎ: ১০) 'রব্ব' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে "অ লাইন্ জাআ নাস্রুম্ মির্ রাব্বিকা"। এই তারতম্যের কারণ এই যে, 'আল্লাহ' অনাদি কাল হইতেই আল্লাহ রূপে বিরাজ করিতেছেন। কাহাকেও সাহায্য করার পূর্বে এমন কি কাহাকেও সৃষ্টি করার পূর্বেও তিনি 'আল্লাহ' ছিলেন। আর সৃষ্টিকে সাহায্য করার ভিতর দিয়া আল্লার 'রাব্ব' গুণের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই কারণে অতীত সাহায্য উল্লেখ প্রসঙ্গে 'রাব্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

الفتح—আল্ ফাত্হ্ বলিয়া মাক্কা বিজয় বুঝানো হইয়াছে। মাক্কা বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:—

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সহিত হিজরী ৬ সনে 'হুদাইবিয়া সন্ধি' নামে কুরাইশগণ যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে তাহাতে প্রধান ধারা এই ছিল যে, দশ বৎসরের জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত থাকিবে। তাহাতে আর একটি ধারা এই ছিল যে, আরবদের যে কোন গোত্র রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এবং কুরাইশ এই দুই পক্ষের যে কোন পক্ষের সহিত

www.ahlehadeethbd.org

২ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۔

২। এবং তুমি লোকদিগকে আল্লার দীনের মধ্যে দলে দলে প্রবেশ করিতে যখন দেখিবেই (২)

স্বাধীনভাবে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে এবং ঐ গোত্রগুলিও 'হুদাইবিয়া সন্ধির' আওতার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনন্তর, দ্বিতীয় ধারা অনুযায়ী বানূ খুযা'আ গোত্র রাস্থলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সহিত এবং বানূ বাকর গোত্র কুরাইশদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। ফলে ঐ দুই গোত্রের পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছিল তাহাও দশ বৎসরের জন্য স্থগিত হয়। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই হিজরী অষ্টম সনে কুরাইশের মিত্র গোত্র বানূ বাকর রাস্থলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মিত্র গোত্র বানূ খুযা'আকে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের কিছু লোক খুন করে। এই আক্রমণে কুরাইশগণ বানূ বাকরকে গোপনে সাহায্যও করিয়াছিল এবং ঐ আক্রমণের জন্য কুরাইশগণ রাস্থলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট দুঃখ প্রকাশ বা অনুতাপ লিপিও পাঠায় নাই। ফলে, কুরাইশদের উক্ত কাজে অংশ গ্রহণ করায় তাহারা 'হুদাইবিয়া সন্ধি' ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী হয়। বানূ খুযা'আর প্রতিনিধি দল রাস্থলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হইয়া শত্রুদের ঐ অত্যাচারের প্রতিকারের যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আবেদন জানায়। বানূ খুযা'আর প্রতিনিধিদের মদীনা গমনের খবর পাইয়া মাক্কার কুরাইশেরা প্রমাদ গণিল। অনন্তর, তাহারা সন্ধির মেয়াদ ফিরাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রবীণ নেতা আবূ সুফ্য়ানকে মদীনা পাঠায়। কিন্তু তাহাকে বিফল মনোরথ হইয়া মাক্কা ফিরিয়া আসিতে হয়। এই ভাবে আল্লাহ তা'আলা মাক্কা অভিযানের পথ উন্মুক্ত করেন।

তারপর, রাস্থলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মুহাজিরের ও আনসার মিলাইয়া দশ হাজার সৈন্যসহ হিজরী অষ্টম বর্ষের রামাযান মাসে মাক্কা অভিযানে বাহির হন। এই সৈন্যবাহিনী মাক্কার নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কুরাইশগণ ইহার কোনই সংবাদ পায় নাই। মুসলিম সৈন্যগণ মাক্কার অনতিদূরে রাত্রি যাপনের আয়োজন করিলে মাক্কার লোকজন সেখানে আগুন জ্বলিতে দেখিল। তখন ঐ বিদেশীগণ কাহারা তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য আবূ সুফ্য়ান গুপ্তচরের কাজ করিতে গিয়া মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। পরদিন প্রত্যূষে রাস্থলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাক্কায় প্রবেশের আয়োজন করেন। তিনি বিভিন্ন সেনানায়ককে বিভিন্ন পথে মাক্কায় প্রবেশ করিবার আদেশ করেন এবং অযথা আক্রমণ করিতে সকলকে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। সৈন্যগণ দলে দলে পতাকা লইয়া মাক্কায় প্রবেশ করিতে থাকে এবং সর্বশেষে প্রবেশ করেন রাস্থলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম উটে চড়িয়া এবং ঐ উটের উপরে তাঁহার পিছনে যাইদ-পুত্র উসামাকে বসাইয়া।

মাক্কায় প্রবেশ করিয়া রাস্থলুল্লাহ সঃ সর্বপ্রথমে কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন এবং উহার মধ্যে রক্ষিত মূর্তিগুলিকে এক এক করিয়া মেঝেতে ফেলিতে থাকেন। আর তাঁহার নির্দেশক্রমে হযরৎ উমর ঐ মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়া একেবারে 'হারাম' সীমানার বাহিরে ফেলিয়া আসেন।

২। النَّاس—'লোকগণ'। 'আন্-নাস' এর অর্থ হয় 'মানব জাতি'। কাজেই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাস্থলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সমগ্র মানব জাতিকে আল্লার দীনে দাখিল হইতে দেখিবেন; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই; তাঁহার জীবদ্দশায় সকল লোক তো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তবে এই আয়াতে 'আন্-নাস' এর তাৎপর্য কী? জওয়াবে বলা হয় যে, জ্ঞান-বিবেক ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত অধিকারীকেই কুরআনের ভাষায় 'মানুষ' বলা হয়। আর যাহারা জ্ঞান-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۔

৩। তখন তুমি [এখন হইতেই] তোমার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাক এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ছিলেন [বান্দার প্রতি দয়া সহকারে] অত্যন্ত প্রত্যাবর্তনকারী। (৩)

বিবেক দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না এবং মনুষ্যত্বের প্রকৃত গুণাবলী যাহাদের চরিত্রে পাওয়া যায় না তাহাদিগকে অর্থাৎ কাফির, মুশরিক ও অন্যান্য আচরণকারীদিগকে কুরআনে (সূরাহ্ ৭ আল্-আ'রাফ : ১৭৯) 'উলাযিকা কাল্-আন্'আমি বাল্হুম্ আযাল্লু' (চতুষ্পদ পশুর তুল্য—বরং তাহার চেয়েও নিকৃষ্ট' ঘোষণা করা হইয়াছে। সূরাহ্ ২ আল্-বাকারাহ : ১৩ আয়াতেও 'আন্-নাস' বলিয়া সরল বিশ্বাসী অকপট মুমিনদিগকে বুঝানো হইয়াছে। এখানেও আন্-নাস বলিয়া উল্লিখিত প্রকার লোকদিগকে বুঝানো হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কেহ সারা জীবন কুফর, শিরক ও অন্যান্য আচরণে লিপ্ত থাকার পরেও যদি তাহার সুমতি হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে তাহা হইলে সেও এই মর্যাদার অধিকারী হয়।

دِيْنِ اللّٰهِ—'আল্লার দীন'। আরবী সাহিত্যে এবং কুরআন মজীদে 'দীন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, (ক) কর্মফল (সূরাহ্ ১ আল্-ফাতিহাহ্ : ৩)। (খ) আদেশ পালন (সূরাহ্ ৯৮ আল্-বাইয়্যিনাহ্ : ৫)। (গ) আঈন, রীতিনীতি (সূরাহ ১২ য়ুসুফ : ৭৬)। কিন্তু এখানে 'আল্লার দীন' বলিয়া ইসলাম ধর্মকে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে (সূরাহ ৩ আলু-ইমরান : ১৯) বলেন, "আল্লার নিকটে একমাত্র ইসলামই হইতেছে দীন।" আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ছাড়া অপর কোন ধর্মকে দীন বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি কুরআনে (সূরাহ ৩ আলু-'ইমরান ৮৫) বলেন, "কেহ যদি ইসলাম ছাড়া অপর কোন ধর্মকে দীনরূপে অবলম্বন করে তাহা হইলে তাহার পক্ষ হইতে উহা কবুল ও মনযূর করা হইবে না; আর সে ব্যক্তি আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

أَفْوَاجًا—দলে দলে। ইহার তাৎপর্য এই যে, মাক্কা বিজয়ের পূর্বে বিভিন্ন বংশ বা গোত্র হইতে একজন, দুইজন করিয়া লোক ইসলাম গ্রহণ করিতেছিল। কোন বংশ বা কোন গোত্রেরই সকল লোক একযোগে মুসলিম হইত না। হযরত আবুবাকর ইসলাম কবুল ... উহার শুরুতেই। তারপর হিজরৎ পর্যন্ত এই তেরো বৎসরের মধ্যেও তিনি তাঁহার পিতাকে ইসলাম গ্রহণে সম্মত করিতে পারেন নাই। আরো অনেক ইসলাম গ্রহণকারীর মাক্কা বিজয়ের পূর্বের অবস্থা ছিল ঐ। কিন্তু মাক্কা বিজয়ের পরে আরবের এক এক বংশ ও এক এক গোত্রের সকল লোক একযোগে ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকে।

৩। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ، وَاسْتَغْفِرْهُ—এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে তিন প্রকার ভক্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। উহা হইতেছে 'তাসবীহ' বা আল্লার পবিত্রতা ঘোষণা, হাম্দ্ বা আল্লার প্রশংসা করা এবং 'ইস্তিগ্ফার' বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলা প্রথম আয়াতে দুইটি বিষয়ের এবং দ্বিতীয় আয়াতে একটি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেন। ঐগুলি হইতেছে আল্লার সাহায্য, মাক্কা বিজয় এবং লোকের দলে দলে ইসলামে প্রবেশ। আল্লার সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দেওয়া হয় আল্লার পবিত্রতা ঘোষণার, মাক্কা বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লার প্রশংসা করার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এবং লোকের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দেওয়া হয় আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার। আল্লার সাহায্যের সহিত তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণার সম্পর্ক, মাক্কা বিজয়ের সহিত আল্লার প্রশংসা করার সম্পর্ক এবং লোকের ইসলাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রহণের সহিত ক্ষমা প্রার্থনার সম্পর্ক তাফসীরকারগণ নিম্নলিখিত ভাবে দেখাইয়াছেন।

আল্লার সাহায্যের সহিত তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণার সম্পর্ক দেখাইতে গিয়া তাফসীরকারগণ বলেন, 'তাসবীহ' বা আল্লার পবিত্রতা ঘোষণার তাৎপর্য হইতেছে আল্লাকে যে সব ব্যাপারের সহিত জড়িত করা অথবা তাঁহার প্রতি যে সব গুণ আরোপ করা [illegible], অবান্তর, [illegible] বা অবাঞ্ছনীয় সেই সব ব্যাপার হইতে আল[illegible] পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করা। 'মুমিনদিগকে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য করা' সম্পর্কে মুমিনদের অন্তরে এ কথা উদয় হওয়া অস্বাভাবিক [illegible] যে, আমরা যেহেতু আল্লার পথে রহিয়াছি এবং তাঁহার মনোনীত প্রিয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যথা-সাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছি, কাজেই আল্লাহ তা'আলার উচিত আমাদিগকে সর্বদা সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে থাকা; [illegible] তিনি আমাদিগকে সাহায্য না করিয়া আমাদিগকে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করানো তাঁহার পক্ষে মোটেই সঙ্গত নহে। বান্দার মনে যাহাতে এই ভাবের উদ্রেক না হয় তাই নি[illegible] দেওয়া হইল আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ বা পবিত্র[illegible] ঘোষণার। প্রকারান্তরে বলা হইল, কোন বান্দার প[illegible] তাহার খালিক-মালিক সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা রাখা [illegible] কারণ একে তো আল্লাহ সর্বময় [illegible] অধিকারী ও কর্তা হওয়ার কারণে তাহা[illegible] যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার পূর্ণ অধিকার তাঁহার রহিয়াছে; তদুপরি তিনিই সকল ব্যাপার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে কখন কী করা বা না করা উপযোগী ও সঙ্গত তাহার পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। ফলে, এই আয়াতে তাসবীহ এর তাৎ-পর্য হইতেছে 'এই কথা [illegible] কাফিরের [illegible] যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ব[illegible]ও ছিলেন না। হা[illegible]কদের অত্যাচার কঠো[illegible] [illegible]বিত্র ও মুক্ত; [illegible] আঙ্গুলগুলি [illegible] কু[illegible]বস্থাতে সর্বাধিক [illegible]লা মঙ্গল সম্প[illegible] অস্থি-গ্রন্থিগু[illegible] [illegible]বিত্র ও 'সবব' এর নি[illegible]

[illegible]াক্কা বিজয়ের সহিত আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পর্ক পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। কারণ যে কোন নি[illegible]মা[illegible] ও দানের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকা[illegible] ও প্রশংসা একটি স্বাভাবিক চিরাচরিত ব্যাপার বটে।

তারপর, লোকের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের সহিত ক্ষমা প্রার্থনার সম্পর্ক। প্রথমতঃ ইহা স্থির করিতে হইবে যে, এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে ক্ষমা প্রার্থনার যে নির্দেশ দেওয়া হয় এই ক্ষমা প্রার্থনা তিনি কাহার জন্য করিবেন?—তাঁহার নিজের জন্য অথবা অপর কাহারো জন্য? কারণ এই আয়াতে উহার কোনই উল্লেখ নাই। এই প্রশ্নের জওয়াব কুরআনে খুঁজিতে গিয়া দেখা যায় যে, (ক) এক আয়াতে (৪০ আল্ মু'মিন: ৫৫) বলা হইয়াছে "[হে রাসূল,] তোমার নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও এবং সকাল সন্ধ্যা তোমার রব্বের প্রশংসা সহকারে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর"। (খ) তিন আয়াতে সাহাবীদের অপরাধের ক্ষমা চাহিতে বলা হই-য়াছে। আয়াৎগুলি হইতেছে ৩ আল্ 'ইমরান: ১৫৯; ২৪ আন-নূর: ৬২; ৬০ মুমতাহানাহ্: ১২। আর এক আয়াতে (৪৭ মুহাম্মাৎ: ১৯) বলা হইয়াছে, "[হে রাসূল,] তুমি তোমার সম্ভাব্য অপরাধের কারণে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিনা স্ত্রীলোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর"। 'দলে দলে লোকের ইসলাম গ্রহণ'—এই অনুষঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই আয়াতের ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশটিকে তাহাদের সহিত জড়িত রাখাই সঙ্গত হয়। অর্থাৎ 'অস্তাগ্ফিরূহু' এর তাৎপর্য দাঁড়ায়, 'হে রাসূল, ঐ সব নব দীক্ষিত মুমিনদের অপরাধের ক্ষমা তুমি চাও তোমার রব্বের কাছে। আর সূরাহ ৪৭ মুহাম্মাদ: ১৯ আয়াতে যেহেতু রাসূলের নিজের জন্য এবং মুমিন মুমিনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয় কাজেই এই আয়াতেও রাসূলের নিজের জন্য ও মুমিন মুমিনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ ধরা যাইতে পারে। প্রশ্ন উঠে, লোকের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে রাসূ-লুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পক্ষে এমন কোন অপরাধে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল যাহার জন্য তাঁহাকে পূর্বাহ্নেই ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হইল? জওয়াব এই যে, ইসলামের ব্যাপক, বিশাল প্রসার এবং উহার প্রভাব, প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মানুষ হিসাবে তাঁহার অন্তরে আত্মশ্লাঘা ও আত্মতৃপ্তির ভাব উদয় হওয়া সম্ভব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বরং স্বাভাবিকই ছিল। আর ঐ মনোভাবের ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁহার পক্ষে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহ হইতে গাফিল ও অন্যমনস্ক হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। তাই তাঁহাকে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়া আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার ঐ সম্ভাব্য অপরাধ সম্পর্কে আগে হইতেই হুশ্‌য়ার ও সতর্ক করিয়া দেন। আর মুমিন মুমিনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা। সে সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, শিষ্য বা ভক্তের সংখ্যা যতদিন অল্প থাকে ততদিন তাহাদিগকে সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। ফলে তাহাদের অপরাধের মাত্রা এবং পরিমাণ উভয়ই কম হইয়া থাকে। কিন্তু শিষ্য বা ভক্তের সংখ্যা যখন অত্যধিক বৃদ্ধি পায় তখন সকলের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয় না বলিয়া তাহাদিগকে সরাসরিভাবে যথাযথ শিক্ষাদীক্ষা দেওয়াও সম্ভব হয় না। ফলে তাহাদের অপরাধের মাত্রা ও পরিমাণ উভয়ই বেশী হইতে বাধ্য। এই কারণে লোকদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয় লোকদের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য।

তাসবীহ, হামদ ও ইস্‌তিগ্‌ফার এর ক্রম—এই সূরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিবার পরে যেমন তিনটি নির্দেশ দেন সেইরূপ সূরাহ্ আল্-মু'মিনের ৫১ আয়াতে "আল্লাহ তা'আলা রাসূলদিগকে অবশ্যই সাহায্য করিয়া থাকেন"—এই কথা বলিবার পরে ঐ প্রসঙ্গে ঐ সূরারই ৫৫ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে কয়েকটি নির্দেশ দেন। ঐ আয়াতে বলা হয়, "অতএব [হে রাসূল,] ধৈর্য ধর—নিশ্চয় আল্লার প্রতিশ্রুতি বাস্তব সত্য; **নিজ সম্ভাব্য অপরাধের জন্য আল্লার কাছে ক্ষমা চাও; এবং তোমার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর"**। ঐ সূরাতে প্রথমে 'ইস্‌তিগ্‌ফার' এর কথা এবং পরে 'তাসবীহ ও হামদ' এর কথা উল্লেখ করা হয়। আর এই সূরাতে উহার বিপরীত ক্রম অবলম্বন করা হয়। এখানে প্রথমে 'তাসবীহ' ও 'হামদ' এবং পরে 'ইস্‌তিগ্‌ফার' উল্লেখ করা হয়। বিবরণে এই ক্রমের তারতম্যের কারণ কী?

জওাব ঃ আয়াৎ দুইটিতে চারিটি বিষয়ের নির্দেশ রহিয়াছে। এই নির্দেশগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে দুইটিতে অর্থাৎ তাসবীহে ও হামদে মূলতঃ আল্লার কথাই বলা হয় এবং বাকী দুইটিতে অর্থাৎ সবরে ও ইস্‌তিগ্‌ফারে মূলতঃ বান্দার নিজের অবস্থার কথা বলা হয়। এই কারণে তাসবীহ ও হামদের স্থান সবর ও ইস্‌তিগ্‌ফারের বহু উর্ধে। এই দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে প্রথমে তাসবীহ ও হামদের উল্লেখ অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মানুষের চিন্তার ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মানুষ স্বভাবতঃ স্থূল, পরিদৃশ্যমান ও হাতের কাছের বিষয়গুলি সম্পর্কেই প্রথমে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে এবং উহা হইতে উন্নতি করিয়া পরে অদৃশ্য, সূক্ষ্ম ও দূরের বিষয়গুলি জানিতে চায়। মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় প্রথমে নিজ স্বার্থের দিকে এবং তারপর ঐ মনোযোগ উর্ধে উন্নীত হইয়া পরে নিবদ্ধ হয় তাহার খালিক মালিকে গিয়া। মানুষের বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-পীড়া প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে মানুষের এই মনস্তত্ত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। মানুষ কোন রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রথম প্রথম সে অত্যন্ত অধীর ও অস্থির হইয়া উঠে এবং উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যত সম্ভাব্য পার্থিব উপায়, তাদবীর ইত্যাদি যাহা করা তাহার সাধ্যে কুলায় তাহার কোনটিও না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। তখন সে থাকে অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক এবং নিজ চেষ্টা-চরিত্রের উপর অনেকটা বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ও সকল পরিশ্রমকে ব্যর্থ করিয়া যখন ঐ রোগ-ব্যাধি বা বিপদ-আপদ কিছু কালের জন্য বাড়িয়া যায় তখন মানুষের ঐ অস্থিরতা এবং ঐ তাদবীরাদি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াৎ দুইটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই তারতম্যের কারণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। সূরাগুলি নাযিল হওয়ার ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, আল্-মু'মিন সূরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাক্কাতে ইসলাম প্রচার কালের মধ্যভাগে নাযিল হয়— সে সময়ে সবেমাত্র মুশরিকদের অত্যাচার কঠোর আকার ধারণ করিয়াছিল। ঐ অবস্থাতে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা ছিল 'সবর' এর নির্দেশ দেওয়া এবং অস্থিরতা অপরাধের জন্য আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। আরো ঐ অবস্থাতে ইহাও জানাইবার প্রয়োজন ছিল যে, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় ও ব্যবস্থা হইতেছে আল্লার তাসবীহ ও হামদ করা। তাই ঐ আয়াতে তাসবীহ ও হামদের নির্দেশ দিয়া আভাষে জানানো হয় যে, রব্বের তাসবীহ ও প্রশংসার মধ্যেই সকল বিপদ হইতে মুক্তি লাভ নিহিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে এই সূরা আন্-নাসর যখন নাযিল হয় তখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মাক্কা বিজয়ের পূর্বে এই সূরাই নাযিল হওয়ার মতটি যদি গ্রহণ করা হয় তবে এই সূরা নিশ্চিত ভাবে হুদাইবীয়া সন্ধির কিছু পরে অর্থাৎ হিজরী ৭ম সনে নাযিল হইয়া থাকিবে। আর সে সময়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম নিশ্চিত ভাবে মুশরিকদের অত্যাচার হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কারণ সহীহ বুখারীতে আহযাব যুদ্ধের অধ্যায়ের শেষদিকে একটি হাদীস পাওয়া যায়, তাহাতে বলা হয়, আহযাব যুদ্ধে মুশরিকগণ মদীনা হইতে বিতাড়িত হইবার পরে [হিজরী ৪ অথবা ৫ সনে] রাসূলুল্লাহু সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "এখন হইতে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করিব; তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে পারিবে না। আমরাই তাহাদের দিকে চলিব।" ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে সময়ে এই সূরাহ আন্-নাসর নাযিল হয় সে সময়ে মুসলিমদের সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছিল এবং সূরাহ আল্-মু'মিনে বিপদ মুক্তির ব্যবস্থা হিসাবে 'তাসবীহ' ও 'হামদ' এর যে সুস্থ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহার মহিমা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। এমত অবস্থায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পরে গিয়াছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ও মুমিনগণ 'তাসবীহ' ও 'হামদের' প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া উহা হইতে বিরত হইয়া পড়েন। তাই আবার নূতন করিয়া উহার নির্দেশ দিতে গিয়া **উহাতে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিবার জন্য** উহার উল্লেখ করা হয় প্রথমে এবং ইসতিগফারের উল্লেখ করা হয় পরে। ফল কথা সুখে দুঃখে, অভাবে প্রাচুর্যে, রোগে-নিরোগে সকল অবস্থাতেই মুমিনের কর্তব্য হইতেছে আল্লার তাসবীহ ও হামদ বর্ণনা করা।

দ্বিতীয়তঃ আল্লার মা'রিফাৎ লাভের প্রথম অবস্থাতে মানুষের অন্তরে আল্লার স্মরণের ফাঁকে ফাঁকে তাহার নিজের অভাব-প্রয়োজন, দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদিও স্মরণ হইতে থাকে। কিন্তু সে যখন আল্লার মা'রিফাতের উচ্চ স্তরে উঠিতে সক্ষম হয় তখন আল্লার স্মরণ তাহার অন্তরে নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়া বসে এবং সে অপর সকল বিষয়ের স্মরণকে নীচে দাবাইয়া দেয়। সূরাহ্ আল্-মু'মিনের আয়াৎটি যে সময়ে নাযিল হয় সে সময়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আল্লার মা'রিফাতের প্রাথমিক অবস্থায় ছিলেন। [মাক্কাতে অবতীর্ণ সূরাহ ৪২ আশ্-শূরা : ৫২ আয়াতে বলা হয়, "(হে রাসূল,) তুমি জানিতে না কিতাবই কী আর ঈমানই বা কী?"] তাই সেখানে 'সবর' ও ইস্তিগ্ফারকে প্রাধান্য দিয়া ঐ দুইটির নির্দেশ দেওয়া হয় প্রথমে এবং তাসবীহ ও হামদের নির্দেশ দেওয়া হয় পরে। পক্ষান্তরে সূরাহ্ আন্-নাস্র যে সময়ে নাযিল হয় সে সময়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আল্লার মা'রিফাতের চরম শিখরে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তখন আল্লার স্মরণ তাঁহার অন্তরের পরতে পরতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাই এই আয়াৎটিতে তাসবীহ ও হামদকে প্রাধান্য দিয়া ঐ দুইটির উল্লেখ করা হয় প্রথমে। আল্লাই তাঁহার কালামের প্রকৃত রহস্য জানেন। হে আল্লাহ আমাদের গোস্তাখী মাফ কর।

انه كان توابا

তারপর তাসবীহ ও হামদ এই দুইয়ের মধ্যে তাসবীহকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলার গুণগুলি হইতেছে দুই প্রকার : অস্তি-বাচক যথা, ইচ্ছা, ক্ষমতা, সৃজন ইত্যাদি;

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং নাস্তি-বাচক যথা, শরীরী না হওয়া, সৃষ্টির অনুরূপ না হওয়া ইত্যাদি। প্রথম গুণগুলিকে ইকরামী বা জামালী গুণ এবং দ্বিতীয় গুলিকে জালালী গুণ বলা হয়; আর যাবতীয় ক্রটি ও দুর্বলতা হইতে তাঁহার পবিত্র ও মুক্ত থাকা হইতেছে একটি জালালী গুণ। এই দুই প্রকার গুণের মধ্যে নাস্তি-বাচক বা জালালী গুণগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বান্দার কর্তব্য হইতেছে আল্লাহ সম্পর্কে অশোভন গুণগুলির ধারণা হইতে অন্তরকে **প্রথম** বিশুদ্ধ করা; তবেই তো সেখানে আল্লাহ সম্বন্ধে সঠিক গুণগুলির বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হইবে। তাসবীহ হইতেছে জালালীগুণ আর হামদ হইতেছে জামালী গুণ। এই কারণে তাসবীহকে প্রথমে এবং হামদকে পরে আনা হইয়াছে।

তাসবীহ এর তাৎপর্য—মূল তারজামাতে 'তাসবীহ' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—যাবতীয় দূষণীয় বিষয় ও অবস্থা হইতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করা। হাদীসে তাসবীহ শব্দের এই অর্থই পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া হাদীসে আরও পাওয়া যায় হযরৎ আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এই সূরাহ নাযিল হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এই আয়াতে বর্ণিত নির্দেশকে কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে খুব বেশী করিয়া এই তাসবীহ পড়িতে থাকেন—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ۔

মুসলিম ১।১৯২

হযরৎ আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সূরাহ নাযিল হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম রুকূতে ও সিজদাতে নিম্নলিখিত তাসবীহটি প্রায়ই পড়িতেন।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ۔

[বুখারী ১০৯, ১১৩, ৬১৫, ৭৪২; মুসলিম ১।১৯২ ও আবু দাউদ। নাসাঈতে প্রথম 'আল্লাহুম্মা' বাদে এবং ইবন মাজাতে 'রাব্বানা' বাদে বাকী সমস্তই রহিয়াছে।]

উল্লিখিত হাদীস সমূহ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাসবীহ এখানে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'তাসবীহ' এর দ্বিতীয় তাৎপর্য হইতেছে সলাৎ কায়িম করা। মাক্কা বিজয়ের পর কা'বাগৃহে গিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সলাৎ সম্পাদন এবং তাঁহার অন্তিম কালে সলাতের প্রতি তাঁহার গুরুত্ব প্রদান এই তাৎপর্যের সমর্থনে পাওয়া যায়।—

তাসবীহ এর তৃতীয় তাৎপর্য বলা হয় কা'বাগৃহ হইতে মূর্তিগুলিকে অপসারিত করিয়া উহাকে পবিত্র করা।

আর একটি প্রশ্ন এই অংশ সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন উঠে। তাহা এই যে, আল্লার নাসর, আল্লার দীন বলার পরে আল্লার হাম্দ বলাই সমঞ্জস ও মানানসই হইত। তা না বলিয়া রাব্বের হাম্দ বলার তাৎপর্য কী? জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লার উল্লেখ তাঁহার সত্তা-বাচক নামযোগেও যেমন করা হয় সেইরূপ তাঁহার উল্লেখ তাঁহার গুণবাচক নামযোগেও করা হয়। তাঁহার সত্তা-বাচক নাম মাত্র একটি এবং তাহা হইতেছে 'আল্লাহ'। আর তাঁহার বাকী ৯৮টি নামই হইতেছে তাঁহার গুণবাচক নাম। এই সূরাতে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে চারি বার, তন্মধ্যে দুইবার তাঁহার সত্তাবাচক নাম 'আল্লাহ' এবং দুইবার তাঁহার গুণবাচক নাম 'রাব্ব' ও 'তাওওাব' ব্যবহার করিয়া উভয় প্রকার নামের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ হাম্দ হইয়াই থাকে কোন দয়া ও ইহসানের কারণে; আর আল্লার 'রাব্ব' বা প্রতিপালক হওয়ার মাধ্যমে তাঁহার শ্রেষ্ঠতম ইহসান প্রকাশ পায় বলিয়া হামদকে রাব্বের সহিত জড়িত করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

انه كان توابا—নিশ্চয় তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রত্যাবর্তনকারী। তাওওাব শব্দটি 'তাবা' হইতে গঠিত হইয়াছে। 'তাবা' শব্দের অর্থ ফিরিয়া আসিল'; 'প্রত্যাবর্তন করিল'। বান্দা যখন তাহার অনুষ্ঠিত ও অনুসৃত পাপ কাজের জন্য অনুতপ্ত হইয়া এবং ঐ পাপ কাজ এবং সকল পাপ কাজ ভবিষ্যতে চিরতরে পরিত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া তাহার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরাইয়া আনে তখন বলা হয়, "তাবা ইলাল্লাহি" (সে আল্লার পানে ফিরিয়া আসিল)। এই ভাবে প্রত্যাবর্তনকে শারী'আতে বলা হয়, 'তাওবাহ্'। তারপর, এই 'তাবা' শব্দটি বান্দার বেলায় যেমন ব্যবহৃত হয় সেইরূপ হা আল্লাহ সম্পর্কেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বান্দা যখন পাপ করিয়া চলে তখন সে আল্লাহ হইতে ক্রমাগত দূরে সরিতে থাকে এবং আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যেন মুখ ফিরাইয়া লন। অনন্তর বান্দা যখন পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজের কৃত পাপের ক্ষমার জন্য আল্লার নিকটে ইস্তিগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করিতে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার প্রতি মাগ্ফিরাত (ক্ষমা) সহকারে বান্দার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অবস্থায় বলা হয়, "তাবাল্লাহু আলায়হি" (আল্লাহ তাহার প্রতি প্রত্যাবর্তন করিলেন)। 'তাবা' এর এই দুই ব্যবহারে ভাষাগত পার্থক্য এই যে, আল্লার বেলায় উহার পরে 'আলা' (على) এবং বান্দার বেলায় উহার পরে 'ইলা' (الى) ব্যবহৃত হয়। আর এই দুইয়ের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য এই যে, আল্লার বেলায় প্রত্যাবর্তনের সহিত উহ্য ধরা হয় মাগ্ফিরাৎ ও রাহমাৎ (ক্ষমা ও দয়া); এবং বান্দার বেলায় উহ্য ধরা হয় 'অনুতাপ' ও 'ভবিষ্যতে পাপ ত্যাগের সঙ্কল্প'। এই শব্দটি কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে আল্লাহ এবং বান্দা উভয়েরই সহিত ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপে এবং বিশেষণের আকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সূরাহ ২ আল্-বাকারাহ : ৩৭, ৫৪, ১২৮, ১৬০, ১৮৭, ২২২; ৪ আন্ নিসা : ১৭; ৫ আল্-মায়িদাহ : ৩৯, ৯ আল্-আন্ফাল : ১৫, ১১২, ১১৮; ১১ হূদ : ৩; ২৫ আল্-ফুরকান : ৭১; ৬৬ আৎ-তাহরীম : ৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

দুইটি প্রশ্ন—আয়াতের এই অংশটি সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন উঠে। (প্রথম প্রশ্ন) 'ইস্তিগ্ফার' এর আদেশ হওয়ার পরে লোকে ইস্তিগ্ফার করিবে; আর সেই ইস্তিগ্ফারের ফলে মাগ্ফিরাৎ (ক্ষমা) লাভ হইবে **ভবিষ্যৎ কালে**। তবে এখানে অতীত কাল বাচক 'কানা' (كان = ছিলেন); শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য কী? (দ্বিতীয় প্রশ্ন) 'ইস্তিগ্ফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) এর নির্দেশ দিবার পরে উহার কারণ বা ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে 'গাফ্ফার' (অত্যন্ত ক্ষমাকারী) বলাই সঙ্গত ছিল এবং সূরাহ্ ৭১ নূহ : ১০ আয়াতে কার্যতঃ 'গাফ্ফার'ই ব্যবহার করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, "তোমরা তোমাদের রাব্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনি ছিলেন 'গাফ্ফার' (অত্যন্ত ক্ষমাকারী)। তবে এখানে গাফ্ফার না বলিয়া তাওওাব বলার তাৎপর্য কী?

প্রথম প্রশ্নের জওাব ইমাম রাযী তিনভাবে দিয়াছেন। (**প্রথম জওাব**) ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইতিপূর্বেও বান্দার প্রতি ক্ষমা ও দয়া সহকারে প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন। ইহা তাঁহার প্রাচীন অনুসৃত একটি নীতি। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম অথবা কোন মুমিন মুসলিম তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাকে ক্ষমা করা তাঁহার পক্ষে কোন নূতন নীতি হইবে না। অতীতে য়াহূদী জাতি বারবার বহু অপরাধ ও পাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিলে আল্লাহ তা'আলা যখন তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এবং যে কোন মুমিন মুসলিম ইস্তিগ্ফার করিলে তাহার পক্ষে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। ইস্তিগ্ফারের ফলে ক্ষমা লাভের এই নিশ্চয়তা বুঝাইবার জন্য এখানে 'কানা' (তিনি ছিলেন) শব্দটি যোগ করা হইয়াছে। (**দ্বিতীয় জওাব**) যদি বলা হইত যে, 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ও মুমিনগণ ইসতিগফার করিলে তারপরে আল্লার ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত হইবে' তাহা হইলে ঐ ক্ষমার কার্যতঃ বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করিতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা ও অবকাশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থাকিত। কিন্তু 'তিনি ছিলেন' এই কথা যোগ করার ফলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করার কাজটি আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হইতেই শুরু করিয়া দিয়াছেন। আর ইহা সুবিদিত যে, মহানুভব, বদান্য, শরীফ (কারীম) লোক যদি কাহারও জন্য কোন বৃত্তি বা কোন ইহ্সান একবার জারী ও চালু করেন তাহা হইলে তিনি কোন ক্রমেই উহা মওকুফ বা রহিত করেন না। এমত অবস্থায় অসীম দয়াবান রাহমান যখন **পূর্ব হইতেই** বান্দার পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করার কাজটি শুরু করিয়া দিয়াছেন তখন তাঁহার পক্ষে উহা মওকূফ ও রহিত করার কোন কথাই উঠিতে পারে না। এই ভাবে 'ছিলেন' যোগ করিয়া রাসূলের পক্ষে ও মুমিনদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। **(তৃতীয় জওয়াব)** অংশটির অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার অতীতে ক্ষমাকারী থাকার সহিত বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা বা ঐ ধরণের কোন শর্তের প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ অতীত কালে আল্লার এই নিয়ম (সুন্নাৎ) ছিল যে, বান্দা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকুক আর নাই করিয়া থাকুক সকল অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাকে ক্ষমা করিয়াছেন। অনন্তর, এখন যেহেতু ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হইল কাজেই ঐ নির্দেশ অনুযায়ী বান্দা ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহার পক্ষে ক্ষমালাভ অধিকতর সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল। ক্ষমালাভের নিশ্চয়তাকে অধিকতর সুদৃঢ় করাই হইতেছে এই 'কানা' (ছিলেন) যোগ করার তাৎপর্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে 'গাফ্ফার' না বলিয়া তাওওাব বলা হইল কেন? উত্তরে বলা হয় যে, এখানে 'অস্তাগ্ফিরহু' এর পরে 'বিৎ-তাওবাতি' উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ অনুতাপ এবং পাপ বর্জনের সঙ্কল্প সহকারে ইস্-তিগ্ফার করো। তবেই আল্লাহ ক্ষমা ও দয়া সহকারে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেন। পাপ করিবার ইচ্ছা অন্তরে গোপন রাখিয়া মুখে 'আল্লাহ মাফ করো—আল্লাহ মাফ করো' আওড়াইতে থাকিলে আল্লাহ ফিরিয়া তাকাইবেন না। অধিকন্তু আল্লার 'গাফ্ফার' গুণের তুলনায় তাঁহার তাওওাব গুণের মধ্যে বান্দার প্রতি আল্লার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা, নৈকট্য সহানুভূতি প্রকাশ পায়। যেন আল্লাহ বলিতে চান, 'তাওওাব' বলিয়া আমার যেমন একটি গুণ রহিয়াছে, তেমনি, হে রাসূল, তোমাকে এবং প্রত্যেক মুমিনকে 'তাওওাব' গুণে বিভূষিত হইতে হইবে। বান্দা আমার দিকে বারবার ফিরিয়া আসিতে থাকিলে আমিও বারবার তাহার দিকে ফিরিতে থাকিব। গুণটি নামে এক হইলেও অর্থে হইবে ভিন্ন। বান্দা আল্লার দিকে ফিরিবে অন্তরে অনুতাপ ও অনুশোচনা লইয়া আর আল্লাহ বান্দার দিকে ফিরিবেন ক্ষমা ও দয়া লইয়া।

এই সূরাটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার রিসালাতের কর্তব্য সমাপ্তির পথে এবং তাঁহার দুন্য়া হইতে প্রস্থান সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। অনন্তর, এই সূরাহ যখন তিনি সাহাবীদের সম্মুখে তিলাওৎ করিয়া শোনান তখন 'লোকের দলে দলে ইসলামে দাখিল হওয়ার সুসংবাদ' শুনিয়া প্রায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু একমাত্র হযরৎ আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এই সূরাহ শুনিয়া কাঁদিতে থাকেন। কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসল্লামের বিচ্ছেদ সমাগত প্রায়।

ইহা ছাড়া ইমাম রাযীর তাফসীরে এই সূরার সহিত পূর্ববর্তী সূরার সংযোগ ও সম্পর্ক, পূর্ববর্তী সূরার সহিত এই সূরার তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি বহু সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার জন্য উহা হইতে আপাততঃ ক্ষান্ত হইলাম।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

(١٥—١) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا ابراهيم بن المنذر الحزامي انا عبد العزيز بن ثابت الزهري ثني اسمعيل بن ابراهيم ابن اخي موسي

(১৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান ইব্রাহীম ইব্নুল-মুন্যির আল্-হিযামী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবদুল 'আযীয ইবন সাবিত আয্-যুহ্রী, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান ঐ ইসমাঈল ইবন্ ইব্রাহীম যিনি মূসা ইব্ন 'উক্বাহ্-এর ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন

عبد الله بن عبد الرحمن—তিনি সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম দারামী। তাঁহার পূর্ণ পরিচয়—আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রাহমান ইব্ন আল্-ফায্ল ইব্ন বাহ্রাম আৎ-তায়মী আস্-সামারকান্দী। তিনি হিজরী ২৫৫ সনে ইন্তিকাল করেন। ইমাম তিরমিযী ছাড়া ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আবূ দাউদও তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের হাদীসগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। ইমাম বুখারী তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করেন কিন্তু উহা তিনি তাঁহার সহীহ হাদীসগ্রন্থ ছাড়া অপর সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট করেন।

الحزامي = আল্-হিযামী তাঁহার পূর্ণ পরিচয় হইতেছে ইব্রাহীম ইব্নুল্ মুন্যির ইব্নুল্-মুগীরাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন খালিদ ইব্ন হিযাম আল্-কুরাশী আল্ মাদানী। এই পূর্বপুরুষ হিযামের দিকে সম্বন্ধ দেখাইয়া তাঁহাকে আল্ হিযামী বলা হয়।

عبد العزيز بن ثابت—অনেক প্রতিলিপিতেই এই রাবীর পিতার নাম 'সাবিত' লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহা ঠিক নহে। উহা হইবে আবূ সাবিত এবং তাহা হইতেছে তাঁহার উপনাম। তাঁহার নাম হইতেছে 'ইম্রান। কাজেই এই রাবীর পূর্ণ পরিচয় হইবে, আবদুল আযীয ইব্ন আবূ সাবিত 'ইমরান আয্-যুহ্রী। তাহার পুস্তকাদি ভস্মীভূত হইবার কারণে তিনি তাঁহার স্মরণ হইতে হাদীস বর্ণনা করিতেন বলিয়া তাঁহার বর্ণনায় অনেক ভুল ভ্রান্তি হইত। ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে এই রাবীর কোন হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

ابن اخي موسي—ইহা অব্যবহিত পূর্বের নাম 'ইব্রাহীম' এর বিশেষণ নয়; উহা হইতেছে তাহারও পূর্বের নাম 'ইসমাঈল' এর বিশেষণ। এই কারণে এখানে ইব্ন শব্দটির প্রথমে আলিফ আকারের হামযাটি আলিফ আকারে লিখিতে হইবে। ইহা লিখা হইলে অর্থ হয় 'ইবরাহীমের পুত্র ইসমাঈল হইতেছেন মূসার ভ্রাতুষ্পুত্র। পক্ষান্তরে ইহা লোপ করা হইলে অর্থ হইয়া যাইবে 'ইবরাহীমই হইতেছেন মূসার ভ্রাতুষ্পুত্র।

www.ahlehadeethbd.org

ابن عقبة عن موسي بن عقبة عن
كريب عن ابن عباس قال كان رسول
الله صلي الله عليه وسلم افلج الثنيتين
اذا تكلم رءى كالنور يخرج من بين
ثناياه ‧

(তাঁহার চাচা) মূসা ইবন্ 'উক্‌বা হইতে, তিনি কুরাইব হইতে, তিনি ইবন্ 'আব্‌বাস হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সম্মুখের দাঁত দুইটির মধ্যে কিছু ফাঁক ছিল; তাঁহার কথা বলিবার কালে তাঁহার সম্মুখের দাঁত দুইটির মাঝখান হইতে জ্যোতির মত কিছু বাহির হইতে দেখা যাইত।

الثنيتين—'আস্-সানীয়াতায়ন্' দ্বিবচন। কোন কোন প্রতিলিপিতে 'আস্ সানায়া' (الثنايا) বহুবচন পাওয়া যায়। সামনের উপর পাটির দুইটি ও নীচের পাটির দুইটি এই চারিটি দাঁতকে 'আস্-সানায়া' বলা হয়।

رءى = রু'ইয়া। এই শব্দটি 'রা'আ' শব্দের কর্মবাচ্য। ইহা এই ভাবেও পড়া হয়; আবার কীলা' এর মত 'রী'আ'ও পড়া হয়।

كالنور = কান্নূর। এখানে প্রথমের 'কাফ' অব্যয়টিকে অতিরিক্ত ধরিয়াও অর্থ করা যায়। অর্থাৎ 'জ্যোতির মত কিছু বাহির হইতে' স্থলে জ্যোতি বাহির হইতে' অর্থও করা হয়।

باب ماجاء في خاتم النبوة

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

❋ পায়গাম্বারীর ছাপ সম্পর্কিত হাদীস

خاتم النبوة—[(খাতামুন্-নুবুওৎ)। 'খাতাম' শব্দটি 'খাতিম'ও পড়া হয়।]=পায়গাম্বারীর ছাপ, পায়গাম্বারীর চিহ্ন।

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলিতে শেষ নবীর যে সব গুণ ও চিহ্নের উল্লেখ ছিল তন্মধ্যে একটি চিহ্ন এই বলা হইয়াছিল যে, শেষ নবীর পিঠে একটি সামান্য উঁচু মাংসপিণ্ড থাকিবে। এই কারণে এই মাংসপিণ্ডটিকে 'খাতিমুন্-নুবুওৎ' (মতান্তরে খাতামুন্-নুবুওৎ) বা 'পায়গাম্বারীর ছাপ' বা 'চিহ্ন' বলা হয়। ঐ মাংসপিণ্ডটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর শারীরিক গঠন ও আকৃতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহার উল্লেখ একবার 'তাঁহার আকৃতি' অধ্যায়ের ৭ম হাদীসে করা হইয়াছে। আবার ঐ মাংসপিণ্ডটি যেহেতু তাঁহার পায়গাম্বারীর শারীরিক, বাহ্যিক, প্রকাশ্য চিহ্ন ছিল তাই ইমাম তিরমিযী একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উহার বিস্তারিত বিবরণ দেন। সাহাবী সাল্‌মান ফারসীর জীবনী হইতে জানা যায় যে, তিনি খৃষ্টান আলিমদের নিকট হইতে শেষ নাবী সম্পর্কে যে সব গুণ ও চিহ্ন জানিতে পারেন তন্মধ্যে একটি গুণ এই বলা হইত যে, শেষ নাবী 'হাদীয়াহ্' বা উপঢৌকন গ্রহণ করিবেন কিন্তু 'সাদাকাহ্' বা খয়রাৎ গ্রহণ করিবেন না। দ্বিতীয় একটি চিহ্ন বলা হইত যে, শেষ নাবীর পিঠে সামান্য উঁচু একটি মাংসপিণ্ড থাকিবে। তাই সাল্‌মান ফারসী এই দুইটি আলামাৎ দেখিয়া ইসলাম কবূল করেন। বিস্তারিত বিবরণ এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ হাদীসে দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

(١٦—١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ
اَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (انه) قَالَ سَمِعْتُ
السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيْ
خَالَتِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ

(১৬—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ্‌ ইব্‌ন সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হাতিম ইব্‌ন ইস্‌মাঈল, তিনি রিওয়াৎ করেন জা'দ ইব্‌ন আবদুর রাহমান হইতে, তিনি বলেন আমি সায়িব ইব্‌ন য়াযীদকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি, আমার খালা আমাকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট যান। অনন্তর, খালা বলেন, "হে আল্লার রাসূল, আমার বোনের এই ছেলে পীড়িত"। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমার মাথায় হাত বুলান এবং আমার জন্য বরকতের

(১৬—১) হাদীসটি হুবহু এই সনদে এই মূলবচনসহ সাহীহ বুখারীর ৯৪০ পৃষ্ঠায়, এবং এই সনদেই মূলবচনে কিছু তারতম্যসহ সাহীহ মুসলিম ২।২৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইমাম বুখারী তাঁহার আরো তিন জন উস্তাদযোগে সনদের বাকী অংশ এই সনদেই, কিন্তু মূল বচনে সামান্য তারতম্য সহকারে এই হাদীসটি যেই ভাবে বর্ণনা করেন তাহা সাহীহ বুখারীর ৩১, ৫০১ ও ৮৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

الجعد 'আল্‌ জা'দ'। তিনি 'আল্‌ জু'আইদ' নামেও পরিচিত ছিলেন—বুখারী ৯৪০ পৃষ্ঠায় বুখারীর উক্তি। বুখারীর ৫০১ ও ৮৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীসের সনদে 'আল-জু'আইদ' এবং বাকী দুই স্থলের সনদে 'আল্‌ জা'দ' রহিয়াছে।

السائب بن يزيد—আস্‌ সায়িব ইব্‌ন য়াযীদ। এই সাহাবী হিজরী দ্বিতীয় সনে জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর অফাতের সময় তাঁহার বয়স ৮।৯ বৎসর ছিল। তাঁহাকে তাঁহার খালা যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট লইয়া যান তখন তাঁহার বয়স কী ছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া না গেলেও মিশকাৎ গ্রন্থকারের 'ইকমাল' পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, তখন তাঁহার বয়স ৭ বৎসর ছিল। সাহীহ বুখারী ৫০১ পৃষ্ঠায় সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, জু'আঈদ বলেন, আমি সায়িব ইব্‌ন য়াযীদকে তাঁহার ৯৪ বৎসর বয়সে পূর্ণ স্বাস্থ্যবান ও সবল দেখি। তখন তিনি বলেন, আমাকে আমার খালা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলেন, "হে আল্লার রাসূল, আমার বোনের এই ছেলেটি পীড়িত; আপনি তাহার জন্য দু'আ করুন"। তখন তিনি আমার জন্য যে দু'আ করেন সেই দু'আরই গুণে আজ পর্যন্ত আমি আমার চোখ ও কান হইতে পূর্ণ কাজ পাইতেছি।

وجع—'ওজি'উন', বিশেষণ পদ; অর্থ পীড়িত, অসুস্থ। ইহার মূল বিশেষ্য পদ হইতেছে 'ওাজ'উন'। ঐ বিশেষ্য পদটি প্রধানতঃ মাথা-বেদনা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও গা-হাত-পা বেদনা, সর্দি-কাশি, জ্বর-জ্বালা প্রভৃতি যাবতীয় পীড়া সম্পর্কেও ইহা ব্যবহৃত হয়। সাহীহ বুখারীর ৩১ ও ৫০১ পৃষ্ঠায় 'ওজি'উন' স্থলে 'ওকি'উন' শব্দ রহিয়াছে। এই 'ওকি'উন' শব্দটি মূলতঃ পদতলের ক্ষত অর্থে ব্যবহৃত হইলেও 'ওজি'উন' এর মত ইহাও সকল প্রকার পীড়া সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সায়িব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর মাথায় বেদনা ও পায়ের ক্ষত লইয়া আলিমগণ নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, পায়ে ক্ষত ছিল অথচ হাত বুলানো হইল মাথায়!

www.ahlehadeethbd.org

দু'আ করেন। তারপর তিনি উযূ করেন। অনন্তর তাঁহার উযূর পানি হইতে কিছু পানি আমি পান করিয়া তাঁহার পিঠের পিছনে গিয়া দাঁড়াই। অনন্তর, আমার দৃষ্টি পড়ে ঐ খাতামাটির প্রতি যাহা তাঁহার দুই কাঁধের মাঝে ছিল। আমি দেখি যে, উহা তাঁবু বা মশারীর ঝালরে লটকানো গোলকের অনুরূপ ছিল।

(১৭—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান সা'ঈদ ইব্ন য়া'কূব তালিকানী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আইয়ুব ইব্‌ন জাবির,

أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ
وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ وَقُمْتُ
خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي
بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ،

(١٧—٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ
الطَّالَقَانِيُّ أَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ

—এ কেমন কথা? তাই তাঁহারা বলেন, পায়ে কোন ক্ষত ছিল না; বেদনা ছিল মাথায়। জওয়াব এই যে, শরীরের যে কোন অঙ্গের পীড়ার মূল মাথা ও অন্তর। সেই কারণেই দু'আ পড়িয়া সচরাচর মাথায় ও বুকে ফুঁ দেওয়া হয়। মাথা ও অন্তর সুস্থ থাকিলে সবই সুস্থ থাকে। আমি একজন বুযুর্গকে দেখিয়াছি যে, তাঁহার কাছে পায়ের দুর্বলতার শিকায়াৎ করা হইলে তিনি কিছু পড়িয়া বুকে ফুঁ দেন। "পা দুর্বল; এমত অবস্থায় আপনি বুকে ফুঁ দিলেন কেন?" প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, "অন্তর সবল হইলে তবেই তো পায়ে বল আসিবে"। যাহা হউক, এ কথা বলা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক হইবে না যে, সায়িব রাঃ-র মাথার বেদনার জন্য হয় তো রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহার মাথায় হাত বুলান এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ পীড়া হইতে আরোগ্যের জন্য উযূ করা পানি পান করান। তাহা ছাড়া তাঁহার জন্য বরকতের দু'আ তো ভিন্ন ছিলই। এই বরকতের দু'আ বলিতে ধন, জন, মান-ইয্‌যৎ, আয়ু প্রভৃতিতে বৃদ্ধিসহ যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুস্থতা ও সবলতা প্রভৃতিও বুঝায়। কাজেই 'পায়ে বেদনা ছিল অথবা মাথায় বেদনা ছিল' এই ধরণের অবান্তর প্রশ্নে পড়িয়া সময় নষ্ট করা সঙ্গত নয়।

তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলাম—বালক-সুলভ চপলতা বশতঃ হয় তো তিনি পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন; অথবা থালার ইঙ্গিত মতে আদব পালন করিতে গিয়াও তিনি পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন।

زِرُّ الْحَجَلَةِ—যির্‌রিল হাজালাতি—ইহার মাশহুর অর্থ, 'তাঁবু, চাঁদোয়া, মশারী ইত্যাদির ঝালরের সহিত লটকানো গোলক।' কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন 'খঞ্জন, কাদাখোঁচা বা তিতির পাখীর ডিম'। তাঁহারা বলেন যে, অপর হাদীসে যেমন বলা হইয়াছে যে, 'উহা কবুতরের ডিমের মত ছিল' সেইরূপ এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, 'উহা ঐ পাখীগুলির ডিমের মত ছিল। সাহীহ বুখারীর ৫০১ পৃষ্ঠায় আছে, ইমাম বুখারী বলেন যে, (তাঁহার একজন উস্তাদ) ইব্‌রাহীম ইবন হাম্‌যাহ 'যির্‌রিল্' স্থলে 'রিয্‌যিল' বলেন। তারপর ইমাম বুখারী এই 'রিয্‌যিলকে' শুদ্ধ ও সহীহ বলিয়া মন্তব্য করেন এবং উহার অর্থ করে খঞ্জন পাখীর ডিম।

(৪৮৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

ডক্টর এম আবদুল কাদের

পর্দার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

[২]

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রমণীর জন্য রুদ্ধ ছিল। গ্রীসে কিছু কাল পূর্বেও বড় ঘরের মহিলারা পুরুষ হইতে দূরে গৃহের আর এক কোণে নিজেদের মধ্যে কথা বার্ত বলিতেন। (Lands and peoples vol. iii, 1097)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পর্দা একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। নৈতিক অবনতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে ইহা অবরোধে পরিণত হয়। "কেবল সভ্যতার সমধিক উন্নত অবস্থাই নারীর অবরোধের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব" (Tod, Annals of Rajstan, vol. I 643)। সভ্য জাতিগুলির মধ্যেই ইহার প্রসার ঘটে। বর্বরেরা কখনও পর্দা করে না, কাজেই ইহা বর্বর প্রথা নহে বরং সভ্যতারই সম্মানজনক প্রতীক।

ধর্মীয় পটভূমি

জগতে পাঁচটি প্রধান ধর্মের প্রত্যেকটি পর্দা করার বা অন্ততঃ প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীকে পৃথক রাখার পক্ষপাতী। কনফুসিয়াস (খৃঃ পূঃ ৫৫—৪৭৯) বলিতেন, সাত বৎসর বয়স হইলে বালক-বালিকাদের কখনও একত্র বাস করা উচিত নহে (Graner Buying, 14)। বুদ্ধদেব চাপে পড়িয়া রমণীদেরকে ধর্মীয় সঙ্ঘে স্থান দান করিতে বাধ্য হইলেও তাহাদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এক গৃহে বাস ও অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করিয়া অনেক কঠোর অনুশাসন বিধিবদ্ধ করেন। এসকল রক্ষা কবচ সত্ত্বেও ৫০০ বৎসরে বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটিবে বলিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। মনু বলেন, "ন সম্ভাষং পরস্ত্রী" অর্থাৎ পরস্ত্রীকে সম্ভাষণ করিবে না। স্ত্রীলোকের সন্নিধানে বাস করিবে না; মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সঙ্গেও নির্জন গৃহে থাকিবে না (মনু সংহিতা, ৮—২১৪, ১৫)। যাহাতে স্ত্রীর সহিত পর পুরুষের সম্পর্ক না হয় এইরূপ যত্নে স্ত্রী রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; স্ত্রী রক্ষণ সর্ব ধর্ম হইতে উৎকৃষ্ট (৯—৯,৬)।

নারী সর্বদা অবগুণ্ঠণবতী হইয়া পর্দায় থাকিবে, ইহাই বাইবেলের বিধি। নববিধানে আছে, প্রত্যেকটি রমণী যে অনাবৃত মস্তকে উপাসনা করে বা ধর্মোপদেশ দেয় সে মস্তকের অবমাননা করে। নারীর পক্ষে মুণ্ডিতা হওয়া যদি লজ্জাকর হয় তবে সে বস্ত্রাবৃতা হউক (১ কারিন্থিয়ান, ১১—৫, ৬)। আরও আছে, নারীর জন্য পুরুষ সৃষ্ট হয় নাই, পুরুষের জন্যই নারীর সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং মেয়েদের মস্তকোপরি (পুরুষের) ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ একটী আবরণ থাকা উচিত (ঐ ১১—৯, ১০)। টার্টুলিয়ান বলিতেন, "ধর্মপ্রাণ কুমারীদের পক্ষে অবগুণ্ঠিত বদনে সর্বজনসমক্ষে বারংবার উপস্থিত হওয়া এক একবার ধর্ষিতা হওয়ার তুল্য।" সেণ্ট ক্লিমেণ্ট বলিতেন, গৃহে না থাকিলে নারীকে সম্পূর্ণ বস্ত্রাবৃতা হইতে হইবে; তাহার মুখ অনাবৃত রাখিয়া সে অন্যকে পাপে লিপ্ত করিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারিবে না। (Waltekar 210) পক্ষান্তরে ইসলাম নরনারী উভয়কেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র ও দৈহিক গঠন অনুযায়ী পর্দা করিবার আদেশ দিয়াছেন। রমণীর কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে প্রধানতঃ গৃহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পর্দা কেবল সভ্যতারই অঙ্গ নহে, ইহার পশ্চাতে ধর্মেরও দৃঢ় সমর্থন থাকায় ইহা পরম পবিত্রতার ভূষিত হইয়াছে। খৃষ্টানেরা এখন পর্দা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে।

পর্দার হেতু

স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের সমস্ত সভ্য জাতি কেন নারীকে পর্দা বা অবরোধে পুরিল? প্রধান ধর্মগুলিই বা কেন পর্দাকে পবিত্রতামণ্ডিত করিল? তাহাকে অবিশ্বাস করে বলিয়াই কি? দুর্ভাগ্যবশতঃ যে কোন যুগে নারী যখনই কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীনতা পাইয়াছে, তখনই তাহার অপব্যবহার করিয়াছে। কাজেই পর্দা-প্রথার মূলে অবিশ্বাস আদৌ নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু সন্দেহ পর্দার একমাত্র কারণ হওয়া দূরে থাকুক, মুখ্য কারণও নহে মিঃ ওয়াল্‌থার বলেন, "পুরুষ পর্দা করিতে অভ্যস্ত হইয়া নারীকে অন্যান্য পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা থাকিতে বাধ্য করে, সে গৃহে তাহার জন্য নির্ধারিত অংশে স্থান গ্রহণ করিতে এবং লুব্ধ প্রতিবেশীদের প্রলোভনের হেতু হইতে না পারে, তজ্জন্য মুখ, কমর ও দেহলতিকা আবৃত করিতে বাধ্য হয় (Walteker. 12)। প্রাথমিক সমাজে নারী ছিল ভীষণ ঝঞ্ঝাটের হেতু লোকে নারী বা খাদ্যের জন্য পশুর ন্যায় পরস্পরের সহিত মারামারি করিত রমণীর রূপ কেবল ব্যক্তিগত নহে, জাতির দুর্দৈবেরও কারণ হইত। হেলেনের জন্য ট্রয় ধ্বংস হয় সীতার জন্য সোনার লঙ্কা ছারখার হইয়া যায় ও দ্রৌপদীর জন্য ভারতবর্ষ প্রায় পুরুষশূন্য হইয়া পড়ে। সংযুক্তা হরণ ভারতে মুসলমান আক্রমণ টানিয়া আনে। এবম্বিধ ভয়াবহ সঙ্কট এড়াইবার, নিজের প্রাণ ও বংশের মান-ইজ্জত বাঁচাইবার ও দৈহিক শক্তিতে দুর্বল নারীকে রক্ষা করিবার জন্যই লোকে তাহাদেরে হারেমে পুরে, সন্দেহের খাতিরে বা অবমাননার উদ্দেশ্যে নহে। বরং পুরুষ যখন নারীকে আপনার চেয়েও মূল্যবান ও পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে যখন Chibalry বা সৌর্য্য বোধ জাগ্রত হয়, তখনই তাহাদের মনে এই সাধু সঙ্কল্পের উদয় হওয়া সম্ভব। লোকে সামান্য দ্রব্য যত্রতত্র ফেলিয়া রাখিয়া বহুমূল্য মণিমুক্তা যেমন সিন্দুকে তালাবন্ধ করিয়া রাখে, অমূল্য বোধে নারীকেও তেমনি হারেমে পুরে।

পর্দার আর এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ শোণিত ধারার পবিত্রতা রক্ষা। এজন্য নারীর সতিত্ব যত দরকার পুরুষের তত নহে। মেয়েদের বহুপতিত্ব বা বহু গামিতার অর্থ বন্ধ্যাত্ব ও বংশলোপ। যে জাতির নারীরা একনিষ্ঠ নহে, সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৫১)। এজন্য পিতৃত্বের আবিষ্কারের সঙ্গে নারীর অধীনতা তাহার সতিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়ায়। এই অধীনতা প্রথমে ছিল দৈহিক, পরে হয় মানসিক। ভিক্টোরিয়া যুগে ইহা চরমে পৌঁছে। (Bertrand Russel, Marriage and morals, 20) আর এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ শ্রমবিভাগ। নারী সৃষ্টি-নিয়মে জীব-জননী রূপেই সৃষ্ট (?) জীব তাত্ত্বিক দিক দিয়া তাহার একমাত্র কাজ গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রতিপালন। এজন্যও শরীর-শক্তিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুর্বলতার দরুণ সম্পূর্ণরূপে বাহিরের কাজে নিয়োজিতা হওয়া তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য পুরুষ অপেক্ষাকৃত সহজ ও শান্তিপূর্ণ গৃহকর্ম প্রিয়তর ললনাদের জন্য বরাদ্দ করিয়া নিজেরা বাহিরের কঠিন কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবেই অন্তঃপুরের সৃষ্টি। প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত সভ্য জগতেই এ প্রথা বিদ্যমান। কোথাও ইহা পাঁচিল দিয়া ঘেরা, কোথাও পর্দা দিয়া ঢাকা, কোথাও পাহারা দিয়া আবদ্ধ কোথাও বিধি-নিষেধ দ্বারা নিবদ্ধ (শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, বিচিত্রা, মাঘ, ১৩৩৫)।

এতদভিন্ন যৌন অঙ্গের ক্রিয়ার পার্থক্য মানব সমাজের সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই নরনারীকে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে। যৌন জগতে পুরুষ সক্রিয়, নারী নিষ্ক্রিয়। যৌন অঙ্গের ক্রিয়ার এই পার্থক্যের দরুনই নরনারীর কার্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে (হার্বার্ট স্পেন্সার)। যৌন ক্রিয়ার বৈশাদৃশ্য বসতঃ বিসদৃশ প্রভাবের অধীন হইয়া প্রথম হইতেই তাহারা পরিবারের ন্যায় সমাজেও স্বতন্ত্র স্থান গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে (Universal History of the World, vii 3983)। এমন কি বালক বালিকাদের খেলা ধূলায়ও এই পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। নারী সঙ্গভোগের ফলে অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও পুরুষের দেহ মনে দুর্বলতা আসে। আদিম জাতিগুলি যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পায় ইহা তাহাদের অন্যতম। এজন্যই তাহারা যুদ্ধ, শিকার প্রভৃতি বিশেষ আয়াসের সময় কিছু কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তখন তাহারা পবিত্র বলিয়া ঘোষিত ও রমণীর পক্ষে তাহাদের সাহচার্য নিষিদ্ধ হয়। মুসলমানদের ই'তেকাফেরও একই নিয়ম। ইংল্যাণ্ডে অদ্যাপি আহারান্তে নরনারীর পৃথক হইয়া যাওয়ার রীতি আছে। জাতির জীবনে নির্দিষ্ট কয়েকটী সময় অথবা প্রত্যহ কিছুক্ষণ স্ত্রী পুরুষের স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা এই যৌন নিষেধাজ্ঞারই বিকশিত রূপ। ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্ব প্রথম ইহা গ্রহণ করে সুসভ্য গ্রীকরা। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিতে হইলে কিছু কালের জন্য নারীর মোহ হইতে সরিয়া থাকার সামর্থ অর্জনের দরকার, এই সত্য বুঝিতে পারিয়াই তাহারা সযত্নে নারীর কার্য্য ক্ষেত্র নির্দেশ করিয়া দেয় গৃহে।

পর্দার অর্থনৈতিক ও মর্যাদাঘটিত কারণও আছে। শ্রম বিভাগ না করিলে প্রত্যেকেই কঠিন কার্য্য পরিহার করিতে চাহিত বলিয়া একট ভীষণ বিশৃংখলার সৃষ্টি হইয়া মানব জাতির উন্নতি ব্যাহত হইত। তদুপরি পর্দা বরাবরই সম্মান ও শরাফতের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। রাজা, সামন্ত, বনিক প্রভৃতি বড় লোকদের পরিবারেই ইহা প্রথম প্রচলিত হয়। অভাবের তাড়না নাই বলিয়া প্রধানতঃ তাহাদের ঘরের মহিলাদের পক্ষেই পর্দা পালন করা সম্ভব। আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক অবস্থাও ইহার উদ্ভবের জন্য কম দায়ী নহে। কামাদি রিপুর উপর আবহাওয়ার অপ্রতিরোধনীয় প্রভাবের দরুনই অবরোধ অপরিহার্য, এজন্যই গরম প্রাচ্যে নারীর অবরোধ চরমে পৌঁছে। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক ও অন্যান্য অপরিহার্য্য গরজেই পর্দার উদ্ভব, পুরুষের নিছক মাতব্বরীর বাসনা বা খোশ খেয়ালের দরুণ নহে।

বর্তমান জগতে পর্দা

পর্দার ব্যবহার এত বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, বর্তমান সভ্য জগতের সর্বত্রই ইহা দেখিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাওয়া যায় (Chamber's Eueyclopea-dia, ix, 739), জাপানে পর্দা না থাকিলেও নর-নারীকে পৃথক রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে (Chamberlain Zhuings Japanese, 503)। বাল্যকাল হইতেই মেয়েদের পৃথক থাকিতে, এমন কি স্বামী ও দেবর ভাসুরের সঙ্গেও কতকটা দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হয় (Crener Byung 134)। কোরিয়ার মেয়েরা কঠোর অবরোধে থাকে (Lands and peoples v, 1859)। উচ্চ শ্রেণীর মেয়েরা নিবিড়ভাবে অবগুণ্ঠিতা না হইয়া কখনও বাহিরে যায় না (Ur-lin, 162)। সাত বৎসর হইতে চীনা বালিকারা ভ্রাতাদের নিকট হইতেও স্বতন্ত্র থাকে ও দশ বৎসর হইতে পূর্ণ অবরোধে থাকিতে বাধ্য (Granch, chinese civilization, 355)। দরিদ্রেরাও এই নিয়ম মানিয়া চলে (Urlin, 150)। চীনা স্ত্রী খোজার পাহারায় হ্যারেমে অবরুদ্ধা থাকিয়া জীবন কাটায়, (Granat, 37)। জর্জিয়ার মেয়েরা মাথার উপরে হালকা রঙের রুমাল পরে, তাহাতে কপালের একাংশ ঢাকা পড়ে ও স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনের কাজ চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা সর্দার এবং আরও দুই একটি পরিবারের মহিলারা অবরোধে থাকেন (Census of India, 1931. Vol. I, Part v, 518)। পাক ভারতের বনিয়াদি হিন্দু পরিবারগুলি অদ্যাপি পর্দা মানিয়া চলেন; তাহাদের মহিলারা পর্দা ঘেরা না দিয়া মোটরে উঠেন না, বেপর্দা ধনবানদের তাঁহারা ভুঁই ফোড় বলিয়া অভিহিত করেন। অপরিচিত লোক দেখিলে মফঃস্বলের বহু হিন্দু মেয়ে মুখে ঘোমটা দেয় বা এক পাশে সরিয়া দাঁড়ায়। অব-গুণ্ঠন হইতেই এই ঘোমটা শব্দটির উদ্ভব। জৈন ও মাড়োয়ারী বধূরা তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমন করি-বার সময় তাহাদের আসন কাপড় দিয়া ঘিড়িয়া লয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আবস্থাবান রাজ পুতদের মধ্যে পর্দা প্রথা এখনও প্রবল। শিখ যুবতীরা পর পুরুষ দেখিলে শাল দিয়া মুখ ঢাকে।

সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যেও অদ্যাপি অল্পবিস্তর পর্দাপ্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশের ইংরেজ বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের দিয়া কিছুতেই তাহাদের বিচার করা চলে না। ইতালীর কোন কোন মেয়ে হ্যাটের পরিবর্তে কাল বা সাদা অবগুণ্ঠন পরে (Pictures of women in many lands, 91)। দক্ষিণ ইতালী, বিশেষতঃ সিসিলির বধূরা যাহাতে পরপুরুষের সংশ্রবে না আসে, তৎ প্রতি কড়া নজর রাখা হয়। কোথাও স্বামী যুবতী স্ত্রীকে গৃহে তালাবদ্ধ করিয়া যায় (Urlin, 79)। গির্জা ও বাজার দিন ছাড়া কদাচিৎ রুমানিয়ান মেয়েদের মুখ দেখা যায় (Lands and peoples, v. 2195)। গ্রীসে নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের পক্ষে বাজারে ঘুরা ফিরা করা অসঙ্গত বিবেচিত হয়। নিতান্ত পরিচিত না হইলে সার্ভ মেয়েরা কোন পুরুষকে অভ্যর্থনা করিতে যায় না (Peoples of the world, vi, 159, 99)। হাঙ্গেরীর প্রান্তরের মেয়েরা বাধ্য হইয়া নিভৃতে থাকে। জার্মানীতে বাগদত্তা হওয়ার পূর্বে রঙালয় বা গীতনাট্যশালায় যাইতে হইলে বৃদ্ধা সহচরী সঙ্গে লওয়া অপরিহার্য্য। সুইডেনে প্রেমিক প্রেমিকাকে একত্রে আলাপ করিতে দেওয়া হয় না। জার্মানী এবং পর্তুগালেও এই সুযোগ কম (Urlin, 83, 88, 71)। ডেনমার্কের জাটল্যাণ্ড দ্বীপের মেয়েরা সাহারার কাফ্রী রমণীদের ন্যায়ই অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখ ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কপাল ঢাকিয়া রাখে। ফানো দ্বীপের মেয়েরা কাজ করিবার সময় প্রায়ই কাল মুখোস পরে (Lands and peoples, vi. 2513, 2415)

ফ্রান্সের মফঃস্বলের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা গুরুজনের অসাক্ষাতে অপরিচিতের সহিত কথা বলে না ; বাজারে যাইতে একজন দাই সঙ্গে লওয়া অপরিহার্য। যে যত নিষ্ঠার সহিত এই নিয়ম পালন করে, সে তত সম্মানী বিবেচিত হয়। স্পেনীয় রমণীরা অনেকটা প্রাচ্য অবরোধে থাকে। ধাত্রীরা চাকরাণী সঙ্গে না লইয়া বা ম্যান্টিলায় দেহাবৃত না করিয়া কোন যুবতীই রাস্তায় বাহির হয় না, কিংবা মাতা বা বৃদ্ধা সহচরীকে সম্মুখে না রাখিয়া বাহিরের লোকের সঙ্গে কথা বলে না (Pictures of women in many lands, 101, 92 ; Peoples of the world vi, 99, 26-7, 29)।

ইউরোপের বাহিরেও পর্দার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। পেরুর লিমা মেয়েরা ম্যান্টা দ্বারা এমন ভাবে হাত মুখ ঢাকিয়া বাহির হয় যে, স্বামীরা পর্য্যন্ত তাহাদের চিনিতে পারে না (P. W. 1., 315)। চিনিচ মেয়েরা পরে মিণ্টো। ইহা দ্বারা অবগুণ্ঠন ও কোট উভয়ের কাজই চলে। (L. 2 iii, 1236)। আফ্রিকার একমাত্র রাজ্য আবিসিনিয়ায় বাগদত্তা হওয়ার পর কনেকে অবরোধ জীবন যাপন করিতে হয় (Pictures of women in many lands. 85)। ওয়াম্বোরোর রাজার ভগিনীরা কঠোর অবরোধে থাকে (Wood. Natural History of man, 472)। উগাণ্ডার কেহ রাজপত্নীর দিকে তাকাইলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। সাবোল বাসীরা প্রবাসে যাইতে স্ত্রী গৃহে তালাবদ্ধ করিয়া যায় (P. W. 1. 140)।

এমন কি যেখানে পর্দা নাই, সেখানেও উহার স্মৃতি বিদ্যমান। সিসিলির কৃষক মেয়েরা হ্যাট না পরিয়া মাথায় রুমাল বাঁধে ; বেলজিয়াম এবং ক্রেয়াসিয়ায়ও একই রীতি। গ্রীক গৃহিণীদের প্রকাণ্ড মস্তকাবরণ অতীতের তুর্ক রমণীদের অনুরূপ পোষাকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় (L & P. iv, 1308, vi, 1339 2451 ; iii, 1100)। সর্বব্যাপক ঘোমটা লির সন্দেহে পর্দার স্মৃতি। পরপুরুষ দূরের কথা, বিবাহের পর ভিন্ন স্বামীকেও তাহার মুখ দেখা সঙ্গত বিবেচিত হয় না। কনের ঘোমটা তুলিবার ইহাই তাৎপর্য। পুরুষেরা পর্য্যন্ত অদ্যাপি পর্দার মায়া কাটাইতে পারে নাই। এজন্যই আমাদের গৃহ ও বৈঠকখানায় এবং অফিস আদালতের দরজা জানালায় পর্দার এত ছড়াছড়ি এবং উচ্চ রাজকর্মচারীদের ঘরে পাহারা ও interview এর এত বাড়াবাড়ি।

—ক্রমশ :

www.ahlehadeethbd.org

মূল: মওলানা শামসুল হক আফগানী
আনুবাদ: মোহাম্মদ আবদুছ্ ছামাদ

কম্যুনিজম ও ইসলাম

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাজনৈতিক অধোগতি

স্থিতিশীল সরকারের অধীন জনগণের শান্তিতে থাকা অপরিহার্য্য। তারা পরস্পরের সাথে বিবাদ করবে না, তাদের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম থাকবে না। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে—তাতে ধনীরা আরও ধনী এবং দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হতে থাকে; ফলে শ্রেণী সংগ্রামের উদ্ভব ঘটে। যখন জনগণ অনুভব করতে শুরু করে যে, এ সংগ্রাম ও দুরবস্থার জন্য ঐ সরকারই দায়ী যে সরকার ঐ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করে এবং উহাকে অক্ষুন্ন রাখতে চায়, তখন সরকারের প্রতি জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে শুরু হয়ে যায় বিবাদ বিসম্বাদ। অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সরকার ও জনগণের মধ্যে সংগ্রামের এক দীর্ঘ সিলসিলা চলতে থাকে।

যেসব রাষ্ট্রে ধর্মঘট ও অরাজকতা পরিদৃষ্ট হয়, সে গুলো হচ্ছে সেই অসমান জীবন ব্যবস্থার ফল যদ্বারা সরকার শক্তিহীন ও দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জনগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলে—ধনিক ও দরিদ্র জনগণ। ধনস্ফীতির দরুণ ধনিকরা হৃদয়হীন ও কাপুরুষ হয়ে পড়েন আর সরকারী ব্যবস্থার প্রতি বিক্ষুব্ধ মনোভাবের দরুণ দারিদ্র নিপীড়িত জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়; ফলে তখন রাষ্ট্রের হেফাযত ও প্রতিরক্ষার জন্য সরকারের হাতে কোন ক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকে না। ধনিকরা ভীরুতার কারণে প্রতিরক্ষার যোগ্যতা হ'তে বঞ্চিত থাকেন আর দরিদ্র জনগণ সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ায় আত্মত্যাগের মনোভাব হারিয়ে ফেলে। অথচ কুরবানী ও প্রাণ উৎসর্গের প্রেরণা ছাড়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই ধরণের রাষ্ট্রের উপর বাইরের আক্রমণকারীরা অনায়াসেই আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ যুদ্ধে ভিয়েৎকং বাসীরা যে বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে আমেরিকার জনগণের মধ্যে সেই প্রেরণা নেই; ফলে মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করা সত্বেও এমন ছোট একটি রাষ্ট্রের মোকাবিলায় আমেরিকার ভাগ্যে সাফল্য লাভ সম্ভব হয়নি, বরং তার পরাজয়ই ঘটছে। তার কারণ এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাস্ত্র স্বয়ং যুদ্ধ করে না; বরং মানবীয় শক্তি তাকে কাজে লাগিয়ে থাকে, আর যোদ্ধাদের মনের সাহস, বীরত্ব, শ্রম, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতির উপরেই জয়পরাজয় নির্ভর করে—আমেরিকার জনগণ এ সব গুণ হতে শূন্য। এখন তাদের লজ্জা কতকটা মাত্র ঢেকে রেখেছে তাদের বৈজ্ঞানিক যুদ্ধাস্ত্র ও বিপুল ধন সম্পদ। এসব অস্ত্র ও সরঞ্জাম যখন সহজলভ্য হবে, তখন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমেরিকার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে এবং তার মুখোস খুলে যাবে।

শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য জাতি ও দেশের প্রতিটি মানুষের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়া আবশ্যক। তাদের মধ্যে যেন বিচ্ছিন্নতা, মতানৈক্য ও শ্রেণী বৈষম্য না থাকে; এ হলে পরে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার দরুণ জাতি ও দেশ দুর্বল হয়ে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অবশ্যই এরূপ অরাজকতা দেখা দেয়। এই দুর্বলতার কারণে এই ধরণের দেশ আক্রমণকারীর মোকাবেলায় সক্ষম হয় না। ভর্জি যায়দানের মতে ইসলামী শক্তি রোমক ও পারস্য রাজকে পদানত করেছিল এজন্য যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চাপে এই দুটো রাজ্যে জনসাধারণ বিগড়ে গিয়েছিল এবং তারা ইসলামী ন্যায় নীতির জন্য পথের দিকে চোখ তুলে চেয়ে রয়েছিল। একথাটা পুরা সত্য না হলেও এটা আবশ্যই স্বীকার্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ, সামাজিক ও বিচার বিভাগীয় বিধি-ব্যবস্থা তুলনামূলক ভাবে অধিক যুক্তিসম্মত ও দৃঢ়তর ছিল।

নৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য আবশ্যক হচ্ছে দেশের জনগণের শারীরিক সুস্থতা, কর্তব্য-নিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা, শ্রমসহিষ্ণুতা এবং মৃত্যু সম্পর্কে ভয়-ভীতি-শূন্য চিত্ততা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীসম্পন্ন হওয়া; যাতে করে তারা জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতার সাথে পূর্ণ সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেরূপ ভোগ বিলাসপূর্ণ জীবনের পথ প্রশস্ত করে দেয় তাতে করে ঐ সব গুণাবলীর বিকাশ স্তব্ধ হয়ে নিম্নোক্ত বস্তুগুলো চারিত্রিক শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তাকে ধ্বংস করে দেয়। (১) মদ, (২) সিগারেট, (৩) যিনা, (৪) সমমৈথুন ও (৫) চুরি। এই প্রসঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর চারিত্রিক অবস্থা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মদঃ ইংল্যাণ্ডে বার্ষিক ৪৭৪ চার শ চুয়াত্তর কোটি টাকা মদে নষ্ট করা হয়।—সাচ, ২৭শে মে, ১৯৫৭ ইং। এ হচ্ছে চল্লিশ বছর আগেকার মদ্য পানের বিবরণ।

আমেরিকার অধিবাসীরা মদে বছরে ৯১৫ ন'শ' পনর কোটি ডলার খরচ করে। ডলারের মূল্য পাকিস্তানী পাঁচ টাকা হলে পাকিস্তানী মুদ্রার হিসেবে ৪৫৭৫ চার হাজার পাঁচ শ পঁচাত্তর কোটি টাকা তারা ব্যয় করছে।—[মীযান, কোয়েটা, ১৬ই জুলাই, ১৯৫২ ইং]

শুধু রাণী এলিযাবেথের রাজ্যাভিষেক উৎসবে ৩৪ চৌত্রিশ কোটি টাকার মদ ব্যয় হয়েছে। [—ইমরোয, ৩রা জুন, ১৯৫৩ ইং।]

সিগারেট: করাচী থেকে প্রকাশিত ১৯৫৫ ইং সালের ১০ই ফেব্রুয়ারীর 'আনজাম'এর রিপোর্ট মতে শুধু আটটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সিগারেট পানেই ৫০০০৫০০০০০ পাঁচ হাজার কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়।

যিনাঃ লাহোর থেকে প্রকাশিত ১৯৫২ ইং সালের ২রা অক্টোবর তারীখের 'নাওয়ায়ে ওয়াক্ত' এর রিপোর্ট মুতাবিক গত মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার সৈন্যেরা জাপানী মাতাদের গর্ভজাত কুড়ি লাখ জারজ সন্তান রেখে গেছে। এটা প্রকাশ্য হিসেবের কথা, অপ্রকাশিত হিসেবে আরও কত জারজ সন্তানের জন্ম এবং কত গর্ভপাত ঘটান হয়েছে তার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। পক্ষান্তরে মুসলমানরা যখন দুনিয়ায় বিরাট এলাকা জয় করেন তখন যিনার একটি ঘটনাও ঘটে নাই।

আমেরিকায় একুশ বছরের যুবক হীরাটনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাথে তিনজন অবিবাহিতা নারী বলপূর্বক সাতবার যিনা করে।—[পাসবান, (কোয়েটা) ৪ঠা মে, ১৯৫২ ইং।] মানব জাতির ইতিহাসে এ পর্যন্ত আপনারা পুরুষদের যিনা করার কথা শুনে থাকবেন, কিন্তু নারীদের পুরুষদেরে যিনা করতে বাধ্য করা এই প্রগতি যুগেরই এক অভিনব ঘটনা।

১৯৪৫ ইং ১৩ই আগষ্ট তারীখে জাপানের অস্ত্রসংবরণ সংবাদে আহ্লাদে-আত্মহারা হয়ে সানফ্রান্সিস্কোতে সৈন্যরা মদ্যপানের ভিতরেই তাদের উশৃংখল আচরণ সীমাবদ্ধ রাখে নাই, তারা দোকান-পাট লুট এবং কুমারীদের সতীত্বও নষ্ট করেছিল। তারপর সদর রাস্তায় তাদেরকে লেংটা করে নোংরামীর চূড়ান্ত পরিচয় তুলে ধরেছিল। [‘নাওয়ায়ে ওয়াক্ত’ লাহোর, ২৬শে আগষ্ট, ১৯৫৩ ইং।] বিলেতে জন্মের পর থেকেই উলঙ্গ হয়ে জীবন কাটাচ্ছে এমন বেহায়াদের সংখ্যা পাঁচ লাখ। [ঐ ২২শে মে, ১৯৫৩ ইং]

লওয়াতাৎ বা সম মৈথুন: আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি দুই লক্ষ উলঙ্গ ও বীভৎস ছবি দেখে মন্তব্য করতে বাধ্য হন, নিউ-ইয়র্ক ‘সদুম’ ও ‘অমুরীয়া’ জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। (এ দুটো হচ্ছে সম-মৈথুনের অপরাধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হযরৎ লূৎ আঃর কওমের জনপদের নাম)।—[সিদ্‌কে জাদীদ, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৪ ইং।]

সম-মৈথুন ফিরিঙ্গী সভ্যতার এক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়েছে।—[লণ্ডন টাইমস্ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫ ইং।]

১৯৬৭ সালের ৪ঠা জুলাই তারীখে ইংল্যাণ্ডের হাউস অব কমন্স ও হাউস অব লর্ডসে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে আইন পাশ হয়ে গেল যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পরস্পরের ইচ্ছায় সম-মৈথুনের আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। ফলে উক্ত আইন সঙ্গে সঙ্গে রাণী এলিযাবেথের স্বাক্ষর লাভ করায় ইংল্যাণ্ডে আজ সম-মৈথুন একটি বৈধ কার্য।—[মাসিক ‘আল হক’ আকুড়া খটক, আগষ্ট, ১৯৬৭ ইং।] অবশ্য যখন উহা বেআইনী ছিল তখনও ইংল্যাণ্ডে মঠ, গীর্জা, পরিষদ ভবন এবং বলতে গেলে সর্বত্রই সম মৈথুন ব্যাপক আকারে প্রসারিত হয়ে পড়েছিল [সিদ্‌কে জাদীদ, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৬ ইং।]

চুরি: আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট মতে আমেরিকায় প্রতি সেকেণ্ডে একটি বড় অপরাধ সংঘটিত হয়, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৪৬০টি মটর চুরি যায়। [পাসবান কোয়েটা, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৫০ ইং।]

ওয়াশিংটনে উদ্‌যাপিত প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর অভিষেক উৎসবে ১১ হাজার পানপাত্র, ৬ হাজার বোতল, ৬ শত রুমাল ও একটি বড় মেশিন চুরি যায়। [তর্জুমানে ইসলাম, ২১শে এপ্রিল, ১৯৬১ ইং।]

এ শুধু যৎকিঞ্চিৎ নমুনা মাত্র। এতে আপনারা আন্দাজ করতে পারবেন যে, পাশ্চাত্যের নৈতিক অধঃপতন কতটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল উৎস ইয়াহুদ জাতি

আজকাল বিশ্বের অর্দ্ধেকেরও বেশী রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে যে অপকার, ক্ষত ও ধ্বংস এগিয়ে আসছে তা সংক্ষেপে উপরে বিবৃত হলো। এই ব্যবস্থা ও তজ্জাত ক্ষয়ক্ষতি ও সর্বনাশের মূল উৎস হচ্ছে ইয়াহুদ জাতি। এ জাতির প্রথম কেন্দ্র ছিল

(৪৮৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৪৭৪ পৃষ্ঠার পর)

তিনি রিওয়ায়াৎ করেন সিমাক ইবন্ হারব্ হইতে, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন জাবির ইবন্ সামুরাহ্ হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর দুই কাঁধের মাঝে খাতামটি দেখিয়াছি। উহা কবুতরের ডিমের মত একটি লাল বর্ণের মাংসপিণ্ড ছিল।

(১৮—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ মুস'আব মাদানী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান য়ূসুফ ইবন্ মাজাশূন, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন তাঁহার পিতা (য়া'কূব) হইতে, তিনি

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدَّةً حَمْرَاءَ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ ٠

(১৮—৩) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِي أَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ أَبِيهِ

(১৭—২) غُدَّةً حَمْرَاءَ—মানুষের শরীরের মাংস ও চামড়ার মাঝে আবের মত যে উপমাংসটিকে নাড়া দিলে নড়ে সেই আবের মত উপমাংশটিকে 'গুদ্দাহ' (غدة) বলা হয়। এই উপমাংসটির বর্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। জাবির ইবন্ সামুরাহ্ রাঃ র বর্ণিত এই হাদীসটিতে ইহার বর্ণ বলা হইয়াছে **লাল** অথচ সাহীহ মুসলিম ২।২৫৯ পৃষ্ঠায় এই জাবির ইবন সামুরাহ হইতেই বর্ণিত আছে যে, ঐ উপমাংসটির বর্ণ ছিল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর শরীরের বর্ণেরই অনুরূপ। তাহা ছাড়া শায়খ ইবরাহীম বায়জূরী 'শামায়িল' পুস্তকের ভাষ্যে বলেন যে, কোন কোন রিওয়ায়াতে ঐ উপমাংসের বর্ণ কাল এবং কোন কোনটিতে সবুজও বলা হইয়াছে। এই উক্তিগুলির সমন্বয়ে বলা হয় যে, উপমাংসের বর্ণ সচরাচর পরিবর্তিত হইয়া থাকে এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর ঐ উপমাংসটিরও রং বদলাইতে থাকিত। তাই যিনি যে বর্ণ দেখিয়াছেন তিনি তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৮—৩) الْمَدَنِي—আল্-মাদানী। কোন কোন প্রতিলিপিতে আল্-মাদানী স্থলে 'আল-মাদীনী'ও পাওয়া যায়। ইমাম বুখারীর মতে 'মাদানী' ও 'মাদীনী' এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, কোন ব্যক্তি মাদীনাতুন্নাবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকিলে তাহাকে বলা হয় 'মাদানী'। আর কোন ব্যক্তি মাদীনাতুন্নাবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে অন্য কোন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকিলে তাহাকে **'আল-মাদীনী'** বলা হয়। কিন্তু বিখ্যাত ভাষাবিদ জাওহারীর মতে মাদীনাতুন্নাবীতে জন্মগ্রহণ করিলে বলা হইবে 'মাদানী' আর মাদীনাতুল-মানসূর তথা বাগদাদে জন্মগ্রহণ করিলে বলা হইবে 'মাদীনী'।

يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ—য়ূসুফ ইবনুল্ মাজাশূন; অর্থ 'মাজাশূন' এর পুত্র য়ূসুফ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'মাজাশূন' য়ূসুফের পিতা নহে, তিনি হইতেছেন তাঁহার প্রপিতামহ। 'য়ূসুফ' এর পিতার নাম 'য়া'কূব' এবং পিতামহের নাম আবূ সালামাহ।

يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الْمَاجِشُونِ ٠

তারপর 'মাজাশূন' আরবী শব্দ নাম নয়। ইহার মূল ফারসী নাম হইতেছে মাহ (=চাঁদ)+গূঁ (=বর্ণ)। উহাকে আরবীতে রূপান্তরিত করিতে গিয়া 'মাহ' এর 'হ' কে 'জীম' এবং 'গূঁ' এর 'গ' কে 'শীন' করা হয়। তারপর 'বায়তালাহমা' 'বুখতানাস্সার' এর নিয়ম প্রয়োগ করিয়া 'মাজাশূনা' করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ
جَدَّتِهِ رُمَيْثَةَ (انها) قَالَتْ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَشَاءُ
أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ
مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ، يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ
مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ

رিওয়ায়াৎ করেন 'আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ হইতে, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন তাঁহার দাদী রুমাইসা হইতে, তিনি বলেন সা'দ ইব্ন মু'আয যেই দিনে ইন্তিকাল করেন সেই দিন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে সা'দ ইব্ন মু'আযের মৃত্যু সম্পর্কে বলিতে শুনি "রাহমানের 'আর্শ উহার কারণে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল"। রুমাইসা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যখন ঐ কথা বলেন তখন আমি তাঁহার এত নিকটে ছিলাম যে, আমি তাঁহার দুই কাঁধের মাঝে অবস্থিত খাতামটি যদি চুম্বন করিতে ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে আমি তাহা করিতে পারিতাম।

(١٩—٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ
الضَّبِّيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ
قَالُوا أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ

(১৯—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহ্মাদ ইব্ন 'আব্দাহ্ আয্-যাব্বী, 'আলী ইব্ন হুজ্র্ এবং আরো একাধিক জন, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে লিখিতভাবে হাদীস জানান 'ঈসা ইব্ন

اهتز له عرش الرحمن = অসীম দয়াবান (আল্লাহ তা'আলা) এর আরশ কাঁপিয়া উঠিল। এই অংশটির তিন প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়। **প্রথম ব্যাখ্যা** এই যে, সা'দ এর রূহ এর আলামুল্-মালাকূতে আগমনের কারণে আল্লার আরশ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কার্যত: ও সত্য সত্যই কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। যাবতীয় মুহাদ্দিস সমাজ এবং অধিকাংশ সুন্নী আলিম এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের আকীদা এই যে, যে কোন জড় পদার্থ আল্লার হুকুমে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। **দ্বিতীয় ব্যাখ্যা** এই যে, এখানে আরশ বলিয়া আরশের বাহকদিগকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফিরিশ্তারা পর্যন্ত সা'দের রূহের আলামুল্ মালাকূতে আগমনে আনন্দে কাঁপিয়া উঠে। ইহা মুষ্টিমেয় সুন্নীদের ব্যাখ্যা। **তৃতীয় ব্যাখ্যাটি** হইতেছে মু'তাযিলীদের ব্যাখ্যা। তাঁহারা বলেন, এখানে কাঁপিয়া উঠার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ আরশ কাঁপেও নাই, নড়েও নাই বা ফিরিশ্তাগণও কাঁপেও নাই, নড়েও নাই।- বরং তাঁহারা খুশী ও আনন্দিত হইয়াছিল।

قالوا انا عيسى بن يونس (৪—১৯)
এই পুস্তকের 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর আকৃতি' অধ্যায়ে এই হাদীসটি যে সনদে বর্ণিত হইয়াছে তাহার ও এই সনদের মধ্যে একটি পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে, সেখানে حدثنا عيسى بن يونس বলা হইয়াছে আর এখানে انا عيسى بن يونس বলিয়া انبانا বুঝানো হইয়াছে। উভয়ের সমন্বয় এই ভাবে করা হয় যে, ঈসা তাঁহার ঐ শিষ্যদিগকে হাদীসটি আবৃত্তি করিয়াও শোনান এবং লিখিত ভাবেও দেন।

www.ahlehadeethbd.org

ابن عبد الله مولى غفرة قال ثنى ابراهيم بن محمد من ولد على ابن ابي طالب قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين ٠

(২০—৫) حدثنا محمد بن بشار انا ابو عاصم انا مزرة بن ثابت ثني علباء بن احمر ثني عمرو بن اخطب الانصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا با زيد ادن مني

যূনুস, তিনি রিওয়াৎ করেন গুফ্‌রাহ্‌ এর মুক্ত দাস উমার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ হইতে, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের সন্তানদের মধ্য হইতে (আলী এর পৌত্র) ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (ইব্‌নুল্‌ হানাফীয়াহ্‌), তিনি বলেন, আলী যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর আকৃতি বর্ণনা করিতেন—এই বলিয়া তিনি দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করিতেন (১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)। আর তিনি বলিতেন, তাঁহার দুই কাঁধের মাঝে ছিল পায়গাম্বারীর খাতাম্‌। তিনি নবীদের সর্বশেষ ছিলেন।

(২০—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ্‌ ইব্‌ন বাশ্‌শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবূ'আসিম, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'আয্‌রাহ ইব্‌ন সাবিত, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান 'ইল্‌বা ইব্‌ন আহ্‌মার, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আবূ যাইদ 'আম্‌র ইব্‌ন আখ্‌তাব আনসারী, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাকে বলেন, "হে আবূ যাইদ, আমার নিকটে এসো এবং আমার পিঠে হাত বুলাও"। অনন্তর

২০—৫) يا با زيد—য়া আবা-যাইদ। সাহাবী 'আম্‌র ইব্‌ন আখ্‌তাব এর উপনাম ছিল আবূ যাইদ এবং তিনি এই উপনামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহাকে সম্বোধনার্থে 'আবা-যাইদ' বলিয়া ডাকেন।

এই আবূ যাইদের বর্ণিত অপর একটি হাদীস এই সনদেই ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে 'নাবী সঃ এর পায়গাম্বারীর চিহ্নসমূহ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন। তাহা এইরূপ :—আবূ যাইদ বলেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম নিজ হাত আমার মুখমণ্ডলে বুলান এবং আমার জন্য দু'আ করেন"। ইহার পরে আবূ

যাইদের পৌত্র 'আয্‌রাহ্‌ (مزرة) বলেন, "আবূ যাইদ ১২০ বৎসর বাঁচেন এবং তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার মাথায় মাত্র কয়েকটি চুল সাদা হইয়াছিল"।—তিরমিযী হইতে উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

এই প্রসঙ্গে তিরমিযীর ভাষ্য গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাতে' বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর দু'আর গুণেই আবূ যাইদ সুস্থ শরীরে এই দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্‌বাল

www.ahlehadeethbd.org

فَامْسَحْ ظَهْرِي فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْخَاتَمِ، قُلْتُ وَمَا الْخَاتَمُ؟ قَالَ شَعَرَاتٌ مُجْتَمِعَاتٌ •

আমি তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমার আঙুলগুলি খাাতামটির উপরে পড়িল। ইল্‌বা বলেন, আমি বলিলাম, "খাাতাম আবার কোন জিনিস?" তিনি বলেন, "একস্থানে একত্রিত কয়েকটি চুল"।

তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে হাদীসটি এই ভাবে বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আবু যাইদের মুখমণ্ডলে হাত বুলান এবং তাঁহার জন্য সৌন্দর্যের দু'আ করেন। তারপর ইমাম আহমদ বলেন, আমাকে একাধিক লোকে জানাইয়াছেন যে, আবু যাইদ এক শতের কয়েক বৎসর পরে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহার ইন্তিকালের সময় তাঁহার মাথায় কয়েকটি সাদা চুল ছাড়া মাথার বাকী সব চুল এবং দাড়ির সমস্ত চুল কাল ছিল। 'তুহফা' হইতে উধৃতি সমাপ্ত।

'শামায়িল' এর ভাষ্যকার আল্লামা ইব্‌রাহীম বাইজুরী তাঁহার উল্লিখিত ভাষ্যগ্রন্থে বলেন যে, এই আবু যাইদ বাদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কারীদের একজন ছিলেন। এই অনুবাদকের অভিমত এই যে, এখানে আল্লামা ইব্রাহীমের ভ্রম হইয়াছে। সাহীহ বুখারীতে বাদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কারীদের নামের তালিকায় আবু যাইদ আল্‌-আনসারীর উল্লেখ দেখিয়া (বুখারী, ৫৭০ ও ৫৭৪ পৃষ্ঠা) সম্ভবতঃ আল্লামা ইব্‌রাহীম এই ভ্রমে পড়েন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 'আবু যাইদ আনসারী' কুন্‌য়াৎ ও উপাধিটি দুই জন সাহাবীর ছিল। একজন হইতেছেন এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী; তাঁহার নাম 'আমর ইবন আখ্‌তাব। আর অপর জন হইতেছেন বাদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী এবং তাঁহার নাম হইতেছে কাইস ইবনুস্‌-সাকান (قيس بن السكن) অথবা সা'দ ইব্‌ন 'উমাইর (سعد بن عمير) অথবা সাবিত (ثابت)। কাস্‌তাল্লানী ও কিরমানী তাঁহাদের রচিত বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে বাদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আবু যাইদের নাম কাইস ইবনুস সাকান বলিয়া উল্লেখ করেন এবং কাসতাল্লানী এই 'কাইস' এর নবম পুরুষ আন্‌-নাজ্জার পর্যন্ত তাঁহার পিতৃপুরুষদের নাম বর্ণনা করেন (কাসতাল্লানী, ৬।২৬৩ ও ২৬৪ পৃষ্ঠা)। যাহা হউক বাদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী 'আবু যাইদ' এর নাম কেহই আমর ইব্‌ন আখতাব বলেন নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লামা বাইজুরী এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবু যাইদকে ভ্রমক্রমে 'বাদ্‌রী' বলিয়া উল্লেখ করেন।

আল্লামা বায়জুরী বলেন যে, ইবন সা'দ এই সানাদযোগে এই মর্মেই একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাহাতে 'আবু যাইদ' স্থলে আবু যাম্‌'আ (ابو زمعة) পাওয়া যায়। হাদীসটি এইরূপ, আবু যাম'আ বলেন, [একদা] রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাকে বলেন, "হে আবু যাম্‌'আ আমার নিকট এসো এবং আমার পিঠে হাত বুলাও।" ফলে আমি তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগি। তারপর আমি আমার আঙুলগুলি 'খাাতাম' এর উপর রাখিয়া উহা টিপিতে থাকি। তাঁহার শিষ্যেরা বলেন, আমরা তখন বলি, "খাাতাম কী বস্তু?" তিনি বলেন, "তাঁহার কাঁধের নিকটে পুঞ্জীভূত কয়েকটি চুল"। কোন কোন 'আলিম বলিতে চান যে, ইব্‌ন সা'দ এর বর্ণনায় 'আবু যাম্‌'আহ্‌' এর উল্লেখ নিম্নতন কোন রাবীর ভ্রম হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইন্‌সাফের কথা এই যে, এই দুইটি হাদীসকে স্বতন্ত্র দুইটি ঘটনার বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। অর্থাৎ আবু যাইদের ঘটনাটিও সত্য এবং আবু যাম্‌'আর বিবরণও সত্য। এই অনুবাদক তাবাকাৎ ইব্‌ন সা'দ এর উর্দু তরজমায় আবু যাম্‌'আর কোন হাদীস পায় নাই। বরং সেখানে এই মর্মে যে হাদীস পাওয়া যায় তাহার রাবী আবু রিমসা (ابو رمثة); আবু যাম্‌'আ নয়।

شعرات مجتمعات—পুঞ্জীভূত কয়েকটি চুল। এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে নুবূওতের ছাপটিকে চাঁদোয়ার গোলকের ন্যায়, কবুতর ইত্যাদির ডিমের ন্যায় এবং এই হাদীসে পুঞ্জীভূত কয়েকটি চুল বলা হইল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ইন্‌শা-আল্লাহ এই অধ্যায়ের শেষ হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

কম্যুনিজম ও ইসলাম

(৪৮২ পৃষ্ঠার পর)

প্যালেস্টাইন ও আরব উপদ্বীপ। তাদের সুদী কারবার আরব জাতিকে দরিদ্র ও পঙ্গু করে দিয়েছিল। কোরআন মজীদে তাদের পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়েছে :

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم •

"যারা সোনারূপা জমা করে রাখে এবং আল্লার রাহে খরচ না করে, তাদের দুঃখজনক আযাবের সংবাদ দিন।"

সহীহ বুখারীর যাকাত অধ্যায়ে হযরত মো'আবীয়া রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াতটি আহলে কিতাবদের শানে নাযিল হয়েছে। আরবে বিশেষতঃ মদীনায় আহলে কিতাবের বেশীর ভাগ ছিল ইয়াহুদ জাতি আর তারাই ছিল পুঁজিবাদ ও মহাজনী কারবারের মাধ্যমে জনগণের শোষণকারী। ইসলাম যখন জয়যুক্ত হলো তখন ইয়াহুদ তার সামনে টিকে থাকতে পারল না। তারা আরব ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে ইউরোপে ও পরে আমেরিকায় প্রসার লাভ করে। তারা তাদের সুদী কারবার ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও সাথে করে নিয়ে যায় যা তারা সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে দেয়। ইয়াহুদদের দাবী এই যে, আজও বিশ্ব সম্পদের শত করা চল্লিশ ভাগের অধিকারী তারাই। এই ইয়াহুদ জাতির কল্যাণে অর্দ্ধেক বিশ্ব সুদ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নারকীয় আগুনে জ্বলছে এবং এই ইয়াহুদী ব্যবস্থাই ঔপনিবেশিকতার রূপ নিয়ে বিশ্বের এক বড় অংশকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। সেই গোলামীর জিঞ্জীরে আবদ্ধ মানুষরা জাগ্রত হয়েই আযাদী লাভের জন্য সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। ঔপনিবেশিকবাদের প্রতিষ্ঠা ও তারপর ঔপনিবেশিকতা থেকে আযাদী হাসেল করার জন্য যে সব রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে তা ইয়াহুদী পুঁজিবাদ ও শোষণেরই ফলশ্রুতি।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর জনসাধারণ দরিদ্র

এই অসামঞ্জস্য মূলক অসম ব্যবস্থায় যে সব ধ্বংসাত্মক ফলাফলের কথা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি তা বাস্তব ও পরীক্ষিত সত্য। ১৯২৯ সালে বিলেতের জনসংখ্যা ছিল চার কোটি তিন লাখ, আর বার্ষিক আয় ছিল জন প্রতি সত্তর টাকা। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে লাখপতি ছিল মাত্র ৫৪৩ জন।—[আল্ মুকাত্তম মিসর, নবেম্বর, ১৯৩০ ইং।]

ব্যয় বাহুল্যের এই কেন্দ্রভূমিতে স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন যেন এই কয়েক শ' লোকই, অবশিষ্ট লোকদের অবস্থা ১৯২৬ সালের ৭ই মে তারিখের সেন্সাস রিপোর্ট মতে নিম্নরূপ :

আমাদের ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ প্রায় এক কোটি এমন লোক যারা দারিদ্র নিপীড়িত অবস্থায় জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে, আর এক কোটি লোক অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে যারা আরাম আয়েশ কাকে বলে তাও জানে না, পশুপালন করতেও তারা সক্ষম নয়। ইংল্যাণ্ড যখন সরকারী ধন ভাণ্ডারে গরীব দুঃখীদের অংশ নির্ধারণ করে তখন বলা হয় যে, এখন দারিদ্র কমে গেছে; তাতে ডেইলী হেরাল্ড্ লিখেছেন, "এখনও অনেক পরিবার এমন আছে যাদের আলু ছাড়া গোশ্ত এবং শাকসব্জী কখনও জুটে না।

(৪৯০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

ইয়াদগার-ই-ইকবাল

বে-নজীর আহমদ

ডুবিয়া গিয়াছে আলো-আফ্‌তাব্ কোহ্‌কাফ্ গিরি-পারে,
চেরাগের জ্যোতি হারায়েছে দ্যুতি—নিভু-নিভু বারেবারে।
নিশীথিনী রাত্, শুধু জুল্‌মাত্, মুছে গেছে দিক্-দিশা,
লাখো রাহাগীর ফেলি আঁছু-নীর কলিজার খুন্-মিশা,
খুঁজিতেছে ফের, মুছতাকিমের চির-চেনা পথ-রেখা—
হাকিকী ইমাম, নাহি নাম-ধাম—নাহি মিলে কারো দেখা।
// হিন্দের বুকে দ্বীনের ঝাণ্ডা তুলে ছিল যারা আসি
জিন্দিগী শেষে সেদিন তাঁহারা কবরের গুহাবাসী।
তবু তারি মাঝে জিন্দা দীলের সন্ধানে ছিল যারা—
হীন দুশমনী-হিংসা-অনলে তাঁরাও সর্বহারা।
জিন্দান-গাহে গাহে—
আন্দামানের অন্ধ আগারে জ্বলে তাঁরা ব্যথা-দাহে।

বান্দারা যারা বন্দনা গাহি ছিল তব পদ-তলে—
তারাও সেদিন হানিছে তোমারে লাঞ্ছনা শত ছলে।
তব আশা-ভাষা বাসনা-পিয়াসা ঈমান আমল যত,
দ্বীনী-তাহযীব-তমদ্দুনের ধারা সে অব্যাহত
তাহারে ভ্রান্ত-বিচ্যুত করি-কুফ্‌রী-অন্ধকারে
তোমারে চালাবে অচ্ছুতসম—চাহে সে বারম্বারে।
অষ্ট-প্রহর জীবন-বাসর কাঁসর-ঘণ্ট-রবে,
বাসনা তাহার র'বে গুলযার তারি পূজা-উৎসবে!
// শুনিতেছ গান শুননা আজান চির তৌহিদ-বাণী—
মুছে গেছে যেনো কলেমা-কালাম সত্যের সন্ধানী।
সহসা মিনার চূড়ে—
রণে পুনঃ শুনি তকবির-ধ্বনি রহি-রহি কাছে দূরে।

জিনি যুগ কাল কবি ইকবাল এলে তুমি অবশেষে
ছলনা-ধাঁধাঁর কুফরী-আঁধার মুছে দিয়ে নিঃশেষে।
ইছমে-আজম-সুধা-জমজম আবার উথলি উঠি—
তোমার কলম-নির্ঝর বাহি পড়িল ধরায় লুটি।
আবে-হায়াতের অমর স্রোতের প্রাণ-জাগা কল্লোলে—
সিন্ধু-যমুনা-জাহ্নবী-ধোয়া হিন্দের কোলে-কোলে,
দ্বীনী জিন্দিগী উঠে ফের জাগি আজানের সুরে-সুরে,
যত সে গায়ের-ইছলামী জের সব ভাগে দূরে দূরে।
জাগে আলবেদা—বাতেল আকিদা যায় সব ধূয়ে মুছে
নব ঈদ-গাহে মিলে এক রাহে ছফেদে ও আবলুছে।
সাম্যের মহাগানে—
নয়া মহাজাতি মুক্তি-সারথি জাগিলো পাকিস্তানে।

www.ahlehadeethbd.org

তোমার 'বাঙ্গে দারা'র ছন্দে সুর-চন্দনা শত,
কওমী-ওতনী প্রেমের নৃত্যে নাচে যেন অবিরত।
উষ্ট্র-কণ্ঠ-মালিকা-লগ্ন ঘণ্টার তালে তালে,
তোমার স্বপ্ন দোলে মানুষের চিত্তর ডালে-ডালে।
নূতন 'পয়ামে মাশরিক্'-গীতি আবার আমরা শুনি—
প্রাচ্যের বাণী আলো-সন্ধানী উঠে যেনো গুঞ্জনি।
জড়বাদী ওই নব-পশ্চিম আত্মারে ভুলি-ভুলি—
ধ্বংস-দূতের পদতলে শুধু সত্যেরে দেয় তুলি।
মৃত্যু বিজয়ী অমর সত্য রুহানী-জগৎ জুড়ি,
রবে চিরদিন আলো অমলিন জ্যোতি নূর বিচ্ছুরি।

তোমার কণ্ঠ তলে—
যুগ-যুগ শেষে আশা-আশ্লেষে তারি বাণী পুনঃ জ্বলে।

'আহরারে-খুদি' 'রমুজে বেখুদি' আগু পিছু দুই ছায়া—
তোমার দীলের মুকুরে পেয়েছে অপরূপ রূপ-কায়া।
অপরের লাগি রহি কভু জাগি আপন স্বার্থ দলি'—
আপন স্বার্থে কভুবা পরেরে দেই যে জলাঞ্জলি।
খুদি-বেখুদির এই দুই তীর জীবন-সিন্ধু-কূলে
তন্-মন্ আর দিবা-নিশি সম উঠে নিতি দুলে-দুলে।
মখ্লুকাতের বাতেনী বাতের এই গূঢ় পথ-পানে—
তোমার রুহানী নূরের মশাল বারে বারে মোরে টানে।
কুফরী যুগের আলেয়ার আলো ভুলায়ে পথের দিশা—
সত্যের জ্যোতি নিভায়ে আনে যে ধ্বংসের চির নিশা।

সেদিন তোমার বাণী—
ছুঁয়ে ছাদেকের মুক্তি-পথের আলো-আশা দিলো আনি।
'শেকোয়া'র সাথে 'জোয়াবে-শেকোয়া' পর পর গাঁথি-গাঁথি
রচিয়াছ তুমি অরূপ মালিকা ঈমানের চির সাথী।
গাঢ় অভিমান বেদনার গান তারি বুকে আছে আঁকা—
সে-বেদনারাশি অবশেষে নাশি জাগিয়াছে চাঁদ রাকা।
ব্যথিত হিয়ার খুলি দুই দ্বার চাওয়া-আর-পাওয়া-পথে—
দেখায়েছ—প্রভু ভোলেনি তো কভু নবীজির উম্মতে।
'জাবিদ-নামা'য়-'বালে-জিবরীলে' মহাকাল-পথ-রেখা
আঁকিয়া গিয়াছ কল্পনা-রাগে যেনো সবি চির দেখা।
জীবরাইলের পাখায় পাখায় স্বর্গ-মর্ত্য ঘুরি—
দেখিয়াছ তুমি কেমনে ফুটিছে সৃষ্টির মঞ্জরী।

তৌহিদী রোশ্নীতে—
জ্বালায়ে গিয়াছ দ্বীনের মশাল জাহানের চারি ভিতে।

তুমি নাই তবু তুমি চিরজীবী—মর্দে মোমিন যাঁরা
সবে জানি জানি—আল্লারি বাণী—তাঁরা যে মৃত্যু-হারা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৪৮৭ পৃষ্ঠার পর)

একদিকে এই দারিদ্র, অপরদিকে স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন মহল বছরে চার শ' চুয়াত্তর কোটি টাকা কেবল মদ্যপানেই ব্যয় করে। এই দারিদ্র জন্ম নিয়ন্ত্রণের সৃষ্টি করেছে।—[সাচ, লক্ষ্ণৌ) ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ ইং।]

যে রাষ্ট্রে সূর্য্যাস্ত যায় না এমন বিরাট পুঁজিপতি রাষ্ট্রের এই অবস্থা। আমেরিকায় বছরে এক লাখ ডাকাতি সংঘটিত হয় আর পাঁচ লাখ চুরি হয়ে থাকে যার বড় কারণ হচ্ছে অনটন ও দারিদ্র। [সাচ, ১১ই এপ্রিল, ১৯২৭ ইং]

দারিদ্র নিবন্ধন বার্ষিক আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা শুধু ইংল্যাণ্ডেই পাঁচ হাজার।

পুঁজিবাদ সমাজবাদকে জন্ম দিয়েছে :

পুঁজিবাদের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অনেক সমস্যার জন্ম দিয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তার পেট থেকেই উহার ধ্বংসকর সমাজবাদী ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এজন্যই এর উদ্ভব তার পেট থেকে বলেছি যে, এই দু'টি অস্বাভাবিক আন্দোলন (পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ) এরই উদ্ভাবক হচ্ছে ইয়াহূদ। কম্যুনিজম বা সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতা শোপেনহেয়ার, কার্ল-মার্কস্, লেনিন তিনজনই ইয়াহূদ শ্রেণীভুক্ত (তান্তাবীর তাফসীরুল জাওয়াহের (২) ১২৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। ইয়াহূদ মার্কা এই দু'টি আন্দোলন গোটা বিশ্বকে দু'টি ব্লকে ভাগ করে দিয়েছে; প্রাচ্য সমাজবাদী ব্লক ও পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী ব্লক। উভয়টিতেই অস্ত্রধারণের পায়তারা আর এ দুটোর টানা হেঁচড়ায় ও স্নায়ু যুদ্ধে কোটি কোটি জীবন নষ্ট হচ্ছে; এ ছাড়া সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধাস্ত্র এটম বোম উদ্ভাবন করেছে যে ব্যক্তি সেও একজন ইয়াহূদ।

পুঁজিবাদের ন্যায় সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতাও ইয়াহূদ :

বিশ্বের এই দ্বিবিধ অশান্তিমূলক যুদ্ধংদেহী আন্দোলনের মূলে রয়েছে ইয়াহূদ জাতি। এই অভিশপ্ত জাতিই উক্ত দুই মতবাদের রূপ দিয়েছে এবং তাদের লিখনীর জোরে সমগ্র বিশ্বে তা গ্রহণীয় করে তুলেছে। এখন গোটা বিশ্বই ইয়াহূদী চাকার (পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ রূপ) এই দু'টি পাটে পিষে যাচ্ছে। এই অভিশপ্ত জাতি শুধু যে পার্থিব অশান্তিরই নিশানবরদার তাই নয়, বরং ধর্মীয় বিশৃংখলার মূলেও রয়েছে এই ইয়াহূদরাই।

... ...

পুঁজিবাদের বিবরণ দানের পর এখন আমরা সমাজবাদের উপর আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। পরিশেষে আমরা ইসলামের মধ্যপন্থী জীবন-ব্যবস্থাকে সবিস্তারে বর্ণনা করবো, যাতে করে সঠিকভাবে ইসলামী বিধান ও অনৈসলামিক বিধানের মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শহীদানে বালাকোট

—মুকাখ্খরুল ইসলাম

দেখেছ ধরার ধূলিকণা যার জ্বালোয়া আকাশ ছাপি
চ'লে আসমানে, দোযখের নার তার ভয়ে ওঠে কাঁপি ?
দেখেছ বিপদ-বালার যেথাও ভেদ করি' জাগে শিখা ?
গোলামীর শিরে পাও রেখে জ্বালে আজাদীর ললাটিকা।
হায়াত-মউত এক বরাবর, নাই কিছু আফসোস,
দেখেছ তেমন ঈমানের তাপ জোশ ?

এ শি আল্লার শান।
মউতে জীবন পায় মুমেনীন, হায়াতে মুক্ত প্রাণ।
ঈমানের তেজ মাটী ক'রে দিতে জুলমাত বাঁধে জোট;
তবু চেয়ে ছাখো, জেগে ওঠে বালাকোট।
জেগে ওঠে সেথা শত শহীদান জাগায়ে ভবিষ্যৎ
রক্তের দাগে চিরঅমলিন রাখে আজাদীর পথ।
রাখে কারবালা চিরজাগ্রত জিহাদের প্রাণদীপ,
কোরাণ উতারি' উড়ে চলে পাখী রক্ত আন্দালীব।

হাঁকে বীর, শোনো, চলো কারবালা পানে,
কারবালা কোট আর বালাকোট এক ঈমানের টানে।
ইংরেজাবাদ পায়ে পিষে চলো পিষে চলো রাজমল,
পাহাড় পাথার সাহারা বিথার বিয়াবান জঙ্গল।
রাতকে সেথায় দিন ক'রে আনো, প্রেমের ত এই রীতি,
আপনার খুনে লাল ক'রে তোলো মাশুকের গুল-বীথি।
রাতের তিমিরে সিতারা ছিটায় আপন সিনার লোহে,
দিনের পিয়াস ফুটায় রক্ত প্রবালের সমারোহে।
শত দিক হতে মুজাহিদ আসে সে আলোর পানে,
পরোয়ানা যেন চেরাগ-লক্ষ্যে আসে ছুটে শামাদানে।

কোথা পূরবের রংপুর নসীরাবাদ খলীফাডেরা,
আজীমাবাদের খান্কা কোথায়, কোথা দুশ্মন ঘেরা।

www.ahlehadeethbd.org

ঘরে ঘরে জমে মুক্তির চাল, মহলায় মহলায়
কুচ কাওয়াজের মহরত চলে ইশ্‌কের আশনায়।

ভাখো হোসেনের ঈমানের তেগ, আপন কণ্ঠখুনে
ওজু ক'রে গিয়ে সালাতে দাঁড়ায় মাশুকের প্রেমগুণে।
সেই সে ওজুর পাক পানি জ'মে ওঠে
বাঁশের কীলায় মজলুর রণে সিতানায় বালাকোটে।
হোসেনের লোহু কোরাতের বেগে মুজাহিদ প্রাণে প্রাণে
সে জোশ জাগায় প্রাণ দিয়ে করে মিস্‌মার শয়তানে। *

ঢাকা

৫.৫।৬৮ ইং

বিগত ৫ই মে ঢাকা ইসলামিক একাডেমী হলে পাকিস্তান তামাদ্দুনিক আন্দোলন কর্তৃক 'বালাকোট দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে পঠিত।

আলাপ—প্রলাপ

[প্রথম খণ্ড]

মহম্মদ সাদেক মিঞা বি, এ,

প্রণীত

অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ। ভাবধারা—ইসলামিক। ভাষা—ঝঙ্কারময়। তথ্য—যুক্তিপূর্ণ। সামান্ত হইতে অসামান্তের, পরিচিত হইতে অপরিচিতের সন্ধান। কষ্ট-কল্পিত নহে,—মানবের দৈনন্দিন জীবনধারা ও তাহার পারিপার্শ্বিকতা প্রকৃতির সহিত যতটুকু সম্বন্ধ রাখে তাহারই মধ্যে ইসলামিক বিধানাদির পাঠ!!! জ্ঞানানুসন্ধী অন্তরের সন্ধানী-আলোক ও জ্ঞানপিপাসু চিত্তের তৃপ্তিস্বরূপ এই কাব্যগ্রন্থ তিনশত ত্রিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। উত্তম বাঁধাই। মূল্য তিনটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:

রহমানিয়া ষ্টোরস্

বি-২৫ ওমালিবাগ,

চৌধুরী পাড়া,

ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

॥ এম, মাওলা বখ্শ, নদভী ॥

মুসলিম জাতির মানসিক গঠনে ইকবালের কবিতা

কোন জাতির সুসংগঠিত মানসিক সংগঠনই সেই জাতির মেরুদণ্ড। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির সংগঠনে তাহাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী বহু সংগঠক কেহ রাজনৈতিক প্রতিভা লইয়া, কেহ ধর্মের উপদেশবাণী লইয়া এবং কেহ শক্তির দণ্ড ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করতঃ নিজ নিজ পদ্ধতি মুতাবিক নিজেদের জাতিগুলিকে সংগঠিত সুশৃঙ্খলিত করার সাধনা করিয়া গিয়াছেন, এই সকল সংগঠকদের জাতি সেবা এবং ত্যাগ স্বীকারকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

কিন্তু মুসলিম জাতির প্রকৃত সংগঠক মাত্র একজন হযরত মুহাম্মদ সঃ। তিনি যে আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে সমগ্র জগতবাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বিচ্ছিন্ন মানবতাকে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা তুলনাহীন। এই দিক দিয়া তিনিই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সফলকাম সংগঠক। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহারই আদর্শকে সম্মুখে ধরিয়া মুসলিম জগতে বহু নামজাদা সংগঠকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এইরূপ সংগঠন এবং জাতীয় চেতনাবোধকে জাগ্রত এবং উদ্দীপিত করার কাজে বিভিন্ন শ্রেণীর নেতাদের দান অপেক্ষা জাতীয় কবিগণের দান ও কোন অংশে কম নহে। যুগ যুগ ধরিয়া কবিগণ জাতির ভাঙ্গা গড়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। প্রাক ইসলামিক যুগে আরবীয় কবিগণের কবিতার আঘাতে এক একটি গোত্রের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে এবং অন্য গোত্রের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে। ইসলামী যুগেও এই জাতীয় কবিগণের মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রসূলুল্লাহ সঃ এর দরবারী কবি হাস্সান বিন সাবিত রাঃ স্বীয় কাব্য রসে সাহাবায়ে কেরামের মন মগজকে সদা সতেজ করিয়া রাখিতেন, কবি বুসেরী স্পেনের পতন-মর্সিয়া গাহিয়া মুসলিম জাতির অন্তরস্থলে চির-দিনের জন্য ফিরিঙ্গী বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। পাক ভারতের পল্লী কবিরা 'জংগে কারবালা' ও 'আমীর হামজা' লিখিয়া মুসলমান-দের হৃদয়ে শত্রু নিধনের দৃঢ় সংকল্পের প্রতিষ্ঠা এবং বলবীর্য্যের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উর্দূ সাহিত্যের গজল লেখক কবিদের চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া যে তিন জন জাতীয় কবির আবির্ভাব হয় তাঁহারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত-প্রায় মুসলিম জাতির প্রাণে নিজেদের কবিতা ঝঙ্কারে স্পন্দন আনিয়া দেন। এই তিন জনের মধ্যে মওঃ আলতাফ হোসায়ন হালী তাঁহার যুগান্তকারী "মদ্দ ও যজরে ইসলাম" ইসলামের 'জোয়ার ভাটা' কাব্যে মুসলিম জাতির উত্থান পতনের অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও আলোড়ন সৃষ্টি কারী চিত্র আঁকিয়া সকলের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন এবং কবি আকবর এলাহাবাদী ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতার কষাঘাতে পর পদসেবী অন্ধ সমাজের মুর্দাদেহে চেতনা ফিরাইয়া আনার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যান।

www.ahlehadeethbd.org

কিন্তু সম্পূর্ণ অবশ ও নিস্তেজ জাতির দেহে যেরূপ উদ্দীপনার তীব্র বিদ্যুত প্রবাহ সঞ্চারিত করার প্রয়োজন ছিল তাহার জন্য আল্লাহ তা'লা কেবল ইকবালকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। ইকবাল মুর্দা জাতির লাশকে সম্মুখে রাখিয়া কেবল মর্সিয়া গাহিয়া যান নাই কিংবা জাতির ভাগ্য বিপর্য্যয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়েন নাই। তিনি জাতির অন্তর হইতে সর্ব প্রকার জড়তা, ভীরুতা এবং নৈরাশ্য ও অবসাদকে বিদূরিত করার জন্য কেবল জাগরণের, আশার, দৃঢ় প্রত্যয়ের এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার রুদ্র রাগিনীই গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা ইসরাফীলের সুরের ন্যায় মুর্দা-প্রাণ জাতিকে অধঃপতনের কবর হইতে পুনরুত্থিত করিয়া তাহাকে প্রাণবন্ত, আত্ম-বিশ্বাসী, উচ্চাকাঙ্খী করিয়া জীবন সংগ্রামীদের প্রথম কাতারে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

ইকবাল কি ছিলেন এবং তিনি জাতিকে কি দান করিয়া গিয়াছেন, উহা ভালভাবে জানিতে এবং উহার সহিত সম্যক পরিচয় লাভ করিতে হইলে তাঁহার কাব্যগ্রন্থকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অতি মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করার বিশেষ প্রয়োজন। তিনি উর্দু ও পার্সী ভাষায় কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার আসল কৃতিত্ব এবং বিশ্ববরেণ্য হওয়ার গৌরব ও স্বীকৃতি লাভ ঘটিয়াছে তাঁহার পার্সী কবিতার মাধ্যমে। অতি পরিতাপের বিষয় যে, পাকিস্তানের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক পার্সী ভাষায় অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে তাঁহার কবিতার আসল রস গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহার কিছু সংখ্যক গুণগ্রাহী তাঁহার কবিতা সাগরের কয়েক ফোটা অনুবাদ লইয়া বড় বড় প্রবন্ধ ফাঁদাইয়া বসেন কিংবা বক্তৃতা-মঞ্চকে সরগরম করিয়া তোলেন। তাঁহারা তাঁহার কবিতাসমূহের আসল মর্ম উপলব্ধি না করিয়াই ভক্তির আতিশয্যে অনধিকার চর্চা করেন মাত্র।

ইকবালের কবিতার লক্ষ্য এবং মূলভিত্তি হইল একমাত্র আল্লাহ ও তদীয় আখেরী রসূল সঃ, আর এই উভয়ের প্রতি তাঁহার অগাধ ও নিগূঢ় ভক্তি ও উম্মাদ আকুল প্রেমই তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু এবং তাঁহাদের আদেশ নিষেধের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণই উহার উদ্দেশ্য। ইকবাল যে পথেই পা বাড়ান না কেন তিনি কখনও দিগভ্রান্ত হন না, কারণ প্রত্যেক পথই তাঁহাকে আল্লাহর দিকে লইয়া যায়, তিনি আল্লাহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

عشق شور انگیز را هر جاده در کوی تو برد
بر تلاش خود چه نازد که ره سوی تو برد

আলোড়নকারী প্রেম কে নিয়ে তব গলিতে
পথ চলে যায়
নিজের খোঁজার গৌরব কি; পথই তব
পানে নিয়ে যায়।

ইকবাল দুনিয়ার সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও স্বীয় প্রাণ দান না করিয়া খাঁটী প্রেম ও অক্ষত প্রাণ সহ আল্লাহর হুযুরে হাযির হইতে চান—

دل به کسی نباخته با دو جهان نه ساخته
من به حضور تو رسم روز شمار این چنین

কারও কাছে প্রাণ বেচেনি দুজাহানের সাথে মিসে নাই
বিচার দিনে তব হুযুরে এমনি ভাবে আমি যেতে চাই।

ইকবাল কেবল সাময়িকভাবে আল্লাহর হামদ ও সানা রচনা অথবা পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং তিনি সর্বসময় এবং সকল অবস্থায় আল্লাহ ও রসূলের স্মরণ হইতে এক মুহূর্তের জন্য

Contents
www.ahlehadeethbd.org

গাফিল থাকেন নাই। তিনি কাডোভার মসজিদে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,

کافر ہندی ہوں میں دیکھ مرا
ذوق و شوق
دل میں صلوۃ و درود لب پہ صلوۃ
و درود
شوق مری لے میں ہے شوق مری
نے میں ہے
نغمۂ اللہ ہو میری رگ و پے میں ہے

আমি হিন্দী কাফির তবু দেখ আবেগ মোর প্রাণের
ওষ্ঠ পরে দরুদ সালাম, দরুদ সালাম মোর দিলের।
আমার সুরে আকাঙ্খা আর গানে আশার ধ্বনি
আমার শিরা উপশিরায় "আল্লাহু" -রাগিণী।

ইবাদতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল আল্লাহকে হাযির নাযির জানিয়া সমগ্র একাগ্রচিত্ততা সহকারে তাঁহার হুযূরে আত্মসমর্পণ করা, ইহা ব্যতীত কতিপয় উৎসাহশূন্য বাহ্যিক অনুষ্ঠানের কোনই মূল্য নাই। ইকবালের নামায হইতেছে—

شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام
میرا قیام بھی حجاب میرا سجود
بھی حجاب

না হয় যদি মোর নামাযের ইমাম তোমায় সাধ,
আড়াল ক'রে সিজদা দাঁড়ায়, কিয়ামও হয় বাধা।

তিনি কর্ডোভার মসজিদে ইহাও বলিয়াছেন,

ہے یہی میری نماز ہے یہی میرا وضو
میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو
راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق
ساتھ مرے رہ گئی ایک مری آرزو
میرے نشیمن نہیں درگہ میر و وزیر
میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو
تجھ سے مری زندگی سوز و تب و درد
و داغ
توہی مری آرزو توہی مری جستجو
پاس اگر تو نہیں شہر ہیں ویراں تمام
تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخ و کو

ইহাই আমার নামায এবং ইহাই অযু করা,
আমার দিলের খুন যে আমার গানের ভিতর ভরা।
প্রেমের পথে কে কার সাথী হয় এ ধরার মাঝে,
আশাই আমার সঙ্গী হয়ে রইল সকল কাজে।
আমীর উজিরদের মহলে আমার বাসা নয়;
তুমি আমার বাসার শাখা তুমিই মোর আশ্রয়।
তোমা হ'তেই মোর জীবন ও জ্বলা পুড়ার দুখ,
তুমি আমার আকাঙ্খা আর তুমি খোঁজার সুখ।
তুমি যদি সঙ্গী না হও নগর সমূহ বরবাদ,
থাক্‌লে তুমি উজাড় মহল, অলি গলি হয় আবাদ।

সকল মানুষই নিজের প্রিয়তমকে পাইতে চায় কিন্তু তাহাকে পাইবার জন্য যে সাধনা করিতে হয়, তাহার অন্বেষণের পথে যে বালা মুছীবত উঠ ইতে হয়, তাহা বরদাশ্‌ত করিতে রাযী নয়, তাহাকে অতি সহজ-সুলভ উপায়ে পাইতে চায়। প্রিয়তমের খোঁজে যে কষ্ট ও বিপদ বরণ করিতে হয় উহাতেও যে একটা অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় তাহা অনেকে ধারণাও করিতে পারে না। ইকবাল তাঁহার প্রিয়তমের অন্বেষণে যে বাধা বিপত্তি আসে তাহাতেও আনন্দ পান এবং উহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নিজকে হারিয়ে দেওয়াকেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন—

سوز و گداز زندگی لذت جستجوے تو
راہ چو مار می گزد گر نہ روم بسوے تو

তোমার খোঁজে জীবন-দহন-পীড়ন সেত সুখ মম,
না চলিলে তোমার পানে পথই দংশে সাপসম।

من به تلاش تو روم یا به تلاش خود روم
عقل و دل و نظر همه گم شدگان کوی تو

তোমার খোঁজে যাই অথবা নিজের খোঁজে আমি
বেড়াই,
তব গলিতে জ্ঞান ও প্রাণ ও দৃষ্টি সবি হারায়ে যায়

از چمن تو رسته ام قطرهٔ شبنمی به بخش
خاطر غنچه وا شود کم نه شود ز جوی تو

তব চমনের উদ্গত আমি, বিন্দু শিশির দাও যদি,
বিকশিত হবে—কঁড়ির হৃদয়, কমবে নাক তব নদী।

ইকবালের নিকট খুদা প্রেমের ফল হইল, উহাতে পাগল হইয়া যাওয়া আর উহার আসল ভিত্তি হইল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'র প্রতি বিনা যুক্তিতর্কে ও বিনা প্রমাণে প্রাণের সহিত বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি বলেন,

عاشقی توحید را بر دل زدن
وانگهی خود را به هر مشکل زدن

প্রেম হইল তাওহীদকে বক্ষে ধারণ করা,
তার পরে সব বিপদ-মাঝে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়া।

যে বস্তুকে সব সময় যুক্তি তর্ক ও গবেষণা দ্বারা পাওয়া যায় না, উহাকে ভক্তি দ্বারা অতি সহজেই পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ইকবাল বলেন,

به پیچ و تاب خرد گرچه لذت دگر است
یقین ساده دلان به ز نکته های دقیق

জ্ঞান, বিচারের প্যাঁচে যদও আছে মজা ছেয়ে,
সরল প্রাণের একীন ভাল সূক্ষ্ম তর্ক চেয়ে।

যদি কোন ব্যক্তি বিনা দলীল-প্রমাণে কেবল প্রেমের টানে কাহারও প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সে একমাত্র প্রেমের দাস হইয়া যায় ও বিনা বাক্যব্যয়ে কেবল উহার নির্দেশ মানিয়া চলে এবং ইহার জন্য মৃত্যু হইলেও সে তাহাতে আনন্দ পায়। ইকবালের ভাষায় শ্রবণ করুন—

عشق گر فرمان دهد از جان شیرین هم گذر
عشق محبوب است و مقصود است
وجان مقصود نیست

ইশ্‌ক যদি আদেশ করে প্রিয় প্রাণকে কর গো
সে লয়!
প্রেমই প্রিয়, প্রেমই কাম্য, প্রাণ ত তোমার কাম্য
নয়।

উদভ্রান্ত প্রেমিকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল, তাহার প্রিয়তমের সেই অভয় বাণীর প্রচার যে বাণী উচ্চারিত করিয়া তিনি মক্কার কাফিরগণকে বলিয়াছিলেন, "যদি তোমরা এই কলেমাকে গ্রহণ করিয়া লও তাহা হইলে সমগ্র আরব তোমাদের পদানত হইয়া যাইবে আর আজম দেশ সমূহও তোমাদের তাবেদার হইবে" তাই ইকবাল প্রত্যেক মুসলমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

صد نوا داری چو خون در تن روان
خیز و مضراب به تار او رسان

রক্ত সম শত রাগিণী বইছে তব দেহাগারে
উঠ তুমি! বুলাও বারেক কাঠি উহার তারে

زانکه در تکبیر راز بود تست
حفظ و نشر لا اله مقصود تست

তব জীবন রহস্য যে তকবীরেরী মাঝ
লক্ষ্য তব লাইলাহার রক্ষা প্রচার কাজ।

تا نه خیزد بانگ حق در عالمی
گر مسلمانی نیاسائی دمی

যতদিন না, ধ্বণিত হয় হক-ধ্বনি এই ভবে
মুসলিম যদি হও, একদম আরাম ছাড় তবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

نکتهٔ سنجان را صلائے عام دہ
از علوم امئی پیغام دہ

জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণে ব্যাপকভাবে দাওয়াত দাও
উম্মী নবীর শিক্ষারাশি তাদের মাঝে ছড়িয়ে দাও

ইকবালের দৃষ্টিতে "ইলমে হক" সত্যজ্ঞান লাভের উপায়, একমাত্র শরীয়তের অনুসরণ করার মধ্যে নিহিত এবং উহা রসূলুল্লাহ সঃ-এর তাবেদারীর মাধ্যমেই হইতে পারে। তিনি বলেন,

علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست
اصل سنت جز محبت ہیچ نیست
با تو گویم سر اسلام است شرع
شرع آغاز است وانجام است شرع

'শারা' বিহীন হককে জানা কিছুই নয়,
প্রেম ছাড়া যে সুন্নত, তা কিছুই নয়
ইসলামে যে আসল স্বরূপ শরীয়ত
শরীয়তই শুরু ও শেষ শরীয়ত

غنچهٔ از شاخسار مصطفیٰ
گل شو از باد بہار مصطفیٰ
از بہارش رنگ وبو باید گرفت
بہرۂ از خلق او باید گرفت
از مقام او اگر دور ایستی
از میان مشعر ما نیستی

মুস্তাফারি শাখার কুঁড়ি তুমি যে এলে হয়ে
মুস্তাফারই বাহার বায়ে ফোট পুষ্প হয়ে
তারি বসন্তের রং গন্ধ ধারণ করা চাই
তাঁর চরিত্র—অংশ কিছু গ্রহণ করা চাই
তাঁহার মকাম হইতে যদি দূরে সরিয়া রহ
মোদের জামাত মধ্যে তুমি পরিগণিত নহ।

ইকবাল, রসূলুল্লাহ সঃ কে অত্যন্ত সমীহ করিয়া চলেন এবং তাহার হুযুরে নিজের পাপ ও অন্যায় কর্ম যাহাতে প্রকাশ না হইয়া পড়ে তজ্জন্য সদাসর্বদা শংকিত থাকেন, তাই তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিতেছেন,

بہ پایان چون رسد این عالم پیر
شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر
مکن رسوا حضور خواجہ ما را
حساب من ز چشم او نہان گیر

বৃদ্ধ ধরার যে দিন হবে আয়ু নিঃশেষিত,
যে দিন হবে গুপ্ত কথা সবই উদঘাটিত,
লাঞ্ছিত মোর হুযুর কাছে ক'রো না সেদিন মোরে
হিসাব নিও আমার, তাঁহার দৃষ্টি অগোচরে।

ইকবালের রসূলুল্লাহ সঃ এর বিরহ যন্ত্রণার প্রকৃত রূপ ইয়ারমুক যুদ্ধে এক বিরহকাতর অধীর মুজাহিদ যুবকের মুখে প্রকাশিত হইয়াছে,

صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند
تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام

কাতার বাঁধিয়া তলওয়ার সহ আরব যুবা মুজাহেদীন
খুন-মেহদী পানে চেয়ে ছিল শামের জমি সেজে দুলহিন

اک نوجوان صورت سیماب مضطرب
آکر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام

এমন সময় একটি যুবক পারাসম সে যে বেকারার
সেনাপতি কাছে আসি কহিল খুলিয়া প্রাণের
আরয তার।

اے بو عبیدہ! رخصت پیکار دے مجھے
لبریز ہو گیا مرے صبر و سکون کا جام

আবু উবায়দ! অনুমতি দাও জিহাদ তবে ত্বরা ক'রে
মম ধৈর্য-প্রতীক্ষা পাত্র কানায় কানায় গেছে ভ'রে।

www.ahlehadeethbd.org

بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں
اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام

রসূলের খুদার বিরহে আছি ধৈর্য্যহারা সুবহ ও শাম
তাঁহার প্রেমে এক নিমিষও বেঁচে থাকাকে জানি হারাম।

جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں
لے جاؤنگا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام

রিসালাত পানাহ হুযূর কাছে চলেছি আমি ত প্রাণলয়ে,
বলো, যদি থাকে পয়গাম কিছু পৌঁছায়ে দিব তথা গিয়ে।

یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ
جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام

যুবকের এই আকাঙ্খা দেখে সেই চোখ বাহি ঝরে পানি,
কোষমুক্ত তরবারী সম যে চোখের ছিল চমকানী।

بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو
پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام

সেনাপতি কহে তুমি সেই যুবা যাহার তুলনা জগতে নাই
প্রেমের উচিত তোমার চরণে শত চুম্বন সে লুটিয়ে খায়।

پوری کرے خدائے محمد تری مراد
کتنی بلند تیری محبت کا ہے مقام

তোমার প্রেমের আসন কত যে উচ্চে তাহার স্থান
পুরা করে যেন মুহাম্মাদের (দঃ) প্রভু তব আরমান।

پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو
کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام

রসূলে আমীনের দরবারে যবে পৌঁছিয়া যাইবে তুমি,
সালামের পর এ আরয মোর বলিও চরণ চুমি।

ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے
پورے ہوئے جو وعدے کئے تھے حضور نے

আমাদের প্রতি করেছেন দয়া খুদা মহিমার্ণব
যে সব ওয়াদা করে গেছেন, সফল হয়েছে সব।

—ক্রমশঃ

আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস কতৃক প্রকাশিত মূল্যবান গ্রন্থরাজী

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী প্রণীত—

		মূল্য
১।	ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণী ইমামগণের নীতি	২'৫০
২।	তিন তালাক প্রসঙ্গ	১'০০
৩।	ইসলাম বনাম কম্যুনিজম	'৬২
৪।	মুছাফাহা এক হস্তে—না দুই হস্তে	'৪০
৫।	আহলে কিবলার পিছনে নামায	'২৫
৬।	নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী	'৩৭
৭	ঈদে কুরবান	'৫০

অন্যান্য লেখকের বই

৮।	তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া (দ্বিতীয় খণ্ড)	৪'৫০
৯।	নামায শিক্ষা	'৬২
১০।	বঙ্গানুবাদ খোৎবা	২'০০
১১।	ছালাতুন্নবী	১'২৫
১২।	চেরাগে হেদায়ত	'৩১
১৩।	সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা [২য় খণ্ড]	২'০০
১৪।	মাসায়েল ও নামায শিক্ষা	১'০০
১৫।	বেহেশতের সুসংবাদ	'৫০
১৬।	মছনুন নামাজ শিক্ষা	১'২৫
১৭।	ঈদের তকবীর	'৫০
১৮।	সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা প্রতি সংখ্যা	৩'০০
১৯।	ইসলাম ও সঙ্গীত	'১২
২০।	ইনকেলাব	৩'০০

প্রাপ্তিস্থান: আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—১

আরাফাতঃ কুরআন সংখ্যা

এখনও আপনি পাইতে পারেন।

বিশেষ কুরআন সংখ্যা আরাফাত

পাক বাংলার সংবাদ জগতে জাতীয় খেদমতের এক অভিনব ও সার্থক প্রচেষ্টা

কুরআনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাতকারী ও কুরআনের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিকদের তথ্যবহুল ও তত্বপূর্ণ প্রবন্ধরাজি সমৃদ্ধ এই সংখাটি যদি আজও পড়িয়া না থাকেন তবে জ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ হইতেই আপনি বঞ্চিত রহিয়াছেন।

আজই অর্ডার দিন! সাপ্তাহিক আরাফাত সাইজের ৭০ পৃষ্ঠার এই অমূল্য সঙ্কলনটির নাম-মাত্র মূল্য এক ১৲ টাকা। রেজিষ্ট্রী ডাকে নিতে হইলে ১'৬০ পয়সা প্রেরণ করুন। ৫ কিম্বা ততোধিক সংখা একত্রে নিলে প্রত্যেকটির জন্য এক টাকা পাঠাইলে চলিবে। রেজিষ্ট্রীসহ সমুদয় ডাক খরচ আমরাই বহন করিব।

ম্যানেজার, আরাফাত
৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

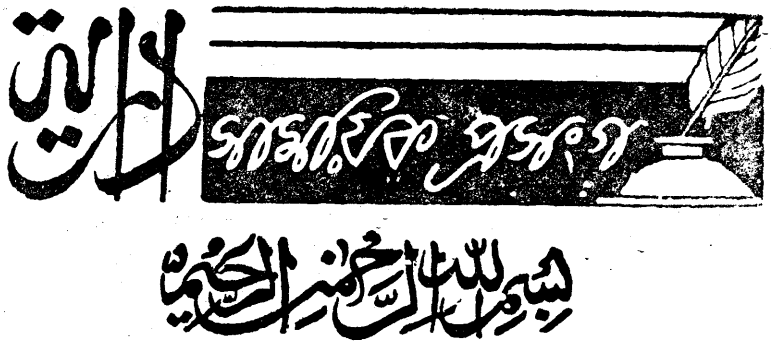

পূর্ব পাকিস্তানে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ

আবহমান কাল হইতে প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি উৎসব ও আচার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, সেই উৎসবাদির মধ্যে কতকগুলি তাহাদের ধর্ম সংক্রান্ত আর কতকগুলি তাহাদের সামাজিক রীতি ও ঐতিহ্যের সহিত সংযুক্ত এবং কতকগুলি অপর জাতির অনুকরণ। প্রাক-ইসলামী যুগে আরব মুশরিকগণের মধ্যে নানা প্রকার উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল, যাহা ইসলামের শিক্ষার প্রভাবে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন অগ্নি উপাসক ইরানীদের মধ্যে নওরোজ উৎসব একটা বাৎসরিক জাতীয় উৎসবের মধ্যে পরিগণিত হইত, খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীদের মধ্যেও কয়েকটি ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব প্রচলিত আছে।

কিন্তু পাক-ভারতের হিন্দু জাতির মধ্যে যে রূপ উৎসব বাহুল্য দেখা যায় পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে তেমন পরিলক্ষিত হয় না, ইহাদের উৎসব অনুষ্ঠানাদির সংখ্যা নির্ণয় করাও দুরূহ ব্যাপার, দুনিয়ার মুশরিক জাতি মূলতঃ আশ্চর্য্য জনক বস্তু এবং প্রকৃতির উপাসক, তাহারা স্থূল চক্ষে যে বস্তুর সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করিতে পারে না উহাকে খুদা বলিয়া বিশ্বাস করতঃ উহার পূজা করিতে আরম্ভ করে এবং অনুরূপ ভাবে ঋতুর পরিবর্তনে যে সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের উদ্ভব হয় সেগুলির প্রতিও তাহারা সহজে আকৃষ্ট হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উহাকে বরণ করার নামে নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানে মাতিয়া উঠে।

মুশরিক জাতির যে কোন আচার অনুষ্ঠান, জন্ম মৃত্যু, বিবাহ শাদী, ব্যবসা বাণিজ্য, পূজা পার্বন এবং মওসুমী উৎসবাদির মূল ভিত্তি হইল শির্ক। এই শির্ককে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের সকল উৎসবের ক্রিয়া কলাপ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারা যাহা কিছু করে তাহা তাহাদের ধর্ম ও ঐতিহ্য অনুসারে একান্ত আন্তরিকতার সহিতই করিয়া থাকে, তাহাতে কাহারও কোন প্রকার কথা বলার ও আপত্তি করার কোনই অধিকার নাই। কিন্তু মুশকিল হইল পাক বাংলার এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী জীবকে লইয়া। ইহারাও অনুরূপ ভাবে ঐসব উৎসবাদির মধ্যে কয়েকটিকে বিশেষ ভাবে বরণ করিয়া লইয়া যেরূপ শালীনতা-বিবর্জিত তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহা প্রত্যেক ইসলাম-প্রিয় ব্যক্তিকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে, কিন্তু উহার প্রতিকারের জন্য কোন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কার্য্যকরী দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় কেহই চিন্তা করে না। সাময়িক ভাবে ২/১টি পত্রিকায় প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয় মাত্র। যদি দেশের সমাজ সংস্কারক এবং আলেম উলামা ইহার প্রকৃত প্রতিকার ও প্রতিরোধ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সর্বাগ্রে ইহার আসল উৎস এবং জন্মরহস্যের উদঘাটন করিতে হইবে এবং বিশেষ ভাবে তলাইয়া দেখিতে হইবে যে, এই প্রকার কার্য্যকলাপ নতুন আমদানীকৃত মাল, না উহার লেশ বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে এবং বর্তমানে উহা নানামূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইসলামের ব্যাপক প্রসার যুগে যখন উহা আরব উপদ্বীপের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করে তখন উহার বিশুদ্ধ খাঁটী তওহীদী-দেহে আস্তে আস্তে নানাবিধ শির্ক মিশ্রিত রং চড়িতে থাকে এবং উহাতে রোমীয়দের বিলাসপূর্ণ আবহাওয়ার এবং ইরানীদের পৌত্তলিকতার গন্ধের ছোঁয়াচ লাগে আর শেষ পর্য্যন্ত উহা পাক-ভারতের মাটীতে পদার্পণ করিয়া নিজের আসল অবয়বই বদলাইয়া ফেলে, আর এই পরিবর্তন দ্রুতভাবে সাধিত হয় পাঠান এবং মোগল সাম্রাজ্যের কয়েক জন শক্তিধর সম্রাটের মাধ্যমে যাহারা ভারতীয় হিন্দুয়ানী কালচারকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, পাক-ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই ছিল নবদীক্ষিত মুসলিম। মুসলিম প্রচারকগণের আদর্শ চরিত্র ও তাঁহাদের সাম্য নীতির প্রভাবে যে সকল হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের বেশীর ভাগই ছিল এই উপমহাদেশের নমঃ শূদ্র জাতীয় লোক। ইসলাম গ্রহণের পর তাহাদিগকে আর বিশেষ ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় নাই কিংবা দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় নাই।

ফলে তাহারা কেবল কলেমাএ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" উচ্চারণ করার পর আর বিশদভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না পাইয়া ইসলামের সাথে তাহাদের জাতীয় ভাবধারা ও আচার ব্যবহারকে মিশ্রিত করিয়া একটা জগাখিচুড়ী ইসলাম খাড়া করিয়া লয় এবং উহার উপরই কায়েম থাকিয়া যায়। পরবর্তীকালে তাহাদের মধ্যে আলিম ফাযেলের উদ্ভব হইলেও তাহাদের অধিকাংশ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। যে কিছুসংখ্যক আলিম আন্তরিকতা সহকারে এদিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জামাতগুলি ঐসব কলুষ হইতে মুক্ত শুদ্ধ অবস্থায় আজ পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছে। আর যাঁহারা কেবল পীরগীরী করাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে বাছিয়া লইয়াছিলেন তাহাদের মুরীদগণের মধ্যে বাহ্যিক ইবাদত ও ইসলামী লেবাস পোষাকের আবরণ থাকিলেও তাহাদের কার্যকলাপ ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আজিও ভুরি ভুরি শির্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে জানি উত্তরবঙ্গের কোন একটি জিলার সদরের অনতিদূরে অবস্থিত গ্রামসমূহে ধান কাটার পর অন্নপূর্ণার নামে ভেট দেওয়া হয় অথচ তাহারা কোন বিখ্যাত পীরের একনিষ্ঠ মুরীদ। পাকিস্তান হওয়ার পর একজন প্রৌঢ়কে তাহার ৪।৫ বৎসরের জটাধারী পুত্রসহ একটা বড় পাঁঠা লইয়া নাটোরের কালী মন্দিরে ভেট দিতে দেখা গিয়াছে। সে ছেলের জন্য কালী মাতার শরণাপন্ন হইয়া পাঁঠা দেওয়ার মানত মানিয়াছিল। পাঁঠা বলি হওয়ার পর জটা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। এক বিবাহ মজলিসে

www.ahlehadeethbd.org

গিয়া জানিলাম, অন্দরমহলে প্রবেশ-দ্বারে ধূপদানে অঙ্গার সাজাইয়া বরকে বরণ করিল এবং বর অঙ্গনে পা রাখা মাত্র কনের মাতা অঙ্গনে রক্ষিত একটা আস্ত মাটির নূতন হাড়িকে লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। প্রকাশ থাকে যে, কন্যার পিতা একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী ও হাজী সাহেব এবং এক বিখ্যাত পীরের মুরীদ।

এইরূপ অসংখ্য ঘটনা আছে যেগুলি বংশানুক্রমে এই দেশে চলিয়া আসিতেছে। আজকাল ঢাকার বুকে যে সব যুবক যুবতী ও ছাত্রছাত্রী নববর্ষ, বসন্ত, বর্ষাবরণ ইত্যাদির নামে যে সব অনৈসলামিক কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই হইতেছে ঐসব হিন্দুয়ানী ঐতিহ্যধারী পিতামাতার সন্তান। তজ্জন্য কেবল ইহাদের দোষ ধরিয়া সমালোচনা করিলে ইহার কোনই প্রতিকার হইবে না। ইহার আসল উৎস ও কেন্দ্রের শুদ্ধি না হইলে সত্যিকার ভাবে কোনই ফল পাওয়া যাইবে না।

আনুমানিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে কলিকাতা হাইকোর্টের জনৈক ইংরেজ জজ The History of the Musalmans of Bengal "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" নামে একখানা পুস্তক লেখেন। উহাতে বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে জঘন্য ভাবে চিত্রিত করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে এখানকার মুসলমানেরা সকলেই হিন্দু নমঃশুদ্র হইতে ধর্মান্তরিত। সে সময় সেই পুস্তকখানা লইয়া একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং মুর্শিদাবাদ নওয়াব ষ্টেটের তদানীন্তন দেওয়ান প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জনাব খোন্দকার ফযলে রব্বী সাহেব উহার প্রতিবাদে তাঁহার বিখ্যাত পার্শী পুস্তক حقیقت مسلمانان بنگالہ ('বাঙ্গালী মুসলমানদের হকীকত") প্রণয়ন করেন এবং উহা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়া The original History of the Musalmans of Bengal নামে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। দেওয়ান সাহেব উক্ত পুস্তকে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া উক্ত জজ সাহেবের প্রতিবাদ করিয়া যাহা প্রমাণ করিয়াছেন তাহা কেবল ইহাই যে, বাংলার সব মুসলমানই নমঃশূদ্র হইতে ধর্মান্তরিত নহে এবং এমন বহু মুসলিম পরিবার আছে যাহারা আরবের সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভুত। প্রমাণ স্বরূপ তিনি উক্ত পুস্তকে নিজের এবং অপর অনেকগুলি পরিবারের ইতিহাসও পেশ করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনায় কোন ফল নাই। এক্ষণে আমাদিগকে গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, এইসব লা-দ্বীনী ক্রিয়া কলাপের উৎস কোথায় এবং উহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া কিভাবে উহার স্থলে সনাতন ইসলামের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আমাদের আলিম ও পীর সাহেবান যিয়াফত খাওয়া ও মুরীদানের নিকট হইতে নযর নিয়ায গ্রহণ করার সাথে সাথে যদি জাতির উপর একটু অনুগ্রহ করিয়া এদিকে কিছুটা মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে অনেকটা সংস্কারের আশা করা যায়, অন্যথায় জাতির নব্য বংশধররা যে ভাবে নাস্তিকতা, শির্ক, উলঙ্গতা এবং অন্যান্য অনাচারের সয়লাবে গা ভাসাইয়া দিয়াছে তাহাতে আশংকা হয় যে, তাহারা অচিরে উহার অগাধ তলদেশে চিরদিনের জন্য তলাইয়া যাইবে।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৮

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা ঢাকা

ফেব্রুয়ারী মাস

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ এমদাদ উদ্দিন নওয়াবগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ২। হাজী মোহাঃ মাতব্বর আলী মারফত হাজী আবদুল গফুর ১১২/৪ বংশাল রোড এককালীন ২৫৲ ৩। হাজী কাযী আবদুল লতীফ বংশাল এককালীন ১০৲ ৪। মেসার্স আবদুর রউফ ব্রাদার্স নাজিরা বাজার এককালীন ২০০৲ ৫। হাজী মোহাঃ কলীমুদ্দিন মোল্লা সাং কলাতলী পোঃ কাঞ্চন যাকাত ৫০৲ ৬। মোহাঃ মহব্বতুল্লাহ পেশ ইমাম কেন্দুয়াব জামে মসজিদ পোঃ ডাঙ্গা বাজার ফিৎরা ১৫৲ ৭। মোহাঃ রুকনুদ্দিন ভাটুয়াইদ জামাত হইতে পোঃ সালনা ফিৎরা ১০৲ ৮। আদায় মারফত মুন্সী মোহাঃ আব্বাছ আলী, ব্রাহ্মণ খালী পোঃ কাঞ্চন বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় যাকাত ৩৲ ফিৎরা ১০৭'৬৩।

আদায় মারফত জেঃ সেক্রেটারী মৌঃ আবদুর রহমান সাহেব ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড

৯। মোসাম্মাৎ নুরুন্নাহার ১১৯ সেগুন বাগিচা যাকাত ৫০৲ ১০। আলহাজ নূরুদ্দীন আহমাদ দোলেশ্বর পোঃ কুণ্ডা যাকাত ৫০৲ ১১। মোহাঃ আবুল হোসেন বি, এ, বি, এল ১৪৪ আযীমপুর রোড ফিৎরা ৪৲ ১২। খন্দকার মোহাঃ জহিরুল ইসলাম ১/৩/৩ পি এ্যাণ্ড টি কলোনী মতিঝিল ফিৎরা ২৲ ১৩। ডাঃ আবুল হোসেন মালীবাগ চৌধুরী পাড়া বি-১২০ নং ফিৎরা ৪৲ ১৪। মোসাম্মৎ আঞ্জুমান আরা বেগম c/o ডাঃ মোহাঃ আবুল হোসেন মালীবাগ যাকাত ৫০৲ ১৫। মোহাঃ ইসমাঈল সেহরী প্রোপ্রাইটার মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ১২ নং মদনপাল লেন ফিৎরা ৩৪৲ ১৬। শাইখ আবদুর রাজ্জাক ২৬নং সেণ্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি ফিৎরা ২৲ ১৭। শাইখ আবদুল জলিল ২৬নং সেণ্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি ফিৎরা ১৪৲ ১৮। শাইখ মোহাঃ মনসুর ১১৩/১ আগা মাসহ লেন ফিৎরা ৪৲ ১৯। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সাত্তার বায়তুল মোহাম্মদ ২১ নং সার্কুলার রোড যাকাত ৪০৲ ২০। আবদুল হামীদ মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস মদনপাল লেন ফিৎরা ১২৲ ২১। নূতন বাড়ি শাখা জমঈয়তে আহলে-হাদীস পোঃ পাঁচরুখী ফিৎরা ১৫৲

যিলা ময়মনসিংহ

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর মওঃ আবদুল বারী সাহেব

১। মোহাঃ হায়দার আলী মিঞা বল্লা পোঃ বল্লা বাজার এককালীন ৫'৬০ ৩ মোহাঃ জসিম উদ্দিন সরকার টাঙ্গাইল এককালীন ৫৲ ৪। মোহাঃ মিযানুর রহমান বল্লা এককালীন ১৲ ৫। মোহাঃ আলী মুদ্দিন মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৬। মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক খোলাবাড়ী এককালীন ২৲ ৭। আবদুর রহমান বল্লা এককালীন ১৲ ৮। মোহাঃ বদিউজ্জামান মিঞা সাং সিঙ্গাইর এককালীন ২৲ ৯। মোহাঃ আকবর আলী ও তাহার মাতা বল্লা মসজিদ পাড়া এককালীন ১'২৫ ১০। মোহাঃ নাজিম উদ্দিন মিঞা বল্লা এককালীন ২৲ ১১। কালু মিঞা বল্লা বাজার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এককালীন ২৲ ১২। মোহাঃ হান্নান আলী ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৩। মুন্সী মোহাঃ মির হোসেন সাং গোলড়া পোঃ কালোহা যাকাত ৩০৲ ১৪। মোহাঃ আবদুল হামীদ মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ১৫। আবদুল হাই বল্লা বাজার এককালীন ৫৲ ১৬। মোহাঃ কালাচান মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ১৭। আবদুল বাকী আফাজুদ্দিন ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ১৮। আবদুল মজিদ মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ১৯। আবদুল গফুর সরকার ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ২০। মুন্সী মোহাঃ অছিমুদ্দিন খোলাবাড়ী পোঃ নাগবাড়ী এককালীন ৫৲ ২১। বল্লা জামাত হইতে আদায় যাকাত ১০৩৲ ২২। হোসেন উদ্দিন মুন্সী এককালীন ৫৲ ২৩। দফে আদায় বল্লা জামাত হইতে যাকাত ১২৩৲ ২৪। দফে আদায় বল্লা জামাত হইতে যাকাত ৩৭'৫০।

আদায় মারফত প্রফেসার মোঃ আবদুল গণী
সেক্রেটারী, ময়মনসিংহ জিলা জমঈয়ত

২৫। বিভিন্ন জামাত হইতে যাকাত ১২৲ ফিৎরা ১৪১৲ কুরবানী ১৫৲ ২৬। মোঃ মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন সাদেকপুর যাকাত ৫০৲ ২৭। ইকবালপুর জামাত হইতে ফিৎরা ৫০৲ ২৮। হাজীপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ জয়নাল মণ্ডল ফিৎরা ৫৲ ২৯। ইকবালপুর সঞ্চয় সমিতি হইতে মারফত ডাঃ কামরুল ইসলাম যাকাত ১০৲ ৩০। মওঃ মোহাম্মদ আলী শরিফপুর এককালীন ১৲ ৩১। ডাঃ মোহাঃ আবদুল কাদের শরিফপুর জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ৩২। মওঃ আবদুল মজিদ সবিলাপুর ফিৎরা ৪২৫ ৩৩। চর গোবিন্দ শাখা জমঈয়ত হইতে এককালীন ১৫৲ ৩৪। জাহানারা, ইকবালপুর যাকাত ১০৲ ৩৫। ইকবালপুর জামাত হইতে মারফত প্রফেসার আবদুল গণী কুরবানী ১৩৲

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৩৬। মোহাঃ তোরাব আলী প্রেসিঃ হিজলীবাড়িয়া পাড়া ইলাকা জমঈয়ত হইতে সাং ও পোঃ ডাকাতিয়া ফিৎরা ৫০৲ ৩৭। মোহাঃ ইনসান আলী মোল্লা সাং ধানতলা পোঃ গিলাবাড়ী ফিৎরা ২৲ ৩৮। মোহাঃ মেকু মণ্ডল সাং নাটবকুহা পোঃ চৌবাড়িয়া ফিৎরা ৮'৫০ ৩৯। মোহাঃ হাবীবুর রহমান চৌধুরী সাং চামুরিয়া টাঙ্গাইল ফিৎরা ৫৲ ৪০। মোঃ মোহাঃ আবদুর রহমান সাং পাথাডুবী পোঃ ভাটারা ফিৎরা ৫৲ ৪১। মোঃ মোহাঃ লুৎফর রহমান শিক্ষক, বালিয়াজুড়ি হাই স্কুল, ফিৎরা ৮৲ ৪২। আবদুল হামীদ মিঞা সাং বার পাখিয়া পোঃ দেলদোয়ার ফিৎরা ৫৲

আদায় মারফত জেঃ সেঃ মওলবী
আবদুর রহমান সাহেব

৪৩। মোহাঃ জওয়াহের আলী খান সাং কাকনপুর কাজির পাড়া ফিৎরা ১০৲ ৪৪। মোঃ মোহাঃ মাহবুবর রহমান খান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲

যিলা পাবনা

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট ডক্টর
মওঃ আবদুল বারী সাহেব

১। আবুল কালাম জ্যাকসন রোড যাকাত ৩০০৲ ২। মোঃ আবদুল হক বিন মিল্লাত মোল্লা ধরেরসুতী পোঃ দোগাছী যাকাত ১০৲ ৩। মোহাঃ শাহাবউদ্দীন দিলালপুর যাকাত ৫০৲ ৪। মোহাঃ তাফাজ্জল হোসেন শিবরামপুর যাকাত ২৫৲ ৫। আবদুল মান্নান কুলনিয়া পোঃ দোগাছী যাকাত ৩০৲ ৬। মোহাঃ আকবর আলী খান ধরেরসুতী পোঃ দোগাছী যাকাত ২৫৲ ৭। আবদুল কাদের রাঘবপুর যাকাত ১৫৲ ৮। আলহাজ মোহাঃ আকেফুদ্দীন শিবরামপুর যাকাত ৫৲ ৯। মোহাঃ মনছুর আলী শিবরামপুর যাকাত ৫০৲ ১০। মোহাঃ আবদুল জলিল সাহেব রাঘবপুর যাকাত ২৫৲ ১১। মোহাঃ আমাতুল্লাহ মুছল্লী শিবরামপুর যাকাত ৮'২৫ ১২। আলহাজ মোহাঃ সোলায়মান আটুয়া যাকাত ৬০৲ ফিৎরা ৫৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৩। মোহাঃ আহমাদ আলী প্রাং শিবরামপুর যাকাত ৩০৲ ১৪। মোহাঃ কফিল উদ্দীন মিঞা শিবরামপুর যাকাত ৪০৲ ১৫। মোহাঃ তৈয়ব আলী শালগাড়িয়া যাকাত ৭৫৲ ১৬। মোহাঃ শামছুদ্দীন সাহেব আজাদ বেকারী পাবনা সদর ফিৎরা ১০৲ ১৭। মোহাঃ ফখরুল ইসলাম খলিফা পাবনা বাজার ফিৎরা ৩৲ যাকাত ৩৲ ১৮। মনছুর আলী মিঞা শালগাড়িয়া এককালীন ২৲ ১৯। মোহাঃ ইজ্জতুল্লাহ মুন্নাজ্জিন বাঁশ বাজার জামে মসজিদ এককালীন ২৲ ২০। মুবারক হোসেন সাহেব রাঘবপুর যাকাত ২৫৲ ২১। হাজী মোহাঃ তোরাব আলী শিবরামপুর যাকাত ১০০৲ ২২। রাঘবপুর জামাত হইতে হাজী মোহাঃ তোরাব আলী ফিৎরা ১০০৲ ২৩। হাজী মোহাঃ আছির উদ্দীন রাঘবপুর যাকাত ৫০৲ ২৪। হাজী মোহাঃ কিয়ামত আলী শিবরামপুর যাকাত ২৫৲ ২৫। হাজী মোহাঃ শামছুদ্দীন শিবরামপুর যাকাত ৭৫৲ ২৬। আবদুস সামাদ মিঞা আটুয়া যাকাত ২৮৲

যিলা রাজশাহী

আদায় মারফত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট ডক্টর মঃ আবদুল বারী সাহেব

১। মোহাঃ জায়েদুর রহমান রাণী বাজার ফিৎরা ৫৲ ফিৎরা দফে ২৲ ২। মোহাঃ শামছুল হক কুদকী পাড়া ফিৎরা ১৲ ৩। মোহাম্মদ সাঈদ, মুন্সি ডাঙ্গা ফিৎরা ১৲ ৪। মোহাঃ ইসহাক, কাদির গঞ্জ ফিৎরা ৭৫ ৫। আবদুল হামীদ মিঞা, কাদিরগঞ্জ জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲ ৬। মোহাঃ মুজিবর রহমান হেতেমখান ফিৎরা ৫৲ ৭। শিবপুর শাখা জমঈয়ত হইতে মুনশী মোহাঃ হানিফ সরদার পোঃ মোহনপুর ফিৎরা ২০৲ ৮। ভাতুড়িয়া জামাত হইতে মোহাঃ মফিজ উদ্দীন মণ্ডল পোঃ মোহনপুর ফিৎরা ৫৲ ৯। তাহেরা খাতুন ভাতুড়িয়া পোঃ মোহনপুর কুরবানী ৫৲ ১০। আবদুল করিম প্রামাণিক সাং ভাতুড়িয়া পোঃ মোহনপুর যাকাত ১৲ ১১। সিন্দুরী শাখা জমঈয়ত হইতে মারফত মঃ আবু সাঈদ মোহাম্মদ পোঃ মোহনপুর ফিৎরা ২০৲ ১২। বরিঠা শাখা জমঈয়ত হইতে মারফত মুনশী গোলাম রব্বানী পোঃ মোহনপুর ফিৎরা ২০৲ ১৩। ধোপাঘাটা ইসলামী জলসার পক্ষ হইতে মঃ আবু সাঈদ মোহাম্মদ সাং সিন্দুরী পোঃ মোহনপুর এককালীন ১৫০৲ ১৪। ধোপাঘাটা ইলাকার শাখা জমঈয়তগুলি হইতে হাজী মোহাঃ খোশবর আলী মারফত ২০০৲ ১৫। মোহাঃ শেফাতুল্লাহ শাহ মোহনপুর ফিৎরা ২১৲।

জমঈয়ত দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১৬। মুনশী মোহাঃ লস্কর আলী প্রাং সাং মল্লিয়াল পোঃ মুজহারগঞ্জ যাকাত ১১৲ ফিৎরা ১১৲ উশর ১১৲ ১৭। মোহাঃ সাঈদ উদ্দীন সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর ফিৎরা ১০৲ ১৮। মুশিদা শিকারপাড়া জামাত হইতে মারফত দেলদার মুদ সরকার পোঃ কাছিকাটা ফিৎরা ১০০৲ ১৯। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন প্রাং সাং ঝাড়গ্রাম পোঃ ঝিকরা ফিৎরা ৮'৫০ ২০। আলহাজ আবদুল ওয়াহেদ সাং ইলিসমারী পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ১০৲ ২১। মোহাম্মদ আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৬৲ ২২। হাজী মোহাঃ নঈমুদ্দীন সাহানা সাং ঝাড়গ্রাম পোঃ ঝিকরা ফিৎরা ২৫৲ ২৩। মোহাম্মদ আমীনুল্লাহ সাং চৌহালী পোঃ পালসা ফিৎরা ৭৲।

যিলা বগুড়া

আদায় মারফত মৌঃ মোহাম্মদ আবুল হাসানাত কমর গ্রাম পোঃ বানিয়াপাড়া

১। মৌঃ আবদুল লতিফ মুলগ্রাম পোঃ কালাই ফিৎরা ১৲ ২। মৌঃ মোহাঃ আফযাল হোসেন সাং বেগুন গ্রাম পোঃ কালাই ফিৎরা ২৲ ৩। আবদুল কাদের মণ্ডল পোঃ কালাই যাকাত ১৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ রইস উদ্দিন মণ্ডল কালাই ফিৎরা ১৲ ৫। মোহাঃ গুলযার হোসেন সাং পলি কাদুয়া পোঃ বানিয়াপাড়া ফিৎরা ৮৲ ৬। মওলানা আবদুর রশিদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাং কয়ড়াপাড়া পোঃ বানিয়াপাড়া ফিৎরা ৫৲ ৭। মোঃ মোহাঃ ইব্রাহিম মণ্ডল সাং হিচমা পোঃ বানিয়া পাড়া ফিৎরা ১৲ ৮। মোহাঃ কাসেম উদ্দিন ফকির ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৯। মোহাঃ আফসার মোল্লা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১০। মোঃ মোহ: আজহার আলী সাং ছোটহার পোঃ বানিয়াপাড়া কুরবানী ২৲ ১১। মোহাঃ আজিমুদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১২। মোহাঃ হাসান আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৩। মোহাঃ সলিম উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৪। মোহাঃ জামাল উদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ১৫। কফিল উদ্দিন আহমদ সাং ধারকী পোঃ বানিয়া পাড়া কুরবানী ২৲ ১৬। আবদুর রহমান সাং কমর গ্রাম পোঃ বানিয়া পাড়া কুরবানী ৫৲ ১৭। মোঃ মোহাঃ আবুল হাসানাত ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৫৲ ১৮। মোহাঃ মফেজ উদ্দিন মোল্লা ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ১৯। মোহাঃ কমর উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ২০। আবদুল মান্নান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ২১। মোহাঃ মফেজ উদ্দিন ফিৎরা ৩৲ ২২। আব্দুর রহমান সাং কমর গ্রাম পোঃ বানিয়া পাড়া ফিৎরা ৫৲ ২৩। মোঃ আযিযুল হক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪০৲ ২৪। আবদুস সালাম মোল্লা বি, এ, বি, টি, ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ২৫। মোহাঃ বেশারতুল্লাহ মণ্ডল সাং ঘুগাইলদিঘি পাড়া কুরবানী ২৲ ২৬। আবদুল গফুর মণ্ডল সাং ঘুগাইল কুরবানী ২৲ ২৭। মোহাঃ এলাহী বখশ মণ্ডল সাং তালসন কুরবানী ১৲ ২৮। মোহাঃ নুরুল ইসলাম মণ্ডল ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২৯। মোহাঃ মতীউর রহমান মণ্ডল ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩০। মোহাঃ ইয়াকুব আলী খান কুরবানী ৫৲ ৩১। আবদুর রসিদ সরদার বানিয়া পাড়া কুরবানী ১৲ ৩২। মোহাঃ আমেজ উদ্দিন ফকির আটগ্রাম ক্ষেতলাল কুরবানী ১৲ ৩৩। মোহাঃ সোলায়মান মণ্ডল ক্ষেতলাল কুরবানী ১৲ ৩৪। মোহাঃ ইমাজ উদ্দিন ফকির সাং আটগ্রাম ফিৎরা ৫৲ ৩৫। মোহাঃ প্রামানিক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৲ ৩৬। মোহাঃ ভোলা মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৩৭। মোহাঃ মফেজ উদ্দিন ফকির ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৩৮। মোহাঃ বেশারত উল্লাহ মণ্ডল সাং দিঘিপাড়া ফিৎরা ৩৲ ৩৯। মোহাঃ আলতাফ আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৪০। ঘুগাইল আহলে হাদীস জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ৪১। আবদুল গফুর মণ্ডল সাং ঘুগইল ফিৎরা ৩৲ ৪২। মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন ফিৎরা ৩৲ ৪৩। মোহাঃ আকর উদ্দিন মণ্ডল ফিৎরা ১৲ ৪৪। মোহাঃ ইসহাক আলী খান ফিৎরা ৫৲ ৪৫। মোহাম্মদ তাহের আলী আখন্দ ফিৎরা ১৲ ৪৬। মোহাঃ বাদেশ আলী ফিৎরা ১৲ ৪৭। মোহাঃ বাদেশ আলী ফিৎরা ৫৲ ৪৮। মোহাঃ আমির উদ্দিন খান ফিৎরা ১০৲ ৪৯। আব্দুল গাফফার সাং বানিয়া পাড়া ফিৎরা ১০৲।

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৫০। মোহাঃ ফহিম উদ্দিন আখুঞ্জী হুয়াকুয়া পোঃ হুয়াকুয়া বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ১২০'০০ ৫১। মোঃ মোহাঃ আলী মারফত আবদুল্লাহ নগরী ইসহাক উদ্দিন লেন সুত্রাপুর ফিৎরা ৩৭'৫৩ ৫২। হাজী বশারতুল্লা সরকার ডেমাজানী ফিৎরা ১০৲ ৫৩ মোহাঃ হাশমতুল্লাহ প্রাং সাং দীঘলকান্দি পোঃ সারিয়া কান্দি ফিৎরা ৫৲ ৫৪। ডাঃ করিম বখশ সরকার এল, এম, এফ জয়ভোগা পোঃ বাইগুনী ফিৎরা ২৲।

আদায় মারফত জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট ডক্টর মওঃ আবদুল বারী সাহেব

৫৫। মোহাঃ জাকারীয়া সরদার বানিয়া পাড়া ফিৎরা ৫০৲ ৫৬। বড় পাথার জামাত হইতে মোঃ মোহাঃ আলাউদ্দিন এম এ পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ৫৲

যিলা রংপুর

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর মওলানা আবদুল বারী সাহেব

১। জুমারবাড়ী বন্দর মসজিদ পক্ষে হাজী মোহাঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মরেজ উদ্দীন এককালীন ১০৲ ২। জুমারবাড়ী গ্রাম জামাত হইতে মোহাঃ হাকিমুল্লা পোঃ জুমারবাড়ী এককালীন ৬৲ ৩। বাদিনার পাড়া জামাত হইতে মওঃ আবদুস সাত্তার ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ৪। আমদির পাড়া জামাত হইতে পোঃ জুমারবাড়ী এককালীন ৫৲ ৫। জুমারবাড়ী সভা হইতে মারফত হাজী মোহাঃ সাইফুদ্দীন ও মোহাঃ তসলিম উদ্দীন ঠিকানা ঐ এককালীন ২০৲ ৬। বাদিনার পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ আবদুস সাত্তার প্রধান ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲

অদায় মারফত জেনারেল সেক্রেটারী পূর্বপাক জমঈয়ত আহলে হাদীস সদর দফতর ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড

৭। শাহাপুর জামাত হইতে মারফত মৌঃ মহসেন আলী সরদার পোঃ কোচাশহর ফিংরা ২১৲ ৮। শক্তিপুর জামাত হইতে মৌঃ হাসান আলী পোঃ কোচাশহর ফিংরা ২৫৲ ৯। চরবিলুয়া জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ আবদুল মজীদ আখন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৭৫৲ ১০। আবদুস সোবহান পীরপুর আহলে হাদীস জামাত হইতে পোঃ সরদার হাট ফিংরা ৫০৲ ১১। বাংগা বাড়ী জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ ইউনুফুদ্দিন পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৫৲ ১২। বুচাদহ জামাত হইতে মারফত মৌঃ আবদুর রহমান পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ১৫৲ ১৩। বালুয়া হইতে আবদুস জব্বার পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ২'৫০ ১৪। চরপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আবদুল মালেক বেপারী পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ২০'২৫ ১৫। মোহাঃ আবদুল হালীম বুচাদহ পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৫৲ ১৬। বামন হাজরা জামাত হইতে মারফত মোহাঃ ইদ্রিস পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ২৫ ১৭। জীবন পুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আজিম উদ্দিন পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৩০৲ ১৮। কিংকরপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ মুবারক আলী প্রধান পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৫৲ ১৯। চন্দন পাঁঠ জামাত হইতে মারফত মোহাঃ করিম বখশ প্রধান পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৩০৲ ২০। শাখাহাটী বালুয়া জামাত হইতে মারফত মওলানা শাফায়াতুল্লাহ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৪০৲ ২১। মৌঃ আবদুর রহমান ওসমানের পাড়া জামাত হইতে পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৩৲ ২২। জগদিশপুর জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ রইস উদ্দিন পোঃ কোচাশহর ফিংরা ৪৫৲ ২৩। গোপাল পুর জামাত হইতে মারফত আবদুল মালেক প্রধান পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ১০৲ ২৪। মৌঃ মোহাঃ আবদুল কাদের সরকার পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ২৫। খরিয়া বাদা জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ কেরামত আলী সাহেব পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৫০৲ ২৬। সিংজানী জামাত হইতে মারফত আবদুল জব্বার আখন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৫০৲।

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

২৭। মোহাঃ লাল মিঞা সরকার সাং বরুহী পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিংরা ৫৲ ২৮। মৌঃ মোহাঃ কলিমউদ্দীন সাং পানবাড়ী পোঃ ফেটগ্রাম এককালীন ১৬৲ ২৯। মৌঃ মোহাঃ নকিব উদ্দীন আখন্দ সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিংরা ২৭৲ ৩০। আলালের ছড়া জামাত হইতে মৌঃ আবদুল জব্বার পোঃ ভবানীগঞ্জ ফিংরা ৬৮৲ ৩১। ভাদুক রেকাবেতপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ ইব্রাহিম আলী মণ্ডল পোঃ বাদিয়াখালী ফিংরা ১০০৲ ৩২। মোহাঃ মুজিবর রহমান সরকার সাং ও পোঃ সোনার পাড়া ফিংরা ৫৲ ৩৩। মোহাঃ আসির উদ্দীন সাং ও পোঃ গোলমুণ্ডা ফিংরা ৩৲ ৩৪। শাহ মোহাঃ আবদুল বাকী মৌভাষা পোঃ মৌভাষা ফিংরা ৩৩'৬৫ ৩৫। মুনশী মোহাঃ তসলিমুদ্দীন সরকার সাং পাঠানডাঙ্গা পোঃ বাদিয়াখালী এককালীন ২৲

যিলা দিনাজপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ আবদুস মাজেদ খান সাং হাসেনপুর (মিঞাবাড়ী) পোঃ খানসামা ফিংরা ৩০৲ ২। মৌঃ মোহাঃ আবদুস শুকুর সাং ও পোঃ ঘোচনা ফিংরা ২৫৲

www.ahlehadeethbd.org

৩। এম, এ, গাফফার প্রধান শিক্ষক, নবীপুর ফ্রি প্রাইমারী স্কুল পোঃ নান্দেরাই ফিৎরা ৩৲ ৪। শাহ মোহাঃ শরিয়তুল্লাহ সাং আবদুলপুর পোঃ নান্দেরাই ফিৎরা ৪৲ ৫। মৌঃ মোহাঃ আবদুল মাজেদ খান সাং হোসেনপুর মিয়া বাড়ী পোঃ খানসামা ফিৎরা ৬০৲

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওলানা আবদুল বারী সাহেব

৬। মোহাঃ আযিযুদ্দিন সরকার খিয়ার পাড়া জামাত হইতে পোঃ নুরুলহুদা ফিৎরা ২০৲ ৭। মৌঃ মোহাঃ মুসলেহুদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৭৲ ৮। মৌঃ মোহাঃ ইলাহী বখশ সরদার খোপাকল, নূরুলহুদা ফিৎরা ৬০৲

আদায় মারফত শাহ আলহাজ মওঃ আবদুল বাকী সাহেব মৌভাষা, রংপুর

৯। মুনশী মোহাঃ তহিম উদ্দীন বাসুদেবপুর এককালীন ২৲ ১০। মোহাঃ আবুল হোসেন সরকার ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ১১। মৌঃ মোহাঃ আইউব আলী সরকার ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১২। আবদুল গফুর সরকার ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৩। মোহাঃ আবদুল জব্বার সরকার ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৪। হাজী মৌঃ মোহাম্মদ আলী ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ১৫। মোহাঃ হাসান উদ্দিন ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৬। মোহাঃ আফাজ উদ্দিন ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৭। মোহাঃ আহফুর রহমান ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲

যিলা কুমিল্লা

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ আহমাদুল্লাহ মিঞা c/o হাজী জোনাব আলী মুন্সী সাং ও পোঃ দক্ষিণ লধুয়া ফিৎরা ২০৲

যিলা খুলনা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ কেরাম উদ্দিন সাং শাহপুর পোঃ হরিহর নগর ফিৎরা ৫৲

যিলা ফরিদপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মফছুদুল হক শিকদার সাং বহাল-তলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর ফিৎরা ১৮৲

যিলা বরিশাল

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মনছুর আহমদ মল্লিক সাং মাদারসী পোঃ ধামসর যাকাত ২৲ ফিৎরা ৫৲ ২। মোহাঃ কাসেম আলী মল্লিক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৩। মোহাঃ মাজেদ আলী মল্লিক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲

মার্চ মাস

যিলা ঢাকা

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। গৌরনগর জামাত হইতে মারফত মুন্সি মোহাঃ ছিদ্দিক মোল্লা পোঃ রূপগঞ্জ ফিৎরা ১৫৲ ২। বালুর পার জামাত হইতে মুন্সি মোহাঃ ছিদ্দিক মোল্লা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৩। দাশেরকান্দি জামাত হইতে মারফত ঐ ফিৎরা ২৲ ৪। এম, এফ হামীদ মতিঝিল কুরবানী ৫৲ ৫। মৌঃ মোহাম্মদ হানিফ ২৬ নং সেণ্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি কুরবানী ২'২১ ৬। মোহাঃ রোকন উদ্দিন মিঞা সাং ভাওয়াইদ পোঃ জয়দেবপুর কুরবানী ৫৲ ৭। আলহাজ মোহাঃ নূর হোসেন সহকারী সেক্রেটারী মাদ্রাসাতুল হাদীস যাকাত ১০০০৲ ৮। মোহাঃ মুজিবর রহমান সাং চামুরখান পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৫৲ ৯। মোহাঃ সলিম বেপারী ৭৯, কাযি আলাউদ্দিন রোড কুরবানী ৩০৲ ১০। হাজী মোহাঃ হোসেন ১০১ নং বি, খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া কুরবানী ৬৲ ১১। ডাঃ আবুল হোসেন ১২০ বি, মালিবাগ কুরবানী ৬৲ ১২। খন্দকার মোহাঃ হাবীবুর রহমান ২।৩।৩ সি, এণ্ড, বি, কলনী, কুরবানী ২৲ ১৩। বংশাল জামাত হইতে মারফত আলহাজ মোহাঃ আতীকুল্লাহ মুতাওয়াল্লী কুরবানী ৪০০৲ ১৪। আলহাজ মোহাঃ এব্রাহিম সাহেব মালীবাগ কুরবানী ১০৲ ১৫। মৌঃ আবদুর রহমান, কাউলতিয়া স্কুল মির্জাপুর বাজার কুরবানী ৩৲

যিলা ময়মনসিংহ

জমঈয়ত দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ হাশর উদ্দিন সাং তেরিয়ার

www.ahlehadeethbd.org

চর পোঃ বাগবার চর ফিৎরা ৫৲ ২। হাজী মোহাঃ আফছার উদ্দিন সাং চন্দনপুর পোঃ বাগবার চর ফিৎরা ১৲ ৩। মোহাঃ বাকিতুল্লাহ মুন্সী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৪। মোহাঃ তাহের বখশ ফিৎরা ১৲ ৫। মোহাঃ সা·াউল্লাহ মাষ্টার সাং ও পোঃ কাকুরা ফিৎরা ৬৮'৯৫ ৬। মোহাঃ আবদুল খালেক সাং ও পোঃ কালোহা ফিৎরা ৫৲ ৭। মোহাঃ খলিলুর রহমান সাং সিংগার ডাক পোঃ খাসিয়াজানি কুরবানী ২৲ ৮। মোহাঃ হাসান আলী সিকদার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৯। মোহাঃ জয়েন উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১০। মোহাঃ কলিম উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১১। মোহাঃ নবাব আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ১২। মোহাঃ ইমাম আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ১৩। মোহাঃ আবদুস সামাদ সাং পাথর ঘাটা ফিৎরা ২৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ নূরুযযমান সাহেব অনারারী মুবাল্লিগ পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস, বল্লা বাজার

১৪। মোহাঃ নওয়াব আলী সরকার টাঙ্গাইল নিউমার্কেট কুরবানী ৩৲ ১৫। মৌঃ আবদুর রসিদ সাং বেহালা বাড়ী পোঃ বল্লা বাজার কুরবানী ৫১'৫০ ১৬। হাজী মোহাঃ কছিম উদ্দিন সাং কালিয়ান পোঃ কাটলবানী কুরবানী ৫৲।

যিলা কুষ্টিয়া

আদায় মারফত মওলানা আবতুল হক হক্কানী

১। মৌঃ মোহাঃ মুসলেমুদ্দিন সাং তেবাড়িয়া পোঃ কুমার খালী যাকাত ১০০৲ ২। আফতাব উদ্দিন আহমদ সাং হোদা পোঃ মুড়াগাছা ফিৎরা ৫৲ ৩। মোহাঃ ইমাদ আলী প্রাং সাং পাথর বাড়িয়া পোঃ কুমার খালী ১৯৬৬ সালের ফিৎরা ২৯৲ ৪। মোহাঃ মুমতাজ আলী প্রাং কুমার খালী যাকাত ৫৲ ৫। মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস বখ্শ সাং ও পোঃ কুমার খালী যাকাত ২০০৲ ফিৎরা ৪৪৲ ৬। মোহাঃ কেরাম উদ্দিন বিশ্বাস ঠিকানা ঐ যাকাত ২০০৲ ৭। মোহাঃ আকার উদ্দিন মোল্লা সাং মুল গ্রাম পোঃ কুমার খালী ফিৎরা ৫৲ ৮। আবদুল কুদ্দুস জোয়ার্দ্দার সাং পাথর বাড়িয়া পোঃ কুমারখালী ফিৎরা ৫৲ ৯। মোহাঃ জামাল শেখ সাং মুলগ্রাম পোঃ মুড়াগাছা ফিৎরা ৫৲ ১০। মোহাঃ সৈয়দ আলী সাং কয়াত কান্দি পোঃ কুমারখালী ফিৎরা ৫৲ ১১। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সত্তার সাং তেবাড়িয়া পোঃ কুমারখালী ফিৎরা ৩০৲ ১২। মোহাঃ মুফাজ্জল হোসেন বিশ্বাস সাং হিজলাকর পোঃ কুমারখালী কুরবানী ৪৲ ফিৎরা ১০৲ ১৩। মৌঃ মোহাঃ আবতুস সামাদ দুর্গাপুর জামাত হইতে পোঃ কুমারখালী কুরবানী ৪৬৲ ১৪। মোহাঃ ইমাদ আলী প্রাং সাং পাথর বাড়িয়া পোঃ কুমারখালী ফিৎরা ২৫৲ ১৫। মৌঃ মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস বিশ্বাস কুমারখালী কুরবানী ৫৲।

যিলা পাবনা

আদায় মারফত মওলানা আবতুল হক হক্কানী

১। মোহাঃ মুসলেমুদ্দীন মিঞা সাং কুলনিয়া পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১০৲ ২। মোহাঃ আয়েজউদ্দিন প্রামাণিক সাং কায়েমকোলা পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১০৲ ৩। মোহাঃ হাসেন আলী প্রাং সাং দোপকোলা পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২০৲ ৪। মোহাঃ হোসেন আলী মুকুন্দপুর পোঃ দোগাছী যাকাত ৩০৲ ৫। মোহাঃ হোসেন আলী প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৫৲ ৬। মোহাঃ আকবর আলী মালিথা চর কুলনিয়া পোঃ দোগাছী যাকাত ৫৲ ফিৎরা ২৫৲ ৭। মোহাঃ বছির উদ্দিন প্রাঃ খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২৬৲ ৮। মোহাঃ আজর আলী প্রাং সাং মাদারবাড়িয়া পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২০৲ ৯। মৌঃ আবদুল বারী সাং মাদারবাড়ী পোঃ ঐ ফিৎরা ১০৲ ১০। মোহাঃ ইউসোফ আলী প্রাং রঘুনাথপুর পোঃ ঐ ফিৎরা ১১৲ ১১। মোহাঃ গাধল প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৮'৭৫ ১২। মোহাঃ ইমাদ আলী প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১১৲ ১৩। মোহাঃ নাজির হোসেন প্রাং সাং খয়েরসুতী ফিৎরা ৪০৲ ১৪। মোহাঃ শাহাদৎ আলী প্রা খয়েরসুতী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফিৎরা ৪০৲ ১৫। আ'ধারী প্রামাণিক সাং ব্রজনাথপুর ফিৎরা ১৪'৬২ ১৬। মোহাঃ লোকমান আলী মিয়া রাঘবপুর ফিৎরা ১০৲ ১৭। মোহাঃ হোসেন আলী প্রাং সাং দোপকোলা কুরবানী ১০৲ ১৮। মোহাঃ রহমতুল্লাহ মোল্লা কুলনিয়া কুরবানী ৩০৲ ১৯। মোহাঃ কাজেম আলী মিস্ত্রি ব্রজনাথপুর কুরবানী ১২'৫০ ২০। তাজিম উদ্দিন ব্রজনাথপুর কুরবানী ৫'২৫ ২১। মোহাঃ নাছের প্রামাণিক খয়েরসুতী কুরবানী ১০৲ ২২। মোহাঃ শাহাদত প্রাং খয়েরসুতী কুরবানী ২৫৲ ২৩। মোহাঃ শ হেন আলী প্রাং ও মোহাঃ কালাম আলী প্রাং সাং কুলনিয়া কুরবানী ১২. ২৪। হাজী আবদুর রহমান সাং খয়েরসুতী কুরবানী ১০৲ ২৫। মুনশী উসমান গণী দোগাছী কুরবানী ৭৲ ২৬। আবদুর রহমান খান সাহেব সাং জহিরপুর পোঃ দোগাছী কুরবানী ১০৲ ২৭। মোহাঃ ফয়জুদ্দিন মিঞা সাং মুকুন্দপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৩৬৲ ২৮। মোহাঃ দবির উদ্দিন খান স ং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২০৲ ২৯। মোহাঃ বছির উদ্দিন প্রাং সাং কুলনিয়া পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৩৲ ৩০। মুনশী মোহাঃ রহমতুল্লা সাং কুলনিয়া পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৭৫৲ ৩১। মোহাঃ করম আলী বিশ্বাস সাং চর ভায়রা পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৪৩৲ ৩২। মোহাঃ চাঁদ আলী প্রাং পোঃ ও সাং দোগাছী ফিৎরা ১৫৲ ৩৩। মোহাঃ আহেদ আলী মোল্লা ও লোকমান রাঘবপুর ফিৎরা ১৭৲ কুরবানী ১৯৲ ৩৪। মোহাঃ রবেশ মালিথা সাং ব্রজনাথপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১২৲ ৩৫। হাজী মোহাঃ কফিল উদ্দিন ব্রজনাথপুর ফিৎরা ২০৲ ৩৬। মোহাঃ জোনাব আলী বিশ্বাস খয়েরসুতী ফিৎরা ২০৲ ৩৭। মোহাঃ হারান আলী প্রাং খয়েরসুতী ফিৎরা ৪৲ ৩৮। হাজী আবদুর রহমান খয়েরসুতী ফিৎরা ২০৲ ৩৯। করম আলী মিস্ত্রি সাং ব্রজনাথপুর ফিৎরা ১৬৲ ৪০। মোহাঃ ইসমাঈল প্রাং ব্রজনাথপুর ফিৎরা ৫৲ ৪১। মোহাঃ হোসেন আলী প্রাং মুকুন্দপুর ফিৎরা ১২৲

জমঈয়ত দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৪২। মোহাঃ শেহাবুদ্দিন আখন্দ সাং মাটিকোড়া পোঃ সদর ফিৎরা ১৫'৫০ ৪৩। মৌলবী আবদুল ওয়াজেদ মিঞা স্টু ষ্টোর পাবনা বাজার পোঃ পাবনা ফিৎরা ১০৲।

যিলা রাজশাহী

জমঈয়ত দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আবদুল মাজেদ ফকির, বাহাদুর পাড়া পোঃ চাঁচকৈর ফিৎরা ২৭'৫৫ ২। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন কোরাজুরী সাং ইলসামারী পোঃ চণ্ডিপুর কুরবানী ৬৲ ৩। মোহাঃ আফসার আলী সাং ডোমকুলী পোঃ বাসুদেবপুর কুরবানী ১০৲ ৪। মোহাঃ হুরমতুল্লাহ সরদার সাং ও পোঃ [illegible] কুরবানী ৫০৲ ৫। মোহাঃ মজিবর রহমান সাং ও পোষ্ট খোলাবাড়ী কুরবানী ১১'১০ ৬। মোহাঃ উসমান গণী সরকার সাং ও পোষ্ট বোয়ালিয়া ফিৎরা ৪০৲ কুরবানী ৭৲ ৭। আলহাজ মোহাঃ খোশবর আলী সাং ভাতুরিয়া পোঃ খোদ মোহনপুর কুরবানী ১৫৲ ৮। হাজী মোহাঃ নায়েব আলী সরকার সাং কোচুয়া পোঃ নন্দনালী কুরবানী ২৪'৭৫ ৯। মোহাঃ কুদরতুল্লাহ সরদার সাং মুর্শিদ চর পাড়া পোঃ কাছিকাটা কুরবানী ৯'৭৫ ১০। হাজী মোহাঃ নইমুদ্দিন সাহানা সাং ঝাড়গ্রাম পোঃ ঝিকড়া কুরবানী ২০৲

যিলা বগুড়া

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আহাদ আলী সাং বেগুন গ্রাম পোঃ কালাই ফিৎরা ১০৲ ২। কালাইহাটা জামাত হইতে পোঃ জুমার বাড়ী ফিৎরা ৪০৲ ৩। আবদুল লতীফ প্রামাণিক সাং বোহাইল পোঃ মাদলা কুরবানী ৯'৫০ ৪। মোঃ মোহাঃ হবিবর রহমান সাং বিহারপুর পোঃ মোকামতলা কুরবানী ৫৲ ৫। মুন্সী নুর মোহাঃ সাং দেউলি পোঃ গাংনগর ফিৎরা ৫৲ ৬। মুন্সী মোহাঃ আবেদ আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৭। মোঃ আবদুস সাত্তার আখন্দ সাং জয়ভোগা পোঃ গাবতলী কুরবানী ১৩'৫০।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খণ্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ. যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490
Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org